আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর, ২০২১ঈসায়ী

২৮শে নভেম্বর, ২০২১

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ: ধার্মিক পুরুষদেরই দাড়ি কামাতে বাধ্য করছে উজবেক পুলিশ

এবার কয়েক ডজন মুসলিম যুবককে জোর করে দাড়ি কামাতে বাধ্য করেছে উজবেকিস্তান পুলিশ। দেশটির রাজধানী তাসখন্দ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ইয়াঙ্গিউল শহরে এ ঘটনা ঘটে। ইয়াঙ্গিউল শহরে পুলিশ পুরুষদের ডেকে নিয়ে তাদের দাড়ি কামানোর জন্য বাধ্য করেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক অধিকারকর্মী বলেন, গত এক মাসে শুধুমাত্র ইয়াঙ্গিউলেই ২২ জন পুরুষের দাড়ি কামিয়েছে পুলিশ। সেখানে শুধুমাত্র ধার্মিক পুরুষদেরই দাড়ি কামাতে বাধ্য করা হয়। তবে ভুক্তভোগী ওই যুবকরা বলছে, যারা ফ্যাশনের জন্য দাড়ি রেখেছে পুলিশ তাদের টার্গেট করে না। তারা শুধু মুসলমানদের টার্গেট করে।

অথচ,তারাই ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে বাকস্বাধীনতার বুলি আওড়ায়। স্বাধীনতার নামে যা ইচ্ছে তাই করে। কিন্তু মুসলিমদের ধর্মীয় বিধান পালন তাদের সহ্য হয় না।

ইয়াঙ্গিউলের এক বাসিন্দা বলেন, 'পুলিশ বলছে- আমাদেরকে দেখতে সন্ত্রাসীদের মতো দেখাচ্ছে। আমরা আমাদের ঐতিহ্য এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর সুন্নত অনুসারে দাড়ি বড় করেছিলাম। কিন্তু তারা আমাদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে।'

দাড়ি পুরুষের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক। দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশটিরও অধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ বিধান পালন করতে মুসলমান যুবকরা দাড়ি রাখেন। কিন্তু দেশে দেশে এ দাড়ির জন্য মুসলিম যুবকরা ইসলাম বিদ্বেষীদের রোষানলে পড়েন।

তথ্যসূত্র:
১.মুসলিম যুবকদের দাড়ি কামাতে বাধ্য করছে উজবেক পুলিশ

https://tinyurl.com/yyfwabwh

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ: ভারতে হিজাব পরা ছবি দেয়ায় চাকরির আবেদনপত্র বাতিল

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হিজাব পরা ছবির জন্য 'বাতিল' করে দেয়া হয় পুলিশে চাকরির আবেদনপত্র। ২০২০ সালে কনস্টেবল হিসেবে প্রায় সাড়ে আট হাজার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যার মধ্যে মহিলা কনস্টেবলের শূন্যপদ ছিল ১ হাজার ১৯২। ওই পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্রের সাথে যারা হিজাব পরা ছবি

দিয়েছিলেন, তাদের সকলের আবেদনপত্র বাতিল করে দেয়া হয়। তাকে কেন্দ্র গত ২৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে মামলা করেন সোনামণি খাতুন, হাফিজা খাতুনসহ আরো বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। মামলা দায়েরের দু'দিন পর অর্থাৎ, ২৬ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের (২০২০) নিয়ম অনুযায়ী, ছবিতে প্রার্থীর মুখে কোনোভাবে ঢাকা রাখা যাবে না। মুখ বা মাথা ঢাকা দিয়ে, চোখ ঢেকে থাকা সানগ্লাস পরে ছবি তোলার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আছে। যদিও মামলাকারীদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের (২০১৯) নির্দেশিকায় এরকম কোনো নিয়ম ছিল না। নতুন নির্দেশিকায় যে নিয়ম আছে, তা আদতে সংবিধানের ২৫ ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। কথিত গণতন্ত্রবাদিরা সবকিছুর ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বললেও মুসলিমদের বেলায় ইসলালামী বিধি বিধান পালনে রয়েছে তাদের যথেষ্ট আপত্তি। তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে যা ইচ্ছে তাই করবে, পরিধান করবে কিন্তু মুসলিম মহিলারা ইসলামি লেবাস হিজাব পড়বে এটাও সহ্য হয় না।

তথ্যসূত্র

1. Hijab ban in Bengal police recruitment; Result subject to court order: Calcutta HC https://tinyurl.com/mu4stnv2

জাতিসংঘের সামরিক বহরে আল-কায়েদার ইস্তেশহাদী হামলা, হতাহত ৩১ এরও বেশি

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দখলদার জাতিসংঘের একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে শহিদী হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এতে ৩১ এরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক গণমাধ্যমের বিবরণ অনুযায়ী, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে কুফফার জাতিসংঘের "দখলদার শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসারদের" বহনকারী একটি সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র জানায়, গত ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ভোরে, সামরিক কনভয়টি যখন রাজধানীর গর্ডন ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে হ্যালেন ক্যাম্পে যাচ্ছিল, তখন সোমালিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের কাছে কনভয়টি পৌঁছলে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এদিকে আল-আরব নিউজ ও আঞ্চলিক গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, উক্ত গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের ৮ কুফফার নিহত এবং আরও ২৩ এরও বেশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছে। তবে হতাহতের এই সংখ্যা আরও বাড়ারও আশংকা করা হচ্ছে।

অপরদিকে আল-আন্দালুস রেডিও ও শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী নিশ্চিত করেছে যে, বৈশ্বিক জিহাদী তানযিম জামা'আত কায়দাতুল জিহাদ সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এখনো হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান ঘোষণা করেন নি।

তবে তাঁরা জানিয়েছেন যে, হামলাটি পশ্চিমা অফিসার এবং প্রশিক্ষকদের লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে, যখন তারা ক্রুসেডার আফ্রিকান বাহিনীর সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি "হ্যালেন" ঘাঁটিতে যাচ্ছিল।

https://ibb.co/1dWqRbL
https://ibb.co/BPFq7qD
https://ibb.co/kBfPN5b
https://ibb.co/m03sfx6

উগান্ডা সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে আল-কায়েদার ৬০টি রকেট হামলা, ৬টি তাবুতে আগুন

সোমালিয়ায় দখলদার উগান্ডার সেনা ঘাঁটিতে পর পর আল-কায়েদার রকেট হামলায় বিধ্বস্ত সামরিক ঘাঁটি, যাতে হতাহত হয়েছে ৮ এরও বেশি।

বিবরণ অনুযায়ী, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার উগান্ডান সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে একে একে ৬০টি রকেট হামলা চালানো হয়েছে। যাতে ক্রুসেডার উগান্ডান সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে থাকা অস্ত্রাগার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্লিনিকসহ ৬টি তাঁবু পুড়ে গেছে। প্রাথমিক তথ্যমতে, এসময় ক্রুসেডার বাহিনীর ৮ এরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ নিশ্চিত করেছে যে,

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন বরকতময় এই অভিযানটি পরিচালনা করেছে। যা গত বুধবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর আফজাউয়ী শহরে উগান্ডার সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল।

লোক ভোলানো নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসে ফিলিস্তিনিরা লড়ছেন নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে

সারা বিশ্ব যখন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন করছে, তখন ফিলিস্তিনিরা দখলদার ইসরাইলের কবল থেকে মুসলিম নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে লড়ছেন। মধ্যপ্রাচের বিষফোঁড়া ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক জাতিসংঘ যখন লোক ভোলানো নারীর অধিকার নিশ্চিতে ১৬ দিন ব্যাপী ক্যাম্পেইনের সুবিশাল কর্মসূচি পালনে ব্যতিব্যস্ত, ঠিক তখনো তার মদদপুষ্ট ইসরাইল বহাল তবিয়তেই ফিলিস্তিনকে নারীদের জন্য নরকে পরিণত করে রেখেছে।

ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিন সমর্থন গোষ্ঠীগুলো মানবতাবিরোধী ইসরাইলের কবল থেকে ফিলিস্তিনি নারীদের রক্ষায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

অবৈধ ইসরাইল তার জন্মলগ্ন থেকে ফিলিস্তিনবাসীর উপর যে দমন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, তার কবল থেকে ফিলিস্তিনি নারী-শিশুরাও মুক্ত নয়। বরং ইসরাইল তার প্রাণঘাতী অত্যাধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার ও উগ্র সৈন্যদের সাহায্যে প্রতিদিনই ফিলিস্তিনি নারীদের গণহারে আহত-নিহত করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩০ শে মার্চ ফিলিস্তিনবাসীর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশে দখলদার ইসরাইলি সৈন্যরা হামলা করে ১৮০০ অধিক মুসলিম নারীকে আহত করে।

২০০৮ সালে গাজায় ইসরাইলের বর্বরোচিত গণহত্যায় ১১০ জন ফিলিস্তিনি নারী নিহত হয়।

২০২১ সালের মে মাসে গাজায় জায়োনিস্ট ইসরাইল কর্তৃক নারকীয় গণহত্যায় ৩৮ জন নারী নিহত হয়, আহত হয় ৩৯৭ জন। তাছাড়াও সে সময়ে ১ হাজার ৬০৩ জন ফিলিস্তিনিকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করে ইহুদীবাদী ইসরাইল।

ফিলিস্তিন পরিসংখ্যান মতে, ১৯৬৭ সাল থেকে সন্ত্রাসী ইসরাইল ১৬ হাজারেরও অধিক ফিলিস্তিন নারীকে কারাগারে প্রেরণ করেছে।

গত ৪৩ বছরেরও অধিক সময় ধরে দখলদার ইসরাইল সামরিক অধ্যাদেশ বলে, ১০ হাজার ফিলিস্তিন নারীকে আটক কিংবা বন্দী করেছে।

শুধুমাত্র ২০০৭ সাল থেকে নভেম্বর, ২০০৮ সালের মধ্যে ১২৫ জন মুসলিম নারীকে গ্রেফতার কিংবা ইসরাইলি কারাগারে বন্দী করা হয়; যাদের ৫৬% নারীর বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে এবং ১৩% এর বয়স ১৮ এর কম।

বর্তমানে ৩৪ জন ফিলিস্তিনি নারী ইসরাইলের কারাগারে বন্দী আছেন।

ইসরাইলি কারা অভ্যন্তরে মজলুম ফিলিস্তিনি নারীরা শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবারের সাথে সাক্ষাতের মতো মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠোর কারা শর্তের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। মুসলিম নারীদের নির্জন সেলে কারাবাস কিংবা ক্ষতিকর পোকামাকড়, আবর্জনাপূর্ণ জনাকীর্ণ অন্ধকার কুঠুরিতে গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। বন্দী নারীদের সু-চিকিৎসা, গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সেবা কিংবা স্বাস্থ্যবিধি কোনটিরই বালাই নেই ইসরাইলি প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত অত্র জেলগুলোতে।

গ্রেফতার ও কারাগারে অধিকাংশ ফিলিস্তিনি নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অপমান, হুমকি, দেহ তল্লাশি ও যৌন নিপীড়ন ইসরাইলি কারাগারের নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়।

তাছাড়াও সন্ত্রাসী ইসরাইল কর্তৃক জোরপূর্বক ফিলিস্তিন ঘরবাড়ি ধ্বংস ও উচ্ছেদের ফলে মুসলিম নারীরা তাদের ভিটেমাটি হারিয়ে দরিদ্র ও বাস্তুচ্যুত হতে হয়। ফলে নারীরা আর্থ-সামাজিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। বসবাসের অনুপযোগী পরিবেশ কিংবা শরণার্থী শিবিরে গাদাগাদি করে থাকতে হয়।

আল মিজানের প্রামাণ্যচিত্র মতে, গত মে মাসে গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে ১১৪ টি নারীর গৃহ সহ ৭৪০ টি আবাসিক ভবন ধ্বংস হয়ে যায়।

উক্ত ইহুদিবাদী আগ্রাসনে গাজার পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ শিল্প-বাণিজ্যিক অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারীদের মালিকানাধীন ৩১ টি দোকান ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে তারা একমাত্র আয়ের উৎস হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসনে পরিবারের একমাত্র অর্থ উপার্জনকারী স্বামী, পিতা কিংবা ভাইকে হারিয়ে অনেক ফিলিস্তিন নারী ও শিশু ইতিমধ্যে বেদনার অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছেন।

তথ্যসূত্রঃ

1.On International Day for Elimination of Violence against Women, Palestinians urge to protect women living under Israeli occupation

https://tinyurl.com/yckmd34h

হিন্দুত্ববাদী ভারতের হাসপাতালগুলোতে ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের শিকার মুসলিমরা

হিন্দুত্ববাদী ভারতে ৩৩% মুসলিম ধর্মীয় কারণে দেশটির হাসপাতালগুলোতেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

অক্সফাম ইন্ডিয়ার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে প্রায় ৩৩% মুসলিম হাসপাতালে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছেন। তাছাড়াও ২২% আদিবাসী, ২১% নৃ-গোষ্ঠী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ১৫% লোক ভারতের হাসপাতালে বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত সমীক্ষায় ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রণীত রোগীদের অধিকার চার্ট কতোটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা মূল্যায়ন করা হয়।

ভারতের ২৮টি রাজ্য ও পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৩ হাজার ৮৯০ জন লোক উক্ত সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার "অসমতা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা" প্রধান এঞ্জেলা তানেজা বলেন,"চিকিৎসকরা সমাজের অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার খাতেও পক্ষপাতিত্ব করছে। অস্পৃশ্যতা এখানেও বিদ্যমান। ডাক্তাররা কখনো কখনো রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করার জন্য একজন দলিত ব্যক্তির হাত ধরতে অনিচ্ছুক। একইভাবে, চিকিৎসকরা আদিবাসীদের রোগ নির্ণয় এবং তাদের চিকিৎসা করতেও অনিচ্ছুক।"

তানেজা কোভিড-১৯ মহামারির শুরুর দিনগুলোতে ভারতে মুসলিমদের তাবলীগ জামাতের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তীব্র বিদ্বেষী আক্রমণেরও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,"মুসলিমদেরকে সে সময়ে নিন্দিত করা হয়েছিল, যা চরম অন্যায়।"

তথ্যসূত্রঃ

১.সমীক্ষা বলছে, ৩৩% ভারতীয় মুসলিম হাসপাতালে ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হন

https://tinyurl.com/2p8ex5k3

২৭শে নভেম্বর, ২০২১

গুরুগ্রামে আবারও মুসলমানদের জুমার সালাতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হট্টগোল

নামজের প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের বিদ্বেষ শতাব্দী পুরনো, যা বর্তমান উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের আমলে আরও বেপরোয়া হয়েছে।

মাসের শুরুতে মুসলিমদের জুমুআর নামাজের বরাদ্দকৃত স্থান বাতিল এবং নামাজের পাশে হট্টগোল করার পর, গতকাল মুসলিমদের জুমুআর নামাজে আবারও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হট্টগোলে বিঘ্নিত হলো।

২৬শে নভেম্বর রোজ শুক্রবার মুসলিমদের জুমুআর সালাত অনুষ্ঠিত হয় গুরুগ্রামের সেক্টর-৩৭ নামক এক স্থানে। সেই স্থানটি জুমুআর নামাজ আদায়ের জন্য সরকারিভাবে অনুমোদিত। কিন্তু তারপরেও বিদ্বেষ বশত মুসলিমদের নামাজ আদায়ের সময় কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল এসে সেখানে 'জয় শ্রী রাম', 'ভারাত মাতা কি জ্যায়' স্লোগান দিতে থাকে। সেখানে সালাতরত মুসলিমদের এই অবস্থাতেই পুরো সালাত আদায় করতে হয়।

বিগত ৩ মাস যাবত এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল গুরুগ্রামে ইচ্ছাকৃত ভাবে মুসলিমদের জুমুআর সালাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তারা জেনেশুনে জোর করে ঠিক জুমুআর সালাতের সময়ই নামাজ অনুষ্ঠিত হবার জায়গায় এসে এমন হট্টগোল করে, যাতে করে মুসলিমদের নামাজ ব্যহত হয়।

গুরুগাও নাগরিক একতা মঞ্চ নামক একটি সংগঠন বলেছে যে, ডানপন্থী এই দল তাদের এই কাজ দ্বারা ভারতের সংবিধানের ২৫ নং আর্টিকেল লঙ্ঘন করেছে। তারা আরও বলে, এই দল আমাদের সমাজের সম্প্রীতি নষ্ট করছে।

গত কয়েক সপ্তাহ যাবত গুরুগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে আর কিছুদিন পর মুসলিমদের খোলা জায়গায় জুমুআর সালাত না আদায় করার জন্যে এখন ব্যবস্থা নিচ্ছে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার। সেদিন হয়তো আর বেশি দূরে নেই যেদিন সি.এ.এ, আর্টিকেল ৩৭০ এর মতো মুসলিমদের জুমুআর সালাত বন্ধের জন্যেও এমন আরেকটি আর্টিকেল ভারতের কথিত সংবিধানে যুক্ত হবে।

তথ্যসূত্র:

১। Gurgaon Namaz Row Continues, Muslims Offer Prayers Amid 'Jai Shri Ram' Chants https://tinyurl.com/2p8wsask

---

সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ হওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা রঘুরাজ সিংয়ের

বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্য করা উত্তর প্রদেশের শ্রম প্রতিমন্ত্রী রঘুরাজ সিং গতকাল (বৃহস্পতিবার) আবারও মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য করেছে।

গত ২৫ নভেম্বর একটি ভিডিও বার্তায় মুসপিলমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে মনগড়া অভিযোগ করে এই উগ্র হিন্দু নেতা বলেছে, "মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি, সেখানে সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে একজন সন্ত্রাসী হয়, তাদের চিন্তাভাবনা সন্ত্রাসী।'ভগবান' সুযোগ দিলে সারাদেশের মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবো। গণমাধ্যমে প্রকাশ্যে তার এই ধরণের মন্তব্য উত্তর প্রদেশে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সে আরও বলেছে, "সন্ত্রাসের মুখ গুঁড়িয়ে দিতে হবে, সাপের মুখে তার ফণা পিষে দিতে হবে। একইভাবে সন্ত্রাসবাদের ফণাকেও আমরা গুড়িয়ে দেবা।"

সবশেষে সে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন করে বলেছে, "আমি মোদী সরকারকে সারা দেশে মাদ্রাসা নিষিদ্ধ করার অনুরোধ করব।"

এর আগে গত বছর মুসলিম নারীদের বোরখা পড়ার উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরপের কথা বলেছিল এই সন্ত্রাসী মন্ত্রী।

হিন্দুত্ববাদীদের নিয়ন্ত্রিত ভারতের স্কুলগুলোতে প্রকাশ্যে মুসলিমদের হত্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের দেমাগে গেঁথে দেওয়া হয় মুসলিমরা তাদের আদি শত্রু। মুসলিমরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তাই তাদেরকে মারতে হবে, নিতে হবে প্রশিক্ষণ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের কাছে এগুলো সন্ত্রাসের সঙ্গায় পরে না!

যেখানে সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দুত্ববাদীদের নানা হিংস্র কর্মকাণ্ডের দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে মুসলিমদের, সর্বত্রই হিন্দুত্ববাদীদের প্রশিক্ষিত সদস্যরা নানা অভিযোগ তুলে মুসলিদের উপর হামলে পড়ছে, সেখানে হিন্দুত্ববাদী এমপি মন্ত্রীরা এগুলো বন্ধ না করে উল্টো মুসলিদেরকেই কোনঠাসা করতে ভিত্তিহীন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে, মুসলিম বিদ্বেষকে জোড়ালোভাবে উসকে দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, ভারতে এখন বিজেপির অপশাসনে অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি নানান আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে চাকরিহীনতার কারণে যুবকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, আরেকদিকে ডিজেল পেট্রোলের দাম বাড়তে বাড়তে শত পার করেছে।

আর এসব কুকীর্তি ও অযোগ্যতা ঢাকতেই বিজেপির এমপি-মন্ত্রীরা একবার তালিবেন্দের আফগান বিজয়কে তেলের দাম বাড়ার কারণ বলছে, আরেকবার বলছে জে ভারতের সব সমস্যার জন্য মুসলিমরা দায়ী। আর ব্যর্থতা ঢাকতে তাদের মুসলিম-বিদ্বেষের হাতিয়ার তো আছেই।

এভাবেই বিজেপির নেতা-কর্মীরা জনগণকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে মুসলিম নিধন, আসাম-ত্রিপুরা ইস্যু, কবরস্থান ভাঙা, মাদ্রাসা বন্ধ করা, ভারত-পাকিস্তান ইস্যু, মন্দির ভেঙে মসজিদ করা, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে জনগণকে উস্কে দেওয়া - এসব ইস্যুতে মাতিয়ে রেখেছে।

সব মিলিয়ে ভারত তথা উপমহাদেশের ঘটনাপ্রবাহ এক বিরাট গণহত্যার ক্ষেত্র তৈরির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে বলে আশংকা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র

১। মাদ্রাসায় সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ হয়, 'আইএসআই' এজেন্টরা মাদ্রাসারই ছাত্র তাই মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবো : রঘুরাজ সিং
https://tinyurl.com/5kknvw5a

২। Madrasas are hideouts of terrorists: UP Minister

https://tinyurl.com/y6xycfcu

২৬শে নভেম্বর, ২০২১

বুর্কিনা-ফাসোতে আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলায় ২৫ গাদ্দার সৈন্য হতাহত

বুর্কিনা-ফাসোর উত্তরাঞ্চলে দেশটির গাদ্দার সেনা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ২টি হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনআইএম"। যাতে ১৫ সৈন্য নিহত এবং আরও ১০ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, গত ২৪ নভেম্বর বুধবার, বুর্কিনা-ফাসোর উত্তরাঞ্চলিয় ইয়াতেঙ্গা প্রদেশের থিউ এলাকার একটি হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা। দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে, এই হামলায় তাদের ৩ সেনা নিহত এবং আরও ১০ সেনা আহত হয়েছে। তবে স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে হতাহতের এই পরিসংখ্যান আরও বেশি।

বরকতময় এই হামলার দু'দিন আগে অর্থাৎ ২২ নভেম্বর মধ্যরাতে, দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর আরও একটি হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, বার্সালোঘো অঞ্চলের নিকটবর্তী ফুবিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি কাফেলা টার্গেট করে হামলাটি চালানো হয়েছে। যাতে ১২ এরও বেশি সৈন্য নিহত হয় এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য নিখোঁজ বা তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, আল কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী জামাত নুসরাতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন যোদ্ধারা বরকতময় অভিযান ২টি পরিচালনা করেছেন।

ভারতে মুসলিমদের উপর জ্যামিতিক হারে বাড়ছে হিন্দুত্ববাদীদের হিংস্র আচরণ

মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের আক্রোশ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। নানা অযুহাতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাড়িঘরে,রাস্তাঘাটে, শিক্ষাঙ্গণে কোথাও মুসলিমদের জান মালের নিরাপত্তা নেই।

সাইফুদ্দিন নামে একজন মুসলিম ছাত্রকে ভারতের কর্ণাটকে কোমবেত্তু জুনিয়র কলেজে এবিভিপির নামক কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা ছুরিকাঘাত করেছে। কি অপরাধে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে, এ ব্যাপারে কিছুই জানে না সে।

অবশ্য, ভারতে বর্তমানে মুসলিম হওয়াটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে আক্ষেপের সুরে বলে থাকেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে, একজন অমুসলিমকে নেকাব দেওয়ার অভিযোগে কর্ণাটকে দুই মুসলিম স্কুল ছাত্রীকে ৪০ জনেরও বেশি উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মারধর করে অপমানিত করেছে। অথচ, এটা কোন অপরাধ ছিল না।

ঐ দুই মুসলিম ছাত্রীকে একটি দোকানে আটকে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপমানিত করে বেপরোয়া উগ্র হিন্দুরা। তাদের দিকে নানান তির্যক বাক্য ছুঁড়ে দেয় তারা।

মুসলিমদের বেলায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ভারত এখন মানবতাহীন মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। মুসলিমদের জান মাল, ইজ্জত আব্রু যেন হিন্দুত্ববাদীদের ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এদেরকে কেউ যেন কিছু বলার নেই, আর মুসলিমদের ন্যূনতম নিরাপত্তা দেওয়ার মতোও যেন কেউ নেই।

তথ্যসূত্র:

১। Two #Muslim schoolgirls were abused, beaten and attacked in Karnataka by over 40 Hindutva extremists for giving Niqab to a non-Muslim!
https://tinyurl.com/yxkhm5es

২। Saifuddin a muslim student of Kombettu junior college Puttur has been stabbed by ABVP Goons
https://tinyurl.com/4hf59jkz

জাতিসংঘের আইন ও রেজুলেশন ইসলামের পরিপন্থী: আল-কায়েদা প্রধান

বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের রূপকার ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত ক্বায়দাতুল জিহাদের সর্বোচ্চ আমীর (প্রধান) শাইখ ডঃ আইমান আয-যাওয়াহিরি (হাফিঃ)'র নতুন একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি ৩৮ মিনিটের নতুন এই ভিডিও বার্তাটি "জাতিসংঘের হুমকির বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করা" শিরোনামে সংগঠনের প্রধান প্রচারমূলক মিডিয়া শাখা আস-সাহাব থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শাইখ তাঁর নতুন এই ভিডিও বার্তায় জাতিসংঘের (ইউএন) কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি যৌক্তিক ভাবে তুলে ধরেছেন জাতিসংঘের মুসলিম বিরোধী কর্মকান্ডকে। তিনি এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জাতিসংঘ কিভাবে অমুসলিম বিশ্বের এক চেটিয়া তাবেদারি ও পক্ষপাতিত্ব করছে।

বক্তৃতায় শায়েখ (হাফি:) বলেন, "জাতিসংঘ একটি বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী অমুসলিম কাফেরদের বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এর পথচলা শুরু হয়েছে। তারা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেদের তৈরি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মতবাদ বিশ্বের বাকি দেশ ও মানবতার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য সমগ্র মানবতাকে বিশেষ করে মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ লাগানো।"

আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতিসংঘ এমন সব সংগঠন তৈরি করেছে, যে সংগঠনগুলো তাদের ছলনাময় সুন্দর বাক্যমালা ও প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ইসলামি শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যায় এমন আদর্শ মানুষের উপর কৌশলে বা সরাসরি চাপিয়ে দেয়।

শায়েখ আইমান আরো বলেন, "জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন) যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ছিল, তারা জাতিসংঘের সমস্ত স্ট্রিং তাদের হাতে ধরে রেখেছে। এর মাধ্যমে এই রাষ্ট্রগুলি তাদেন সবচেয়ে বড় অপরাধগুলোও মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে।"

শাইখ তাঁর বার্তায় মুসলিম দেশ ও এর জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, " তাদের জাতিসংঘের আইন ও রেজুলেশন প্রত্যাখ্যান করা উচিত, কারণ এগুলো ইসলাম ও নৈতিকতার পরিপন্থী।"

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার শর্তগুলির জন্য এই প্রতিষ্ঠানের আইন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর জাতিসংঘের পাতানো এসব আইন ও রেজুলেশন মেনে নেওয়ার দ্বারা মূলত ইসলামী শরিয়াহ্'কে অস্বীকার করা হবে।

তিনি আরও বলেন "নিরাপত্তা সম্পর্কে জাতিসংঘের বোঝাপড়ার লক্ষ্য হচ্ছে- স্থিতাবস্থা এবং শোষকদের রক্ষা করা, সেই সাথে দখল ও নিপীড়নের অধীনে মুসলমানদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে যেকোন উপায়ে প্রতিহত করা।"

আর এর মধ্যমেই জাতিসংঘ মুসলিমদের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করে ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানেই শেষ না, বরং জাতিসংঘ পরবর্তী সময়কালে ইসরায়েলের সম্প্রসারণকে সমর্থন করেছিল এবং ইসরায়েলকে সবদিক থেকে রক্ষা করেছিল।"

তাই এমন একটি মুসলিম বিরোধী সংঘের নিরাপত্তা বাহিনীর হয়ে কাজ করা এবং জাতিসংঘের শর্ত মেনে এর সদস্য হওয়াও সমানভাবে অপরাধ। কেননা জাতিসংঘের সদস্যে হওয়ার মাধ্যমে সেও ইসলামিক ভূমির বর্তমান দখলদারিত্বকে মেনে নেবে।

উদাহরণস্বরূপ, এই সদস্য পদের মাধ্যমে সে চেচনিয়া, ককেশাস, মালি, মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর, সোমালিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তান, জিলা, হারার এবং জানজিবারের দখলদারিত্বকে মেনে নিবে। কেননা জাতিসংঘে প্রত্যক্ষ ও পরক্ষো সহায়তার মাধ্যমেই মুসলিমদের পবিত্র ভূমিগুলো দখল করেছে ইসলামের শত্রুরা।

২৫শে নভেম্বর, ২০২১

শাম | ৩০ হাজার শিশুকে হত্যা করেছে শামের কসাই বাশার আল-আসাদ

কেউ পৃথিবীর আলো-বাতাস স্পর্শ করেছে মাত্র, কেউ কেউ যেতে শুরু করেছে স্কুলে। পৌঁছাতে পারেনি তাদের শিশু-কৈশোরের দুরন্তপনা। এর আগেই তাদের প্রাণপাখি কেড়ে নেয় নিষ্ঠুর আসাদের শিয়া রাফেজি বাহিনী ও তার মিত্র রাশিয়া-ইরান জোট।

https://ibb.co/9yNV5nt

এ পর্যন্ত হাজার হাজার সিরিয়ান শিশুকে হত্যা করেছে এই বর্বর জোট।

https://ibb.co/31YwFBF

বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে সিরিয়ান মানবাধিকার সংস্থা 'সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস' বা (SNHR) একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। পরিসংখ্যানে বলা হয়, গত পাঁচমাসে ৬৩ শিশুকে হত্যা করেছে আসাদ ও তার সন্ত্রাসী জোট বাহিনী।

https://ibb.co/G3PgfgV

এছাড়াও, এ পর্যন্ত মোট ২৯,৬৬১ জন শিশু নিহত হয়েছেন। তার মধ্যে ২২,৯৩০ সিরিয়ান শিশুকে হত্যা করেছে বর্বর আসাদ বাহিনী। অন্যদিকে রাশিয়া-২,০৩২ জন, দায়েশ-৯৫৮, হায়াত তাহরির আশ শাম(HTS)-৭১, মার্কিন সমর্থিত YPG এবং পিকেকে ২৩৭ জন শিশুকে হত্যা করেছে। যদিও বাস্তব হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

https://ibb.co/c3CM02c

বেশিরভাগ শিশু-ই স্কুল ও বাড়িতে অবস্থানকালে বোমা হামলায় নিহত হয়েছে। অসংখ্য শিশু পঙ্গুত্ব বরণ করছে, পিতা-মাতা হারিয়ে এতিম হয়েছে হাজারে হাজার, লক্ষ লক্ষ শিশু হয়েছে উদ্বাস্তু। শরনার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন-যাপন করছে অসংখ্য শিশু। এর সবগুলোই ঘটেছে বিশ্ববাসীর সামনেই।

https://ibb.co/zQH39r4

এতো বর্বরতা সত্যেও বিশ্ববাসীর কেউই সিরিয়ার সংঘাত থামাতে সন্ত্রাসী আসাদ ও তার জোটের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। কথিত জাতিসংঘও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরাবরই বাকপটু মিথ্যা শান্তির বিবৃতিতে ধোকা দিয়েছে গোটা মুসলিম জাতিকে।

https://ibb.co/9hwXJ1d

বিশ্ববাসী দেখেছে, আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর পরাজয়ের পর দেশটিতে তথাকথিত মানবাধিকার ও নারী স্বাধীনতার নামে আদা-জল খেয়ে নামে হলুদ মিডিয়া ও পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা। ঘন্টাখানিক আগে যারা গণহারে আফগানদের হত্যা করছিল তাদের বিরুদ্ধে এইসব বুদ্ধিজীবীদের কেউ কথা না বললেও তালিবানের বিরুদ্ধে ইনিয়েবিনিয়ে নানা সবক দিচ্ছিল তারা। যদিও তাদের মানবাধিকার চেতনা সিরিয়া, ইয়েমেন, কাশ্মীরা, আরাকানের ব্যাপারে বরাবরই ফিকে হয়ে যায়।

https://ibb.co/yYPX3pq

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, মুসলিম জাতি তথাকথিত এইসব মানবাধিকার সংস্থা ও জাতিসংঘের ধোকা বুঝতে ব্যর্থ হলে এ জাতির লাঞ্ছনা আরও বৃদ্ধি পাবে।

https://ibb.co/W2c0X53

তথ্যসূত্র :
======

১। Nearly 30,000 children killed since start of Syria's war: Rights group - https://tinyurl.com/5euusm8u

২। Syria: Death and distress for Idlib's children-

https://tinyurl.com/48s47tjt

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে রক্তাক্ত কাশ্মীর: দু'সপ্তাহে ৭ মুসলিমকে গুলি করে হত্যা

পৃথিবীর সবচেয়ে সামরিকায়িত অঞ্চল কাশ্মীরে ভারতীয় হিন্দুত্ববী আগ্রাসী বাহিনীর নিপীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বহু আগেই, নিপীড়নের পাল্লায় প্রায় প্রতিদিনই নতুন করে যুক্ত হচ্ছে বেসামরিক কাশ্মীরি জনগণের লাশ।

গত সপ্তাহে আগ্রাসী ভারতীয় বাহিনী গুলি করে চার বেসামরিক মুলিমকে হত্যা করে, যে রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। এর মধ্যেই গত ২৩ এপ্রিল আবার শ্রীনগরের রামবাগে ভারতীয় দখলদার বাহিনী তিন কাশ্মীরি মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছে।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, দখলদার ভারতীয় বাহিনী এখন কাশ্মীরি মুসলিমদের সাথে যা ইচ্ছা তাই করছে, যাদের ইচ্ছা হত্যা করছে, যাদের ইচ্ছা সন্ত্রাসী আইনে মামলা দিচ্ছে আবার যাদের ইচ্ছা গুম করছে।

গত পরশুর ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী একজন নারী জানিয়েছেন, ঐ তিন মুসলিম যুবককে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী গাড়ি থেকে ঘটনাস্থলে নামায়, এরপর তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। ঐ যুবকদের রক্তে যেন ভেসে গিয়েছিল সড়ক।

রক্তে ভেজা সড়কের পাসে দাড়িয়েই আহাজারি করছিলেন উপস্থিত জনতা, আরেক বৃদ্ধা নারী নিহত এক যুবকের রক্তমাখা মানিব্যাগ ও পরিচয়পত্র মেলে ধরে দেখাচ্ছিলেন উপস্থিত স্থানীয় সাংবাদিকদের।

https://ibb.co/0fmVdPZ

স্পষ্টতই মুসলিমদের উত্থানে দিশেহারা ভারত জল আরো দূরে গড়ানোর আগেই কাশ্মীরি মুসলিমদের ঈমান ও স্বাধিকারের আওয়াজকে থামিয়ে দিতে চাচ্ছে। তবে স্থানীয় মুসলিমরা জোড় দিয়ে বলছেন যে, দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসীরা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে কাশ্মীরি মুসলিমদের যতই দমনোর চেষ্টা করুক - কাশ্মীরি মুসলিমরা না এখন তাদেরকে রাম রাজত্ব কায়েম করতে দিবে, না তারা আর পাকিস্তানী গাদ্দার শাসকদের ধোঁকায় পা দেবে, আর না তারা ঈমান ও স্বাধীকারের বিষয়ে কোন ছাড় দিবে।

তথ্যসূত্র :

১। Three Kahmiris were killed today by Indian occupied forces in an “encounter” in Rambagh, Srinagar

https://tinyurl.com/2xr76rnr

২। Today three Kashmiris were killed by Indian occupation forces in Rambagh, Srinagar.
https://tinyurl.com/z5wvya4y

৩। https://tinyurl.com/cp6b3ezz

তিন মাসে তালিবানের রাজস্ব আয় ২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

চলতি বছরের আগষ্টে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল বিজয় করেন ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিন। এরপর থেকে তালেবান ২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অন্তবর্তীকালীন প্রশাসনের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আহমাদ ওয়ালী হাক্বমাল (হাফিজাহুল্লাহ্) গত ২০ নভেম্বর শনিবার কাবুলে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে, চলতি বছরের আগস্টে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তারা $270 মিলিয়নেরও বেশি রাজস্ব আয় করেছেন। সেই সাথে প্রতিদিন রাজস্ব আয়ের গতিও বাড়ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে তিনি কর ও শুল্কের খাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

স্থানীয় "দৈনিক হাশতে শুভা" সূত্রে জানা যায়, পূর্বে আফগানের পুতুল সরকার এই সময়ের মাছে গড়ে ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করতো।

তালেবান মুখপাত্র আরো জানান, গত তিন মাসের আফগান প্রশাসনিক কর্মীদের সমস্ত বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। তাছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত সকল কর্মীদের পেনশন ভাতাও প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পূর্বের দুর্নীতিগ্রস্ত আফগান সরকার এক বছরেরও অধিক সময় ধরে ৬০ হাজার অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মীদের পেনশন ভাতা আটকে রেখেছিল।

গত ১৭ আগষ্ট তালেবান কর্তৃক কাবুল বিজয়ের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফগান জনগনের রাষ্ট্রয়ত্ব আফগানিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো বৃহৎ দাতা সংস্থাগুলো তালিবানের অন্তবর্তীকালীন প্রশাসনের সাথে আর্থিক লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছে।

সোমালিয়া | আরও একটি শহর ও সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিল আশ-শাবাব

সোমালিয়ার গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার পর নতুন করে আরও একটি শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৩ নভেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে রাজ্যে পশ্চিমা সমর্থিত দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মাঝারি ও ভারি অস্ত্র দ্বারা দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান চালানো হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা উক্ত অভিযানটি চালিয়েছেন। তাঁরা বে রাজ্যের বাইদোয়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত দিনুনাই শহরে উক্ত অভিযানটি চালিয়েছেন। হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা প্রথমে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দেন এরপর শহরটির সবাচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঐ সামরিক ঘাঁটি অবরোধ করে তীব্র হামলা চালান। যাতে হতাহত হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমের অসংখ্য সৈন্য।

ঘাঁটিতে অবস্থান নেওয়া বাকি গাদ্দার সৈন্যরা হারাকাতুশ শাবাবের যুদ্ধ-কৌশলের সামনে টিকতে না পেরে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরমধ্যে দিয়ে শহরের সর্বশেষ সামরিক অবস্থানও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আর মুজাহিদগণও কোন হতাহত হওয়া ছাড়াই অল্পসময়ের মধ্যে রাজধানী মোগাদিশু থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরের গুরুত্বপূর্ণ "দিনুনাই" শহরের উপর সম্পূর্ণরূপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

টিভিতে নাটক-সিনেমা বন্ধ করলো আফগান ইমারা : মহিলা সংবাদিকদের হিজাব পড়ার নতুন নীতিমালা

গণমাধ্যমের জন্য নতুন নীতিমালা ঠিক করে দিলো 'ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তান' এর তালিবান সরকার। দেশটিতে এখন মিডিয়া চ্যানেলে নারী সাংবাদিকদের জন্যে মাথায় হিজাব পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে নতুন নীতিমালায়। এই নতুন নীতিমালায় সরকার যা যা যোগ করেছে তা হলো-

১. এমন কোনও ছবি প্রদর্শন করা যাবে না যা তালিবান কিংবা আফগান সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে চিত্রায়ন করা যাবে না।

৩. মিডিয়ার সকল নারী সাংবাদিককে হিজাব পড়া বাধ্যতামূলক।

৪. পুরুষদের খোলা দেহে মিডিয়ায় প্রদর্শন করা যাবে না।

মন্ত্রনালয়ের মুখপাত্র সম্মানিত হাকিফ মুহাজির জানান যে "এটি কোনও আইন নয় বরং এটি হচ্ছে ইসলামের নীতিমালা"।

ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানে মিডিয়ার জন্যে ঠিক করে দেওয়া নতুন এই নীতিমালার দ্বারা দেশটিতে শরিয়াহ্ শাসনের বাস্তবায়ন আরও জোরদার হলো বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে তালিবান দেশটিতে শরিয়াহ্ শাসন জারি করার জন্যে যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এটি।

কারণ এই সিদ্ধান্তের দ্বারা টিভি-চ্যানেলে প্রদর্শিত অশ্লীল নাটক-সিনেমা শুধু বন্ধই হবে না বরং এই সকল নাটক-সিনেমার দ্বারা প্রভাবিত যুব সমাজকেও অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে এবং দেশটিতে যুব সমাজকে সৃজনশীল কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করাবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। DW

https://tinyurl.com/pdu2f66w

২। Fox News

https://tinyurl.com/x4k2ttcy

৩। Reuters

https://tinyurl.com/vbrvzu6c

২৪শে নভেম্বর, ২০২১

আবারও মুসলমানদের 'আব্বাজান' 'চাচাজান' বলে বিদ্রূপ সন্ত্রাসী যোগীর : সি.এ.এ নিয়েও হুমকি!

সি.এ.এ. নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলে তাদেরকে আগে থেকেই হুমকি দিয়ে রাখলো উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 'সন্ত্রাসী' যোগী আদিত্যনাথ। সেই সাথে মুসলিমদের সে 'চাচাজান' ও 'আব্বাজান' বলেও কটাক্ষ করেছে।

ঐ সন্ত্রাসীর ভাষ্যমতে "আমি তাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি যারা সিটিজেনশিপ এমেন্ডম্যন্ট অ্যাক্ট নিয়ে মানুষের মাঝে উস্কানি দিচ্ছে। আর আমি 'আব্বাজান' ও 'চাচাজান'দের প্রচারকদের বলতে চাই যে তারা যদি এমন কাজ করার চেষ্টা করে তাহলে সরকার জানে কিভাবে শক্ত হাতে তা প্রতিহত করতে হয়"।

সে আরও বলে "এখনকার সরকার বিদ্রোহীদের নিরাপত্তা নয় বরং তাদের বুকের ওপর বুলডোজার চালায়।"

অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তিহাদুল মুসলিম এর নেতা আসাদ উদ্দিন ওয়াইসিকে উদ্দেশ্য করলেও, সে 'আব্বাজান' বলে মূলত মুসলিমদেরই বুঝিয়েছে; আগে সে এমন বলেছে।

তাদের সি.এ.এ. অ্যাক্ট এর মতো একটি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ-আন্দোলন করলে তার উপর এই সন্ত্রাসী বুলডোজার চালানোর প্রকাশ্য হুমকি দিল, যা ভারতের মুসলিমদের জন্য বিরাট এক অশনিসংকেত।

মুসলমানদের প্রতি তার এমন মন্তব্য নতুন কিছু নয়। আগেও এই সন্ত্রাসী এমন কিছু উগ্র মন্তব্য করেছে যার কারণে খোদ ভারতেরই অনেক হিন্দু এক্টিভিস্ট তার নিন্দা জানিয়েছে। আর এখন 'আব্বাজান' এর মতো একটি সুন্দর শব্দকে সে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে 'গালি' হিসেবে ব্যবহার করছে।

অন্তরে কতটুকু ঘৃণা থাকলে একজন ব্যক্তি এতোটা বিদ্বেষমূলক কথা বলএ যায়!

তথ্যসূত্র:

১। The Quint- uttar-pradesh-elections/yogi-adityanath-uttar-pradesh-elections-abba-jaan--caa

https://tinyurl.com/d3duu7nu

২। yoytube link

https://tinyurl.com/926mbr4

কাশ্মীর | কসাই মোদীর সমালোচনা করায় মানবাধিকার কর্মী গ্রেফতার!

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে কথিত বৃহত গণতান্ত্রিক দেশ বলে প্রচার করে। অথচ সত্য প্রকাশ করার মত মৌলিক অধিকারের চর্চা করার দায়েই সেখনে সাংবাদিকদের জেলে যেতে হয়, সমলোচকদের মিথ্যা মামলা দিয়ে আটক করা হয়।

কাশ্মীরের সাংবাদিক খুররম পারভেজ ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের অন্যতম সমালোচক। মোদী সরকারের কঠোর সমালোচনা করায় কাশ্মীরি এই মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। খুররম পারভেজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। সন্ত্রাসবিরোধী যে কঠোর আইনে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন, তাতে জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এটি 'মানবাধিকার রক্ষকদের মুখ বন্ধ করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা' বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

উল্লেখ্য। খুররম পারভেজের সংগঠন জম্মু কাশ্মীর কোয়ালিশন অব সিভিল সোসাইটি (জেকেসিসিএস) উপত্যকা অঞ্চলটিতে সরকারি বাহিনীর হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বাড়াবাড়ির বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তিনি এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলন্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেরও (আফাদ) চেয়ারপারসন। এটি একটি আন্তর্জাতিক অধিকার সংস্থা, যা কাশ্মীরসহ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মানুষজন গুম হওয়ার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

এর আগে ২০১৬ সালেও একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন খুররম। তখন সুইজারল্যান্ডে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩৩তম অধিবেশনে যোগ দিতে বাধা পাওয়ার একদিন পরেই গ্রেফতার হন তিনি। খুররমকে তখন বিতর্কিত জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যাতে অভিযুক্তকে দুই বছর পর্যন্ত বিনাবিচারে আটকে রাখা যায়। তবে আন্তর্জাতিক নানা গোষ্ঠীর ব্যাপক চাপের মুখে ৭৬ দিন পর মুক্তি পান এ মানবাধিকার কর্মী।

গত সোমবার (২২ নভেম্বর) কাশ্মীরের শ্রীনগরে খুররমের বাসা ও জেকেসিসিএস অফিসে তল্লাশি চালায় ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেলেও পরে গ্রেফতার দেখানো হয়।

খুররমের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর অপচেষ্টা এবং সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহসহ বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ এনেছে ভারতীয় পুলিশ।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের জন্য দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। প্রতিরোধ যোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামীদের ব্যপক প্রতিরোধ ও হামলার মুখে টিকতে না পেরে এখন দখলদাররা সেখানে বেসামরিক

মুসলিমদের গুম হত্যা অপহরণ ও গ্রেফতারের মহোৎসব শুরু করেছে। নিজেদের পতন টের পেয়েই দখলদার বাহিনী এমন আগ্রাসী আচরণ শুরু করেছে বলে মনে করছেন উপত্যকার অধিবাসী মুসলিমরা।

তথ্যসূত্র:

ভারতে মোদীর সমালোচক কাশ্মীরি মানবাধিকার কর্মী গ্রেফতার

https://tinyurl.com/yuwkbkaz

২৩শে নভেম্বর, ২০২১

হলুদ মিডিয়ার কারসাজি : মুসলিমদের অপরাধী সাব্যস্ত করাই যেন তাদের প্রধান কাজ!

হলুদ মিডিয়ার ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। কোন একটি ঘটনা ঘটলে তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহের তীর ছুড়ে দেয় মুলিমদের দিকে। ঘটনার আসল অপরাধীদের না বের করে অপরাধী সাজানো হয় মুসলিমদের।

কয়েক মাস আগে নড়াইলের শোলপুরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় এক হিন্দু যুবক গ্রেফতার হয় এবং সে আদালতে নিজের দোষ স্বীকার করে। এ অপকর্মটি সে কী উদ্দেশ্যে করেছে, তা এখনো জানা যায়নি। লক্ষণীয় হলো, এ ঘটনায় মিডিয়ায় তেমন কোনো হইচই বা নড়চড় দেখা যায়নি।

এ বছরের মার্চে বগুড়ায় প্রতিমা ভাঙচুরসহ আরেকটি মন্দিরে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে। পরে জানা যায়, সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই পক্ষের মধ্যকার ভূমি বিরোধই সে ঘটনার মূল কারণ (৩০ মার্চ ২০২১, ঢাকা ট্রিবিউন)। তখনো এ বিষয়ে মিডিয়ার মাতামাতি চোখে পড়েনি। অথচ, হরহামেশা দেখা যায়, সংখ্যালঘু-সম্পর্কিত এ ধরনের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকারীদের পরিচয় জানা কিংবা তাদের চিহ্নিত করার আগেই একশ্রেণির অতিউৎসাহী হলুদ মিডিয়া কথিত ‘মৌলবাদ’ আর ‘সাম্প্রদায়িকতা’র জিগির তুলে ইসলামপন্থী ও আলেম-ওলামার ওপর অপবাদ দেয়। মুসলিমদের অপরাধী সাজানো হয়।

কিন্তু ঘটনায় দোষীদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পর দেখা যায়, ঘটনার সঙ্গে আলেম-ওলামা ও ইসলামপন্থীদের কোনো সম্পৃক্ততাই নেই। ঘটনা বরং উল্টো, তখন সেসব হলুদ মিডিয়া হঠাৎ চুপসে যায় এবং নীরবে পাশ কেটে যায়।

অর্থশালী-প্রভাবশালী এলিট হিন্দুরা যখন দুর্বল হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে, তখনো আমাদের সেকুলার নামধারী দালাল মিডিয়াগোষ্ঠিকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। চলতি বছরের জুনেই চট্টগ্রামে অবস্থিত প্রবর্তক সংঘ নামে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি সংগঠন সংবাদ সম্মেলন করে ইসকনের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

আনে। সংগঠনটি একইসাথে ইসকনের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' ও 'নাশকতার পরিকল্পনা' করারও অভিযোগ তোলে। অথচ, এ বিষয়টি ইনকিলাব ছাড়া মূলধারার দালাল মিডিয়াগুলো লক্ষণীয়ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ, প্রবর্তক সংঘ যদি কোনো মুসলিম সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতো, তাহলে তথাকথিত সেকুলার মিডিয়াগোষ্ঠি যে তোলপাড় করে ফেলতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের দেশে সময়ে-সময়ে মন্দিরে বা হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে রহস্যময় 'দুর্বৃত্ত'দের হামলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে। এ বছরের জুলাই মাসে কোরবানির ঈদের পরদিন সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার একটি গ্রামের কালীমন্দিরের দরজায় কারা যেন দড়ি দিয়ে গরুর ভুঁড়ি বেঁধে রেখে যায়। মিডিয়ায় 'দুর্বৃত্ত' শব্দ উল্লেখ করলেও এখন পর্যন্ত ওই ঘটনায় জড়িত দুর্বৃত্তদের পরিচয় জানা যায়নি। অথচ, ঘটনার পরপরই ওই গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করা হয়।। ওই কথিত দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করার আগেই সেখানকার মুসলমানদের ক্ষমা প্রার্থনা করার মতো এমন জরুরি পরিস্থিতিতে পড়তে হলো!

বিগত ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ফেসবুকে মুসলিম নামধারী একটি আইডি থেকে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটকে হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে সুজন কুমার নামে এক হিন্দু যুবককে গ্রেফতার করা হয়। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, সে ফেসবুকে 'হাসান রুহানি' নামে আইডি খুলে ধর্মীয় উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার করতো। ওই যুবককে তখন দু'দিনের রিমান্ডে নেয়া হলেও তার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য কী ছিল, সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। হিন্দু হওয়ায় মিডিয়া তাকে 'জঙ্গি' বানায়নি,মাতামাতি করেনি কিন্তু মুসলিম হলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভিন্ন হতো। কারণ তাদের সমস্যা সন্ত্রাসে নয়। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ তাদের এমন কাজ করতে প্ররোচিত করে। আর তারা নিজেরাইতো তথ্য সন্ত্রাস চালায়।

যাই হোক, মুসলিম ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘটনা ঘটিয়ে মুসলমানদের বদনাম করার তরিকা তো ভারতীয় উগ্রবাদী মুসলিমবিদ্বেষী সংগঠন আরএসএস ও বিজেপি'র পুরোনো রীতি। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি এলাকায় বোরকা পরে মন্দিরে গরুর গোশত ছুঁড়ে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) এক কর্মী। এছাড়া, ভারতজুড়ে যখন 'নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছিল, ঠিক তখন মুসলমানদের বদনাম করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিম ফেজটুপি পরে ছদ্মবেশে ট্রেনে ভাঙচুর চালানোর সময় আটক হয়েছিল ছয় বিজেপি কর্মী। এ ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এক প্রতিবাদ সমাবেশে বলেছিল, ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেয়েছি, বিজেপি তাদের কর্মীদের জন্য ফেজটুপি কিনছে, যাতে সহিংসতার সময় ছবি তুলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বদনাম করতে পারে। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভুয়া ভিডিও তৈরি করছে' (২০ ডিসেম্বর ২০১৯, সংবাদ প্রতিদিন)।

ছদ্মবেশে স্যাবোট্যাজ করে মুসলমানদের ওপর অপবাদ দিয়ে এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধানো আরএসএস ও বিজেপি'র পুরনো কৌশল। আর ঐ একই কৌশল এদেশীয় হিন্দুত্ববাদী দালালরা বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

২০১৯ সালের জুলাইতে প্রিয়া সাহা আমেরিকায় গিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ করেছিল যে, বাংলাদেশে 'মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠি' তার ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং তার

জমি কেড়ে নিয়েছে। অথচ, তার গ্রামের স্থানীয় হিন্দু নেতারাই সংবাদমাধ্যমে বলেছিল যে জমি বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে ও হয়রানি করতেই পরিকল্পিতভাবে রাতের বেলায় প্রিয়া সাহা তার ভাইয়ের জমিতে সাজানো অগ্নিসংযোগ ঘটান (২১ জুলাই ২০১৯, দেশ রূপান্তর)।

সাধারণত এ দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বাড়িঘর বা তাদের উপাসনালয়ে কোনো ধরনের আক্রমণ বা হামলা হলেই মুসলিমদের দোষারোপ করা হয়। আর সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের আড়ালে সেসব অপরাধ প্রকারান্তরে চাপা পড়ে যায়।

সুষ্ঠু তদন্ত কিংবা যাচাই-বাছাই করার আগেই একতরফাভাবে সাম্প্রদায়িকতার হুজুগ তুলে কখনো আকারে-ইঙ্গিতে আবার কখনো সরাসরি এদেশের আলেম-ওলামা ও ইসলামপন্থীদের অপবাদ দেয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। আর এই বিশেষ অপবাদভিত্তিক বয়ান জারি রাখে এ দেশেরই একশ্রেণির মিডিয়া। যার ফলে সংখ্যালঘু ট্রাম্পকার্ড নিয়ে এপারে রাজনীতি করার সুযোগ পায় একটি মহল। আর ওপারে মুসলিমবিদ্বেষী এজেন্ডা চরিতার্থ করে হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-বিজেপি-বজরং গোষ্ঠি।

বাংলাদেশি সেসব হলুদ মিডিয়ার সূত্রে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াতেও সমান্তরালে অপপ্রচার চালানো হয় যে, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে। সেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিন্দুদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছে... ইত্যাদি।

আর এ সুযোগে উগ্রবাদী ক্ষমতাসীন বিজেপি ও আরএসএস ভারতীয় মুসলমানদের আরো অত্যাচার করার সুযোগ পায় এবং মুসলিমবিদ্বেষী প্রোপাগান্ডা চালিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভোট বাগানোর চেষ্টা করে।

এভাবেই বিশ্বজুড়ে মুসলিম নির্মূলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে মানবতার দুশমনেরা আর তাদের দোসর হলুদ মিডিয়া সন্ত্রাসীরা। কারণ তারা জানে যে, মুসলিমারাই একমাত্র জাতি, যারা জেগে উঠলে তাদের জুলুমি বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে যাবে, শুরু হবে মানবমুক্তির নতুন যুগ।

অতএব, তারা চায় না তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার যুগ শেষ হয়ে যাক, তারা এটাও চায় না যে, নির্যাতিত মানবতা তাদের বন্ধুদের চিনে নিয়ে তাদের দলে শামিল হয়ে যাক, আর তাদের পতনকে তরান্বিত করুক;। - এটা ঠেকাতেই তাদের এতো শ্রম, এতো কারসাজি।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় অফিসারসহ ২৪ গাদ্দার সৈন্য হতাহত

দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের দুবালী শহরের নিয়ন্ত্রণ ঘিরে পশ্চিমাদের গোলাম সামরিক বাহিনী ও হারাকাতুশ শাবাবের মাঝে একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

হারাকাতুশ শাবাবের সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, শুধু গত রবিবারের একদিনের যুদ্ধে শহরটিতে অবস্থিত সোমালিয় সামরিক বাহিনীর ১টি ঘাঁটি ও ১টি সামরিক পোস্ট ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এসময় হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের তীব্র হামলায় দেশটির কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর ৭ সদস্য নিহত এবং আরও ১৭ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি আরও নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের হামলায় নিহত সৈন্যদের মধ্যে এক অফিসারও ছিল, যার নাম সংক্ষেপে নুর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আহত সৈন্যদের মধ্যে ৭ সৈন্যই গুরুতর আহত হয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাব হামলার সুসংবাদ নিশ্চিত করে বলেছে যে, মুজাহিদদের সফল এই অভিযানটি দোবালী শহরে পশ্চিমাদের গোলাম সরকারের কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে চালানো হয়েছে এবং তা ধ্বংস করা হয়েছে। সেই সাথে একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন মুজাহিদগণ, পাশাপাশি অভিযান শেষে মুজাহিদগণ অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

ফটো রিপোর্ট | নতুন উদ্যমে চলছে ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক প্রস্তুতি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে দুর্বার গতিতে চলছে তরুণ মুজাহিদদের সামরিক প্রস্তুতি ও তালিবান যোদ্ধাদের সামরিক মহড়া। এসব প্রশিক্ষণ ও সামরিক মহড়ায় দেখা যাচ্ছে, দখলদার মার্কিনীদের রেখে যাওয়া জঙ্গিবিমান, হেলিকপ্টার ও অত্যাধুনিক সব সাঁজোয়া যান। অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে- তারা ভবিষ্যতের বড় কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।

তালিবান সূত্রগুলো জানিয়েছে যে, বিভিন্ন সামরিক ক্যাম্পগুলোতে দীর্ঘ দুই থেকে আড়াই মাসের কঠিন অনুশীলন শেষে হাজার হাজার মুসলিম যুবক এখন ইমারতে ইসলামিয়ার বিভিন্ন সামরিক ব্যাটালিয়নে যুক্ত হচ্ছেন।

তাদের এই প্রস্তুতি, সামরিক মহড়া ও হাজার হাজার তুরণের সামরিক বাহিনীতে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্য হচ্ছে দেশের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, শান্তি-শৃংঙ্খলা ও নিজ ভূমির প্রতিরক্ষার নিশ্চিত করা, সেই সাথে ইসলামী হুকুমতের বিরোধী শক্তিকে তাদের ভাষায় কঠিন জবাব দেওয়া।

আরেকটি লক্ষের কথা ইমারা গঠনের শুরুতেই তথ্যমন্ত্রী মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে যে, "তালিবেন বিশ্ব মুসলিমের পক্ষে কথা বলবে।"

ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক প্রস্তুতির কিছু দৃশ্য

https://alfirdaws.org/2021/11/23/54221/

আবার রাজপথে ছাত্ররা : আবার শুরু গুম

২০১৮ এর নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের পর এবার হাফ পাস বা বাসে অর্ধেক ভাড়ার দাবিতে আবারো আন্দোলন শুরু করেছে ছাত্ররা।

আগেরবার সরকারি গুন্ডাবাহিনী পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও হেলমেট লীগ নাম পাওয়া সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা যেমন বল প্রয়োগ করে ছাত্র আন্দোলনকে দমন করেছিলো, এবারো তেমন্তি করার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এক ছাত্রকে গুম করার খবর এসেছে।

হাফ পাসের দাবিতে আজ দুপুর ১২টার দিকে ছাত্ররা প্রথমে নীলক্ষেত ও পরে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে সমাবেশ করেন। সেখান থেকে এক ছাত্রকে আজ মঙ্গলবার তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই ছাত্রকে ঢাকা কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বেলা ২টা ১০ মিনিটের দিকে আজকের মতো আন্দোলনের সমাপ্তি টানেন ছাত্ররা। তাঁরা মিছিল নিয়ে নীলক্ষেতের দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ লাঠিসোঁটা নিয়ে একদল তরুণ ছাত্রদের ধাওয়া দেন। এরপর পুলিশের উপস্থিতিতে আইডিয়াল কলেজের এক ছাত্রকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার সাজ্জাদুর রহমান গা-ছাড়া ভঙ্গিতে একটি জাতীয় দৈনিককে বলেছে, 'আমরাও শুনেছি আইডিয়াল কলেজের এক ছাত্রকে ঢাকা কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে দ্রুত আমাদের জানাতে বলেছি।'

এভাবেই আগের ছাত্র আন্দোলনের মতোই গুম-খুন ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবারের ছাত্র আন্দলনেকও দমন করার প্রস্তুতি চলছে বলে আশংকা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। অভিভাবক ও ছাত্রদেরকে তাই সতর্ক পরামর্শ দিয়েছেন তারা। কেননা হিন্দুত্ববাদীদের দালাল এই জালেম সরকারের পক্ষে যেকোনো নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব, যা তারা এই জাতিকে শোষণ করতে গত এক যুগ ধরে করে আসছে।

তথ্যসূত্র:

১। হাফ পাসের সমাবেশ শেষে এক ছাত্রকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

https://tinyurl.com/4mayh35a

হুথীদের পদাতিক বাহিনীতে আল-কায়েদার সফল হামলা : হতাহত অসংখ্য

জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত শিয়া দখলদার বাহিনীর উপর বড়ধরণের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আল-মালাহিম মিডিয়ার বিবরণ অনুযায়ী, গত রবিবার রাত ১০ টায় বরকতময় আরব ভূমি দখলকারী শিয়া হুথী বাহিনীর একটি পদাতিক কাফেলা টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে। আঞ্চলিক একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, হুথীদের উক্ত কাফেলাটি লক্ষ্য করে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা প্রথমে অ্যামবুশ করে তীব্র হামলা চালান। এরপর বিক্ষিপ্ত হুথি বিদ্রোহীদের টার্গেট করে বিশ কিছুক্ষণ গুলি চালান তারা। আর এতেই বেশ কিছু দখলদার হুথী মিলিশিয়া নিহত ও আহত হয়েছে।

সূত্রটি আরও জানায় যে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসার আশ-শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ বরকতময় এই অভিযানটি চালিয়েছেন। হামলাটি ইয়েমেনের রাসদ এলাকায় চালানো হয়েছে।

২২শে নভেম্বর, ২০২১

সোমালি সরকারের বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে আশ-শাবাবের শহিদী হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ।

দেশটির ক্ষমতার চেয়ারে বসে থাকা পশ্চিমাদের হাতের পুতুল সরকারের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও সামরিক অফিসারদের বহনকারী একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে শহীদি হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব এর জানবায মুজাহিদ।

হামলায় গাদ্দার সোমালি সরকারের প্রধান এবং অফিসিয়াল রেডিও সম্প্রচার স্টেশন "রেডিও মোগাদিশু" এর ডিরেক্টর আব্দুল আযিয আফ্রাকা নিহত হয়েছে। সেই সাথে এই হামলায় তার দেহরক্ষী ও বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আশ-শাবাবের মিডিয়া উইং শাহাদাহ্ এজেন্সি এ ব্যাপারে একটি অফিসিয়াল বার্তা প্রকাশ করেছে। যেখানে আশ-শাবাবের সামরিক মুখপাত্র শায়েখ আব্দুল আযিয আবু মুস'আব উক্ত বরকতময় হামলার সুসংবাদ দিয়েছেন। বার্তাটিতে তিনি বলেন, মুজাহিদদের হামলায় নিহত হওয়া উক্ত ডিরেক্টর কে আশ-শাবাবের গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বশিল মুজাহিদগণ কিছুদিন যাবত নজরদারির মধ্যে রেখেছিলেন। সে বেশ কয়েকজন মুজাহিদকে শহীদ করার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। যাদের মাঝে অন্যতম হচ্ছেন- মুজাহিদ হাসান হানাফী (রহিমাহুল্লাহ্)।

ফলশ্রুতিতে তার গাড়িকে লক্ষ্য করে হারাকাতুশ শাবাবের পক্ষ থেকে সফল হামলা চালানো হয় এবং তাকে হত্যার মাধ্যমে মুজাহিদদের রক্তের বদলা নেয়া হয়।

ফটো রিপোর্ট | বুর্কিনা ফাঁসোর সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার দুর্দান্ত অভিযানের দৃশ্য

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন গত ১৬ নভেম্বর বুর্কিনা-ফাসোতে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশটির ইনাতা শহরে মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৬০ সৈন্য নিহত এবং আরও ৪৯ সৈন্য আহত হয়েছে। নিখোঁজ বা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে আরও ৪১ সৈন্য। এছাড়াও মুজাহিদগণ অভিযান শেষে গনিমত পেয়েছেন ২৫টি সাঁজোয়া যান ও গাড়ি, ৮১ টি মোটরবাইক এবং কয়েক শাতাধিক বিভিন্ন ধরণের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারোদ।

সম্প্রতি জেএনআইএম-এর আঞ্চলিক মিডিয়া "আন-নাফির" থেকে মুজাহিদদের উক্ত বরকতময় অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে বুর্কিনিয়ান সৈন্যদের সামরিক ঘাঁটিটি ঘিরে মুজাহিদদের হামলার ভিডিও চিত্র ও গনিমতের দৃশ্য দেখটনো হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে খুব শীগ্রই মুজাহিদদের উক্ত দুর্দান্ত অভিযানের সম্পূর্ণ একটি ভিডিও প্রকাশ করা হবে।

সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের অভিযান ও গনিমতের কিছু দৃশ্য দেখুন-

https://alfirdaws.org/2021/11/22/54199/

মুজাহিদদের সমাজ সংস্কার : তালিবান সরকার কর্তৃক ৩০০০ এরও বেশি মাদকাসক্তকেহাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তর

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার দেশটির রাজধানীতে ৩০০০ এরও বেশি মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কারি সাঈদ খোস্তি (হাঃ) বলেছেন যে, মাদক-নির্মুল কমিটি সম্প্রতি রাজধানী কাবুলের রাস্তা থেকে বেশ কিছু মাদকাসক্তকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তর করেছে।

তিনি বলেন, চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত বরা মাদকাসক্তের সংখ্যা ২৭ শতাধিক।

https://ibb.co/SsRZ062

তিনি আরও বলেন, হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা শেষে অনেককেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো শত শত মাদকাসক্ত ব্যাক্তি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

https://ibb.co/qWRCSdY

মুখপাত্র বলেছেন যে, ইমারতে ইসলামিয়ার সরকার, ঠান্ডা আবহাওয়া, অবস্থানস্থল এবং অর্থের অভাব সত্ত্বেও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি উপযুক্ত সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে।

https://ibb.co/QX8pbpQ

শীত উপেক্ষা করে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উয়ারাগন যেভাবে দেশ ও জাতির সেবা করে যাচ্ছেন, তাতে কোন বাঁধাই তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন থেকে টলাতে পারবে না।

জায়নিস্ট আগ্রাসন | চলতি বছর দাখলদার ইসরাইল কর্তৃক ৮৩ শিশু হত্যা এবং ১১৪৯ ফিলিস্তিনি শিশু গ্রেফতার

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক কথিত জাতিসংঘের সাথে তাল মিলিয়ে সারা বিশ্ব যখন বিশ্ব শিশু দিবস পালনে ব্যস্ত, তখন ফিলিস্তিনে মুসলিম শিশুরা ইসরাইলি কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

মুখে "বাবা" বুলি ফুঁটার আগেই অনেক অবুঝ শিশু "বাবা-মা" উভয়ই হারিয়ে আবর্জনার ভাগাড়ে শিয়াল-কুকুরের সাথে খাবার দখলের যুদ্ধে লড়ছে।

বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে ফিলিস্তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্যালেস্টাইনিয়ান প্রিজনার্স সোসাইটি পৃথক বার্তায় জানিয়েছে, চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৫ জন ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলের সেনাবাহিনী। বেশিরভাগ শিশুই স্নাইপারের গুলিতে নিহত হয়েছেন। আর বোমা হামলা বা অন্য উপায়ে হত্যা তো আছেই।

নিহত শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে অল্প বয়স্ক শিশু মুহাম্মদ জেইন আল-দিন। মাত্র ৮ মাস বয়সেই ইহুদি সন্ত্রাসবাদের স্বীকার হতে হলো তাকে।

অপরদিকে, ১১৫০ ফিলিস্তিনি শিশুকে বন্দী করেছে জায়নবাদী ইসরাইল। শনিবার (২০ নভেম্বর) বিশ্ব শিশু দিবসে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনের মানবাধিকার গ্রুপ।

প্যালেস্টাইনিয়ান প্রিজনার্স সোসাইটি সূত্রে জানা যায়, এক বছরেরও কম সময়ে কমপক্ষে ১১৪৯ ফিলিস্তিনি শিশু ইসরাইলের হাতে বন্দি হয়েছে। তাদের মধ্যে এখনও ১৬০ শিশু দখলদার কারাগারে বন্দি।

কারাবন্দী সংঘ আরো জানায়, গত সেপ্টেম্বর, ২০০০ সালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার (ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন) পর থেকে ১৮ অনূর্ধ্ব প্রায় ১৯ হাজার ফিলিস্তিন শিশুকে সন্ত্রাসী ইসরাইল অপহরণ করেছে, যাদের মধ্যে ১০ বছরের কম বয়সী শত শত শিশুও রয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থাটির বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গ্রেফতার শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বন্দি সব শিশু কারাগারে থেকে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো প্রধান মৌলিক অধিকারের কোন বেবস্থা না করেই তাদেরকে বছরের পর বছর কারা প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়।

কতিপয় আরব মুসলিম রাষ্ট্রের গাদ্দারি ও পশ্চিমা ক্রোসেডার দেশসমূহের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদের ফলেই অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল ফিলিস্তিনে বর্বরতা ও দখলদারিত্ব চালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

আর পশ্চিমা দুনিয়া যেখানে নারী ও শিশুদের কথিত মানবাধিকারের নাম করে মুসলিম দেশ সমুহে অবরোধ ও আগ্রাসন চালায়, সেখানে ইসরাইল রুটিনমাফিক নারী ও শিশুদের নির্যাতন ও হত্যা করলেও সন্ত্রাসী ইসরাইলের বিরুদ্ধে একটি বিবৃতিও দেয় না তারা। উল্টো তারা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি দেয়।

গত শনিবার এমনি এক অবাক করা হুমকি দিল ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল। গত শনিবার (২০ নভেম্বর) এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে জানায়, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে খুব শিগগিরই নিষিদ্ধ করবে ব্রিটেন। এর আগে পার্লামেন্টে এ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন হয়েছে বলে জানায় সে।

সে আরও জানায়, সন্ত্রাসবাদ নীতিমালায় সংস্কার আনার প্রস্তাব দদেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টে। কারণ রাজনীতির আড়ালে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে হামাস। এমনকি অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণেও এগিয়ে সংগঠনটি। তাই একে সন্ত্রাসী কালো তালিকাভুক্ত করতে চায় ব্রিটেন।

এই হচ্ছে তাদের কথিত মানবিধাকের আসল রূপ, পশ্চিমা মানবাধিকারের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

ব্রিটিশ এই মন্ত্রী উল্লেখ করে, এটি ইহুদিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। কেননা হামাস বরাবরই ইহুদিবিদ্বেষী। দলটির জন্য স্কুল, রাস্তায়, উপাসনালয়ে এমনকি বাড়িতে ইহুদিরা আতঙ্কে থাকবেন, সেটা সহ্য করা হবে না।

অবৈধ দখলদার ইহুদিরা আতঙ্কিত হোক এটুকুও তাদের সহ্য হয় না। বিপরীতে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা হলেও তাদের কিছুই আসে যায় না। এ অবস্থায় মাজলুম ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য পশ্চিমদের দিকে বা তাদের পুতুল কথিত জাতিসংঘের দিকে তাকিয়ে থাকা যে মিথ্যা মরিচীকা ছাড়া কিছুই নয়, সেটা উম্মাহ এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছে।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিন ও আল-আকসা মসজিদ উদ্ধারে বরাবরই নববী মানহাজের অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে আসছেন হকপন্থী আলিমরা।

তথ্যসূত্র :

======

১। On World Children's Day… 1149 Palestinian children, arrested this year-

https://tinyurl.com/ytv8d4v7

১। ফিলিস্তিনি শিশু হত্যার পরিসংখ্যান-

https://tinyurl.com/2v3hc86f

২১শে নভেম্বর, ২০২১

নাইজারে আল কায়েদার বিরুদ্ধে বিমান ও সাঁজোয়া যান ব্যবহার করবে স্যেকুলার তুরস্ক

নাইজারে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার বিজয় অভিযান রুখতে চায় তুরস্ক! এই লক্ষ্যে দেশটির ক্ষমতায় বসে থাকে ফ্রান্সের পুতুল সরকারকে আকাঁশ ও স্থলপথে সহায়তা করবে এরদোয়ান।

জানা গেছে যে, সেক্যুলার তুরস্ক নাইজারের সাথে Bayraktar TB2 সশস্ত্র মনুষ্যবিহীন আকাশযান, প্রশিক্ষণ বিমান HÜRKUŞ এবং স্থল পথে অভিযান পরিচালনা করতে সাঁজোয়া যান দিয়ে সহায়তা করতে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

এসব যুদ্ধবিমান, প্রশিক্ষণ বিমান ও সাঁজোয়া যান নাইজারে আল-কায়েদা শাখা জেএনআইএম-এর বিজয় অভিযান রুখতে ব্যবহার করা হবে বলে জানা গেছে। আর এসব যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ মালি থেকে এসে নাইজারে আল-কায়েদার অবস্থানে হামলা চালানো হবে বলে সূত্র জানায়।

গত ২০ নভেম্বর দেওয়া বিবৃতিতে, প্রেসিডেন্সির যোগাযোগ অধিদপ্তর বলেছে যে, তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান নাইজারের রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ বাজুমের সাথে তার বৈঠক সুসম্পন্ন করেছে। যেখানে তুরস্ক-নাইজার সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক যুদ্ধপরিস্থিতী মোকাবেলা করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তুরস্কের দেওয়া এসব বিমান ও সাঁজোয়া যান আল-কায়েদার বিরুদ্ধে নাইজারের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে বলে মনে করছে তারা।

সেক্যুলার তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান একদিকে মুখে ইসলামের কথা বলে মুসলিমদের ধোঁকা দিচ্ছে, অপরদিকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত শত্রুদের পক্ষ নিয়ে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আক্রমণ করছে। সেটা হোক ইরাক-সিরিয়ায়, কিংবা আফগানিস্তান-সোমালিয়া, অথবা পশ্চিম আফ্রিকায়।

সাহেল আফ্রিকার মালি, বুর্কিনা-ফাসো, চাদ ও নাইজারে একদিকে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রু সন্ত্রাসী ফরাসি দখলদার ও তার মিত্ররা আল্লাহ্‌র সৈনিক মুজাহিদদের হালায় দিশেহারা হয়ে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে, আরেকদিকে সেই শত্রুদের জায়গা এখন গ্রহণ করছে স্যেকুলার তুরস্ক। পশ্চিমা প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে এখন ঐ দেশগুলতে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে।

এবার মসজিদ ভেঙ্গে 'কৃষ্ণমূর্তি' স্থাপনের হুমকি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের!

মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ভাঙার পরে এবার নতুন করে আরও একটি মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

সম্প্রতি মুসলিমদের জুমার নামাজে বাঁধা দেওয়ার ঘটনার পরে এখন নতুন করে মসজিদ ভাঙার হুমকি দিয়ে আরেকটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে 'আখিল ভারত হিন্দু মহাসভা'। তাদের দাবি 'শাহী ঈদগাহ' মসজিদের জায়গাটি তাদের কথিত 'ভগবান কৃষ্ণ' এর জন্মস্থান।

এদিকে আদালতে মসজিদটি সেই জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলার আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য মাথুরায় অবস্থিত শাহী ঈদগাহ মসজিদটি মুসলিমদের ১৭ শতাব্দীর পুরনো ঐতিহ্যবাহী একটি মসজিদ। হিন্দু মহাসভার নেত্রী রাজশ্রী চৌধুরী মসজিদ ভাঙার জন্য ডিসেম্বরের ৬ তারিখ নির্ধারণ করে। অর্থাৎ ঠিক যেদিন বাবরী মসজিদকে শহীদ করা হয়।

ঐ নেত্রী আরও বলে যে, কথিত 'মহা জলাভিষেক' দ্বারা সেই জায়গা পবিত্র করে সেখানে তাদের কৃষ্ণের মূর্তি রাখা হবে। সেই নেত্রী উল্লেখ করে "রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আমাদের আত্মিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পাওয়া এখনও বাকী"।

এই নারী নেত্রীর মতে সারা ভারতে মুসলিমদের লক্ষ্য করে এতো জুলুম-নির্যাতন করার পরেও তাদের 'স্বাধীনতা' অর্জিত হয় নি। তাহলে ঠিক কি করে এবং কিসের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা অর্জিত হবে? মুসলিমদের মসজিদ ভাঙার পরে কি এবার তাদের উদ্দেশ্য মুসলিমদের তাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করা? আর যদি দেশ থেকে বিতাড়ন করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভারতের মুসলমানদের জন্যেও অপেক্ষা করছে আরাকান মুসলমানদের মতো ভাগ্য।

কেনিয়া | আল-কায়েদার সফল হামলায় ১০ কেনিয়ান ও উগান্ডান ক্রুসেডার সেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকায় দুর্বার গতিতে নিজেদের লক্ষ্যপানে ছুটে চলছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা। প্রতিদিনই তাঁরা নিজেদের পথের কাঁটাগুলোকে বীরত্বের সাথে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছেন।

যার ধারাবাহিতায়, কেনিয়া এবং সোমালিয়ার মধ্যবর্তী কৃত্রিম সীমান্তে অবস্থিত কালবিও শহরে গত ২০ নভেম্বর শনিবার একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাবের সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, কেনিয়ার সীমান্ত শহরটিতে অবস্থিত দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে অতর্কিতভাবে হামলাটি চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত এবং ১টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

একইদিন প্রতিবেশি দেশ সোমালিয়াতেও দখলদার AMISOM-এর সামরিক কাফেলায় একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট "শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী" নিশ্চিত করেছে যে, দক্ষিণ সোমালিয়ার জালউইন শহরে অবস্থিত দখলদার সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতে উক্ত অভিযানটি চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদগণ। যাতে দখলদার বাহিনীর ২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং অপর ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি আরও নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের বরকতময় এই হামলায় হতাহত হওয়া ক্রুসেডাররা উগান্ডান সৈন্য ছিল।

দুর্বল মিয়ানমার এবার ভারতের রূপে : ধরে নিয়ে গেছে বাংলাদেশী ২২ জেলেকে!

বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ শিকারকালে ৪টি ট্রলার সহ ২২ জন বাংলাদেশী জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে উগ্র বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের দেশ মিয়ানমার।

বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ নভেম্বর শনিবার সকাল ১০ টায় সেন্টমার্টিন দ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চলে মাছ শিকারকালে ২২ বাংলাদেশী জেলেসহ চারটি ট্রলার ছিনিয়ে নিয়েছে মায়ানমারের সন্ত্রাসী নৌবাহিনী।

সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর আহমদ ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, "বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছি।"

স্থানীয় জেলেরা জানায়, নুরুল আমিন, মো. আজিম, মো. হোসেন ও তার ছেলে মো. ইউনুছের মালিকানাধীন চারটি ট্রলার নিয়ে ২২ জেলে সাগরে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু শনিবার সকালে মিয়ানমার নৌবাহিনী এসে অস্ত্রের মুখে ঐ ট্রলারসহ বাংলাদেশী জেলেদের জিম্মি করে নিয়ে যায়।

ট্রলার মালিক মো. আজিম বলেন, "সকালে সেন্টমার্টিনের পূর্বদিকে মাছ ধরার সময় মিয়ানমার নৌবাহিনী বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে আমার মাছ ধরার ট্রলার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ট্রলারটিতে ছয় জেলেসহ মাঝিমাল্লা ছিল। ঘটনাটি বিজিবি ও কোস্টগার্ডকে জানিয়েছি।"

বাংলাদেশী মুসলিমদের জন্য এটি খুবই উদ্বেগজনক ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ সীমান্তেই এদেশের মুসলিমদের হত্যা করে আসছিল হিন্দুত্ববাদী ভারত, আর এবার তার সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিমদের ভূমি ও জান ছিনতাইকারী মায়ানমারের উগ্র বৌদ্ধ জাতি।

এর সবই হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে থাকা দুর্নীতিবাজ ও হিন্দুত্ববাদী ভারতপ্রেমী আওয়ামী সরকারের নতজানু নীতির ফলে, যারা শুধু নিজ জনগণের উপরেই জুলুমের স্টিমরোলার চলাতে পারে, অথচ মিয়ানমারের মত দুর্বল দেশের বিরুদ্ধে পর্যন্ত টু শব্দটি করার সাহস রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১। ২২ জেলেসহ চার ট্রলার নিয়ে গেছে মিয়ানমার নৌবাহিনী

https://bit.ly/3qT9gKv

২০শে নভেম্বর, ২০২১

পোল্যান্ড সীমান্তে শরণার্থী সংকট : মানবতার ফেরিওয়ালাদের মায়াকান্না বন্ধ?

পোল্যান্ড-বেলারুশ সীমান্তে তীব্র মানবেতর সংকটে পড়েছেন শরনার্থীরা। দু'দেশের কেউই তাদের আশ্রয় দিতে চাচ্ছেনা। এ অবস্থায় কয়েকদিনে তীব্র খাদ্য সংকটে পড়েছেন তারা।
https://ibb.co/pb0v5JK
https://ibb.co/DzJVn8H

অনেকেই জঙ্গল থেকে মাশরুম কুড়িয়ে খেয়ে বেঁচে আছেন। না খেয়ে এখন পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমে এসেছে। বাস্তব মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তীব্র শীত তার উপর বৃষ্টিতে নারী-শীশুদের পোহাতে হচ্ছে অসহনীয় দুর্ভোগ। অসহায় মানুষদের এ দুর্দিনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোন দেশই আশ্রয় দিচ্ছে না। তার উপর শরনার্থীরা যাতে ইউরোপে ঢুকতে না পারে সে জন্য মোতায়েন করা হয়েছে হাজার হাজার সেনা। শরনার্থীদের ইউরোপে পৌঁছাতে বাধা দিতে সেনা পাঠিয়েছে আমেরিকাও।

https://ibb.co/PhZ1TR8

এইসব শরনার্থীদের বেশিরভাগই মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইরাকের নাগরিক।

২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাকে আক্রমণ করে কোয়ালিশন জোট বাহিনী। দাবি করেছিল ইরাক গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ করছে এবং তাদের কাছে এ ধরনের অস্ত্রের মজুদও আছে। পরে কোন ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে পায়নি তারা। তবে মিথ্যা অযুহাতে ধ্বংস করে দিয়েছে দেশটির অবকাঠামো ও এর নাগরিকদের। হত্যা করা হয়েছে লাখ লাখ মানুষকে। তাদের অবরোধে অন্তত ৫ লাখ শিশু নিহত হয়েছিল ইরাকে। এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে।

এসব যুদ্ধে নিহত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে সৃষ্টি হয়েছে চরম মানবিক সংকট। বোমা হামলা থেকে প্রাণে বাঁচতে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়ে শরনার্থী হয়েছেন অনেকে। কিন্তু বরাবরই পশুর মতো আচরণ করা হয়েছে এসব শরনার্থীদের সঙ্গে।

শুধু পোল্যান্ড-বেলারুশ-ই নয় , এর আগেও লাখ লাখ শরনার্থীদের সাথে পশুর মতো আচরণ করেছে পশ্চিমারা। অনেককে ডুবিয়ে মেরেছে সাগরে। ভেসে এসেছে ছোট্ট শিশুদের লাশ।

https://ibb.co/0YWzmfB

আগ্রাসী আমেরিকা ও তাদের জোটের দাবি ছিল, পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের শান্তির জন্যই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এসব দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে তারা।

এখন একটাই প্রশ্ন,শান্তির জন্য লাখো মানুষের আশ্রয়স্থল ধ্বংস করে কোন শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিল পশ্চিমারা? তাদের আগ্রাসনে বাস্তহারা মানুষগুলোকে একটু শান্তির খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়ানোদের কেন আশ্রয় দিচ্ছেনা তারা?

উল্লেখ যে, পোল্যান্ড ইরাকে আক্রমণকারী মার্কিন কোয়ালিশন বাহিনীর অগ্রগামী চারটি দেশর একটি (আমেরিকা,অস্ট্রেলিয়া,ডেনমার্ক, পোল্যান্ড)। বর্তমান শরনার্থীরা পোল্যান্ড থাকতে নয়। পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে ইউরোপের অন্য দেশে যেতে চাচ্ছিলেন। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে পোল্যান্ড ইরাকে বোমা হামলার অধিকার দেখালেও ইরাকের নাগরিকদের পোল্যান্ডে তাদের পায়ের ধুলো ফেলার অধিকার নেই। এটিই হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার মানবাধিকার ও স্বাধীনতা।

https://ibb.co/4Fy0bjF

এমন মানবাধিকারের জন্যই আমাদের দেশের হলুদ মিডয়াগুলো মায়াকান্নায় লিপ্ত থাকে।

শরনার্থীদের সাথে বর্বর আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে,মানবতার মুখোশ পরিহিত এসব পশ্চিমারা মানবাধিকার রক্ষা বা শান্তি স্থাপনের জন্য নয়। বরং মুসলিম ও ইসলামের অনুসারী হওয়াই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

তথ্যসূত্র:
======
১। বেলারুশ সীমান্তে শত শত অভিবাসীদের আটকে রেখেছে পোল্যান্ড-

https://tinyurl.com/8czu7czy

২। বেলারুশ সীমান্তে অভিবাসীদের ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ পোলিশ বাহিনীর –

https://tinyurl.com/cnyxbnrv

৩। পোল্যান্ডে ইইউ-বেলারুশ সীমান্তে আরো এক মরদেহ –

https://tinyurl.com/4e4kv4mx

১৮ই নভেম্বর, ২০২১

মালি | আল-কায়েদার ধারাবাহিক হামলায় টেসালিট রাজ্য থেকেও সেনা প্রত্যাহারে বাধ্য হল ফ্রান্স

সাহেল অঞ্চলে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার ধারাবাহিক হামলার তীব্রতা বাড়ায় সেখান থেকে একে একে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে দখলদাররা।

ধারাবাহিক সেনা প্রত্যাহারের অংশ হিসেবে মালির কিদাল রাজ্যের পর এবার উত্তরাঞ্চলীয় টেসালিট রাজ্য থেকেও নিজেদের সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠনকারী দখলদার ফ্রান্স।

ফরাসি সূত্রের উদ্ধৃত খবর অনুযায়ী, মালির উত্তরাঞ্চলীয় টেসালিট রাজ্যে অবস্থিত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি থেকেও ফ্রান্স তার দেশের দখলদার সৈন্যদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। সেই সাথে সামরিক ঘাঁটিটি ফরাসি বাহিনী তাদের মালিয়ান পুতুল সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছে, যারা ক্ষণস্থায়ী জীবেনর সামান্য আনন্দ-উপকরণের জন্য নিজেদের ঈমানী দৌলত ও উম্মাহর শানকে বিক্রি করে দিয়েছে। আর দিনরাত ফ্রান্সের গোলামী করাকে ভোগবাদী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে।

গত ১৬ নভেম্বর ফরাসি সৈন্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে টেসালিটে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি ত্যাগ করে ফ্রান্স। গত মাসে মালির অপর গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কিদালে রাজ্যের সবাচেয়ে বড় ঘাঁটিটি খালি করে যাওয়ার পর উত্তরাঞ্চলীয় টেসালিট রাজ্য খালী করা, এর পাশাপাশি ২০২১ সালের শেষ নাগাদ টিম্বাক্টু রাজ্য ছেড়েও পালানোর ঘোষণা - এসবকিছু শাহেল অঞ্চলে দখলদার ফ্রান্সের চূড়ান্ত পতনের সময় ত্বরান্বিত কোড়ছে বলে মোণে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

ফ্রান্সের সন্ত্রাসী বোরখান ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল এতিয়েন ডু পেয়ারক্স উল্লেখ করেছে যে, এই প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি করা আমাদের উদ্দেশ্য না। তাই আমরা মালি সেনাবাহিনীর কাছে এর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে।

এদিকে মালিয়ান সৈন্যদের রোগগ্রস্ত অন্তরে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রতি ভয় এতটাই বেড়েছে যে, মুজাহিদদের আসার সংবাদ পেলেই তারা বিভিন্ন ফসলি জমিতে গিয়ে লুকিয়ে পরে। কেউ তো আবার সীমানা পেড়িয়ে প্রতিবেশী দেশেও পালিয়ে যায়।

সার্বিক পরিস্থিতি খুব শক্তিশালী ভাবেই জানান দিচ্ছে যে, শীগ্রই হয়তো মালিতেও আরেকটি শক্তিশালী ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ এর শুরুতে ফ্রান্স মালিতে ইসলাম ও মুসলিমদের বীরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূচনা করেছিল, তা এখন ফ্রান্সের অর্থনীতিকেই ভেঙে দিয়েছে। মুজাহিদদের একের পর এক ধারাবাহিক হামলার ফলে ফ্রান্স তারা অনেক

সৈন্যকে কফিনবন্দী করতে বাধ্য হয়েছে। যার সঠিক হিসাব প্রকাশ করতেই সংকোচ বোধ করছে এই দখলদাররা।

দখলদার ফ্রান্স ১১ জানুয়ারী, ২০১৩ সালে মালিতে যে সামরিক অভিযান শুরু করেছিল তা এসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ব্যর্থতার রূপ নিয়েছে। কেননা আল-কায়েদা বর্তমানে এই অঞ্চলে ২০১৩ সালের সময় থেকে আরও অনেক শক্তিশালী।

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের নয়া কাশ্মীরে মুসলিম হত্যার বিচার নেই

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সামরিক সেনা বিদ্যমান থাকার পরও কাশ্মীরে নতুন করে সেনা মোতায়েন বাড়িয়েছে আগ্রাসী ভারতীয় প্রশাসন। ফলে চলমান মুসলিম নির্যাতন আরও বেগবান হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী বাহিনী স্বাধীনতাকামীদের উপর হামলার পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদেরকেও হত্যা করছে। শহরের মত গ্রামাঞ্চলেও বেড়েছে হত্যাকাণ্ড। যা কোন বিছিন্ন ঘটনা নয় বরং হিন্দুত্ববাদীদের পূর্ব কল্পিত।

গত সোমবারে কাশ্মীরের হায়দারপোড়ায় হিন্দুত্ববাদীদের গুলিতে ২ মুসলিম নিহত হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় হায়দারপোড়ার বাণিজ্যিক ভবনের আশেপাশে নাকি তারা স্বাধীনতাকামীদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পেয়ে তা বন্ধ করে দেয়। পরে বিল্ডিংটিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেখার জন্য, বিল্ডিংয়ের মালিক, আলতাফ আহমেদ, সেইসাথে ভাড়াটিয়া নাম মুদাসির আহমেদকেও তল্লাশির নামে হয়রানি করার জন্য ডাকে।
তারা তখন একটি রুমে দরজা বন্ধ করা অবস্থায় ছিলেন। ব্যস এই সামান্যতেই হিন্দুত্ববাদী বাহিনী ক্রসফায়ার শুরু করে দিলে ঐ ২ মুসলিম নিহত হন।

ঐ ঘটনায় আরো ৪ মুসলিম আহত হয়েছে।

কাশ্মীর জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুদাসসিরের শোকগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয়। ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে আলতাফের আট বছর বয়সী মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর বলছে আমার বাবার কি অপরাধ ছিল।

অন্যান্য ভাইরাল ভিডিওগুলিতে দেখা গেছে, আব্দুল মজিদ ভাট ও আলতাফের ভাইয়েরাও অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছেন।

হত্যার পর "আইন-শৃঙ্খলা" জনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করে শহিদদের লাশগুলোকে উত্তর কাশ্মীরের হান্দওয়ারায় ১০০ কিলোমিটার দূরে কবর দেওয়া হবে বলে নিয়ে যায়।

লাশ ফিরিয়ে দিতে মুদাসিরের পরিবার শ্রীনগরের প্রেস কলোনিতে বিক্ষোভ করেছেন। তারা এতটাই ভেঙ্গে পড়েছেন যে বলছেন, কিছু দিন পর পর আমাদের আত্মীয়স্বজনদের আলাদা আলাদা না মেরে সকলকে একসাথেই মেরে ফেলুন।

তথ্যসূত্র:

১। J&K Killings: In 'Naya' Kashmir, No Hope for Justice for Civilian Deaths https://tinyurl.com/yy3d4xk4

এবার আশ-শাবাবের 'শিকার' বুরুন্ডিয়ান সেনা : লড়াকু প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে খতম ১৬ দখলদার

সোমালিয়ায় দখলদার বুরুন্ডিয়ান সেনাদের উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে হতাহত সৈন্যদের সরিয়ে নিতে ৩টি হেলিকপ্টার অবতরণ করেছে বলে জানা গেছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বিবরণ অনুযায়ী, আজ ১৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দখলদার বুরুন্ডিয়ান সৈন্যদের একটি টহলদলকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদিন। যাতে কমপক্ষে ৮ বুরুন্ডিয়ান সৈন্য নিহত এবং আরও ৮ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি থেকে আরও জানা যায়, দক্ষিণ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের মাহদাই শহরের উপকণ্ঠে বার্নি এলাকায় সফল এই হামলাটি চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, বুরুন্ডিয়ান সৈন্যরা তখন এলাকাটির টহলদারিতে নিয়োজিত ছিল। পরে ঘটনাস্থল থেকে আহত ও নিহত সৈন্যদের মৃতদেহ সরিয়ে নিতে ঐ হেলিকপ্টার ৩টি অবতরণ করে।

ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের জন্য এখন পালিয়ে বাঁচার পথও কঠিন করে তুলেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

গণহত্যার প্রস্তুতি | পুড়তে থাকা মুসলিম দোকানকে "হিন্দুদের উপর সহিংসতা" হিসাবে প্রচার হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ার

ভারতে মুসলিম নির্যাতন ও হিন্দুদের মুসলিমদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে সবচেয়ে বড় ভুমিকা রাখে হিন্দুত্ববাদীদের পা-চাটা মিডিয়াগুলো। সত্যকে মিথ্যা, তিলকে তাল বানিয়ে আর নানান বানোয়াট প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়াই তাদের প্রধান কাজে পরিণত হয়েছে। যার জ্বলন্ত একটি প্রমাণ পাওয়া যায় কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ত্রিপুরার ঘটনায়।

মুসলিম সংগঠনগুলি ত্রিপুরায় মুসলিম নির্যাতনের প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি শহরে একটি বন্ধের ডাক দেয়। কথিত গণতান্ত্রিক নিয়মের ভিতরে থেকে প্রতিবাদ করাটাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাড়ায়। হিন্দু সন্ত্রাসীরা আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলিমদের বাড়িঘর দোকানে আগুল লাগিয়ে দেয়।

আর হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া 'দ্য হিন্দু' রিপোর্ট করেছে, মুসলিমরা ১৫ই নভেম্বর মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে ব্যক্তিগত এবং সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করে সহিংসতা করেছে।

মুসলিমদের দোকান জ্বলতে থাকার ছবিকে ক্রুপ করে হিন্দুদের দোকান বলে ছবির নিচে ক্যাপশন দেয়।

এমনিভাবে, হিন্দুত্ববাদী আরেক মিডিয়া ওপি ইন্ডিয়া (OpIndia)একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। সেখানে তারা বিজেপির তুষার ভারতীর কথা উল্লেখ্য করে বলেছে যে, মুসলিম জনতা হিন্দুদের দোকানে হামলা করেছে। বিজেপি-পন্থী প্রোপাগান্ডায় একটি ছবি ব্যবহার করে, যাতে দেখা যায় একজন পুলিশ একটি দোকানের আগুনে কি যেন ঢেলে দিচ্ছে।

POLITICS OPINIONS FACT-CHECK MEDIA VARIETY SPECIA

'Muslim mob attacked with swords, pelted sto establishments': Local BJP leaders on Amrava

BJP leader Badal Kulkarni told OpIndia the bandh called by them turned violent after police personnel the violence meted out on them by Muslim rioters on Friday

15 November, 2021 OpIndia Staff

A policeman dousing fire during violence in Amravati(Image Credits: News 18)

ছবিতে একটি দোকান দেখা যাচ্ছে,প্রচার করা হয়েছে এটি হিন্দুদের দোকান।

ওপি ইন্ডিয়া (OpIndia)তে দেখানো পোড়া দোকানটির নাম "খান ইলেক্ট্রিক্যালস"। ক্রপ করে তারা নামের অংশ বাদ দিয়ে ছবি দিয়েছে, যেন মুসলিম বিদ্বেষের আগুনে ঘি দেওয়া যায়। হিন্দুত্ববাদীদের অপরাধ ঢেকে উল্টো মুসলিমদেরকেই অপরাধী সাজানো যায়।

আসল ছবিটি একটি পিটিআই রিপোর্টে এসেছিল।

HT Hindustan Times

Monday, Nov 15, 2021 | New Delhi 25°C

Amravati curfew now extended to four more towns

A total of 50 people were arrested by the police in connection with back to back incidents of stone-pelting that took place in Amravati city on Friday and Saturday.

Policemen try to douse a fire in a shop, after a mob went on a rampage during a bandh allegedly organised by BJP, in Amravati, on Saturday. (PTI)

Published on Nov 15, 2021 12:44 AM IST   By Press Trust of India, Amravati

মুসলিম ব্যক্তির দোকানটি "চৌবের নুক্কাদ কাচোরি" এর ঠিক পাশেই ছিল, রাজকমল চক থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে, যেখানে শনিবার বিজেপি, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা একটি সমাবেশ করে।

'দ্য ওয়্যার' মুসলিম ব্যবসায়ী খানের সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি বলেছেন "শনিবার সকালে তার মামা তাকে ফোন করে জানায় যে হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজরা তার দোকানের তালা ভেঙে দিয়েছে। পথে পুলিশ তাকে থামানোর কারণে খানের দোকানে যাওয়ার চেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দাঙ্গাকারীরা তার দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়।"

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আরও জানিয়েছে যে দুটি দোকানে আগুন লেগে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, যেগুলোর মালিক মুসলিম। ফিরোজ আহমেদ নামে এক ব্যক্তির গাড়ি মেরামতের দোকানও পুড়ে গেছে।

অথচ, পুলিশ এখন পর্যন্ত ৭০ জনেরও বেশি মুসলিমকেই গ্রেপ্তার করেছে। ১২ এবং ১৩ নভেম্বর হওয়া সহিংসতা ও ভাংচুরের ঘটনায় অমরাবতীর চারটি থানায় ২৫ টিরও বেশি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়, এগুলো দিয়ে মুলত মুসলিমদেরকেই হয়রানি করা হচ্ছে।

পক্ষান্তরে, অমরাবতী জেলা বিজেপির সভাপতি নিবেদিতা চৌধুরী, সিটি মেয়র চেতন গাওয়ান্দে ও রাজ্য মুখপাত্র শিবরাই কুলকার্নিকে লোক দেখানো সাময়িক গ্রেপ্তার করা হলেও, দিনকয়েক পরেই আদালত তাদের জামিন দিয়ে দেয়। আর নির্যাতিত মুসলিমরা এখনো পড়ে আছে জেলে।

সচেতন মুসলিমরা অবশ্যই দেখে থাকবেন যে মুসলিম নিধনযজ্ঞের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হিন্দুত্ববাদী ভারতের রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসন, নানা উগ্র সংগঠন, মিডিয়া - এরা সকলেই এখন একযোগে কাজ করছে। আমজনতাকেও তারা অনেকটাই প্রস্তুত করে নিচ্ছে মুসলিমমুক্ত অখণ্ড ভারত বাস্তবায়নে। আর কথিত স্যেকুলার পোশাকধারী হিন্দুরাও হিন্দুত্ববাদীদের চোখ রাঙানিতে অতি নরম ভাষায় বিবৃতি দিচ্ছে অথবা চুপ করে গেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

১। মুসলিমদের দোকান জ্বলতে থাকার ভিডিও

https://twitter.com/i/status/1459442222672203779

২। Image of Muslim-owned shop gutted in Amravati violence shared as "violence against Hindus"
https://tinyurl.com/ts95usu9

সালমান খুরশিদের বাড়িতে হিন্দুত্ববাদীদের আগুন : স্যেকুলারিসমের চশমাটা এবার খুলে ফেলা যায় কি?

সাবেক ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সালমান খুরশিদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। সাধারণ মুসলিম থেকে ক্ষমতাবান - কেউই যে হিন্দুত্ববাদী আক্রোশ থেকে রেহাই পাবেনা, এই হামলা তারই ইঙ্গিত বহন করে।

সদ্য সালমান খুরশিদের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের নাম 'সানরাইজ ওভার অযোধ্যা, নেশনহুড ইন আওয়ার টাইমস'। বইয়ে 'উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের' বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে তুলনা করেছে সালমান। কারণ হিন্দুত্ববাদীদের উদ্ধত আচরণ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তারা মুসলিম মুক্ত অখণ্ড ভারত গড়তে মুসলিম

রক্তখেকো হয়ে উঠেছে। মুসলিমদের জান মালকে তারা বিভিন্ন ঠুনকো অযুহাতে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ লেখক ও রাজনীতিবিদের ভাগ্যেও তেমনটাই হয়েছে।

খুরশিদ তার বইতে লিখেছিলেন, সন্ত আর মহাত্মাদের জন্য প্রসিদ্ধ সনাতন হিন্দুধর্মকে ঠেলে সরিয়ে এখন উগ্রবাদী চিন্তাধারা নিয়ে আসা হচ্ছে। যার সাথে মিল রয়েছে আইএস, বোকো হারামের মত সংগঠনগুলোর।

এতেই বিজেপি অভিযোগ তুলেছে, ওই বইতে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত দেয়া হয়েছে। আর এর পরেই, উগ্র হিন্দুরা খুরশিদের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে ও আগুন দিয়েছে।

সালমান খুরশিদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তার নৈনিতালের বাড়িতে আগুনের দীর্ঘ শিখা, পোড়া দরজা এবং ভাংচুর করা জানালা। এটাই হচ্ছে ভারতের আসল বাস্তবতা। ভারতীয় মুসলিমদের এ বাস্তবতা উপলব্দি করা উচিৎ। অন্যথায় আফসোস করেও কোন লাভ হবে না।

আজীবন হিন্দুত্ববাদী ভারতের সেবা করেছেন সালমান খুরশিদ, অসাম্প্রদায়িকতার বাণী আওড়িয়ে মুসলিমদের প্রতিবাদবিমুখ করেছেন সালমান খুরশিদের মতো নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা, শেষরক্ষা হলনা। আজ তাদের জানমালও অনিরাপদ। অসাম্প্রদায়িকতার বাণী প্রচার কিংবা কংগ্রেসের আশ্বাসবাণী - কোনটিই এই হিন্দুত্ববাদের আগুন নিভাতে পারেনি।

তাই সালমান খুরশিদের পরিণতিতে ভারত-বাংলাদেশ সহ গোটা উপমহাদেশের কথিত অসাম্প্রদায়িকতা প্রচারকারীদের ভেবে দেখতে হবে যে, এই কাল্পনিক গালগল্প ছেড়ে বেড়িয়ে আসার সময় হয়েছে কিনা, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হিন্দুত্ববাদের দাসত্ব থেকে বাঁচাতে সতর্ক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানানোর সময় হয়েছে কিনা।

তার আগে তাদের এই সত্যও উপলব্ধি করতে হবে যে, উপমহাদেশের হিন্দুত্ববাদী সমাজ কখনো অসাপ্রদায়িক ছিল কি না...

নাকি এটাও হিন্দুত্ববাদীদের চাল ছিল.?!. তারা এতদিন তাদের মধ্যেকার অসাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পড়া লোকদের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে.. আর অবুঝ মুসলিমরা বলেছে, 'দেখ, হিন্দু সমাজ কি অসাম্প্রদায়িক চেতনা লানন করে! তাদের সমাজ কতো এগিয়ে গেছে পশ্চিমাদের মতো! আর তোমরা এখনো মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে পরে আছো.?!. এসো আমাদের দলে, সেকুলার হও, অসাম্প্রদায়িক হও.. হিন্দুদের মতো, পশ্চিমাদের মতো এগিয়ে যাও।'

এভাবে সেকুলারিজমের চশমা পরিহিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার নামধারি মুসলিমরা মুসলিম সমাজকে সেকুলারিজমের চশমা পড়িয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের ধর্মবিমুখ করতে এবং আলেম সমাজ থেকে দূরে রাখতে তারা সর্বস্ব নিয়োগ করেছে। এমনকি রাষ্ট্রকে পর্যন্ত তারা প্রভাবিত করে মুসলিমদের সক্তিমত্তাকে তয়ানিতে নামিয়ে এনেছে।

আর অপর দিকে, স্যেকুলারদের আড়ালে লুকিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা শক্তি সঞ্চার করেছে। এক আরএসএস'এর প্রায় ৬০ লাখ প্রশিক্ষিত সদস্য রয়েছে, যা তারা এখন গরবের সাথেই বলে বেড়ায়। এর সাথে যদি যোগ করা হয় পুলিশ-প্রশাসনকে এবং ভারতীয় সেনাদেরকে, তাহলে সংখ্যাটা কতো দাঁড়াবে..? ভেবে দেখুন।

এটা অন্তত সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে, ভারতের পুলিশ, প্রশাসন, সেনাবাহিনী - সর্বত্রই এখন হিন্দুত্ববাদের জয়জয়কার। পুলিশ এখন দিল্লী, ত্রিপুরা, আসাম সহ অন্যান্য সকল রাজ্যে হিন্দুত্ববাদীদের সাথে মিলে মিশে মুসলিমদের উপর হামলা চালায়। আর ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে বছরের পর বছর মুসলিমদের হত্যা আর নারীদের ধর্ষণ করে হাত পাকা করেছে। বিএসএফ বাংলাদেশ-পাকিস্তান উভয় সীমান্তে মুসলিমদের পাখির মতো গুলি করে নিশানা ঝালিয়ে নিচ্ছে। আর এখন সাধারণ হিন্দুদেরকে দলে ভিরানর চেষ্টা চলছে...

এর পরেই হয়তো শুরু হবে হিন্দুত্ববাদীদের অখণ্ড ভারত নির্মাণের চূড়ান্ত মিশন। বাংলাদেশে এর আঁচ পৌঁছাতে বা মিশন বাস্তবায়ন করতে হয়তো একটু সময় লেগে জেতে পারে। কিন্তু খুব বেশি সময় যে লাগবে না, সেটা কুমিল্লার ঘটনায় কিছুটা বুঝা গেছে। তবে ভারতে এই প্রক্রিয়া তারা প্রায় শুরু করেই দিয়েছে।

এখন সালমান খুরশিদদের মত ভারতের কথিত অসাম্প্রদায়িকতার চেতনাধারি মুসলিমরা হয়তো আছ করতে পারছে যে নিজ সম্প্রদায়কে নিস্তেজ করে দিয়ে তারা কি ভুল করেছে। তাদের মত অসাম্প্রদিয়িকতার পোশাক পরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এখন হিন্দুত্ববাদীদের চোখরাঙানিতে স্তে আস্তে চুপ হয়ে যাচ্ছে, একদিন হয়তো তারা তাদের কথিত স্যেকুলার পোশাকো খুলে ফেলবে। তবে সালমান খুরশিদরা যে বাঁচবেনা হিন্দুত্ববাদের আগুন থেকে - এটা এক প্রকার নিশ্চিত।

আল-কায়েদার যুগান্তকারী হামলার শিকার ১৫০ বুর্কিনা সৈন্য, স্যেকুলার তুরস্কের দুঃখপ্রকাশ!

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোর উত্তরাঞ্চলে দেশটির গাদ্দার সেনা বাহিনীর একটি বিশাল সামরিক কাফেলাকে লক্ষ্য করে যুগান্তকারী হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার বীর যোদ্ধারা। এতে হতাহত হয়েছে অর্ধশতাধিক সৈন্য।

আঞ্চলিক সূত্রে উদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী, গত ১৪ নভেম্বর ভোরে, বুর্কিনা-ফাসোর উত্তরাঞ্চলিয় সৌম রাজ্যের ইনাতে একটি সোনার খনির কাছে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

ফ্রান্সের গোলাম সরকারি কর্মকর্তাদের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, সোনার খনি রক্ষাকারী সেনা বাহিনীকে লক্ষ্য করে পরিচালিত উক্ত হামলায় ৩২ সেনার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সেনা বাহিনীকে লক্ষ্য করে চালানো এই হামলায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

হামলার শিকারে পরিণত হওয়া সামরিক কাফেলাটি দেড়শতাধিক (১৫০) সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল। সৈন্যরা যখন ভোরে নিজেদের সামরিক ছাউনিতে অবস্থান করছিল, তখন একদল সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধা ঐ গাদ্দার সৈন্যদের টার্গেট করে ঝড়ের গতিতে হামলা চালায়। ফলে দেড়শতাধিক সৈন্যদের মধ্যে থেকে ৩২ সৈন্যকে মৃত এবং ২৭

সৈন্যকে গুরুতর আহত অবস্থায় জীবিত পাওয়া গেছে, বাকি ৯১ সৈন্যের ভাগ্যে কি ঘটেছে বা তারা কি অবস্থায় আছে তা এখনো অজানা।

ধারণা করা হচ্ছে যে, হয়তো তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অথবা সৈন্যরা নিজের জীবন বাঁচাতে সীমান্ত অতিক্রম করে মালিতে পালিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, এসব সোনার খনির উপর কর্তৃত্ব করছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। সব স্বর্ণই নামে মাত্র অর্থের বিনিময়ে লুটে নিয়ে যায় ক্রুসেডার ফ্রান্স। আর এজন্যই বুর্কিনা-ফাসো ও মালি সহ গোটা সাহেল অঞ্চলের এসব সোনার খনিগুলোর নিরাপত্তায় নিযুক্ত সৈন্যরাও ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর হামলার শিকারে পরিণত হচ্ছে। কারণ ঐ গাদ্দার সেনারাই উম্মাহর সম্পদ তুলে দিচ্ছে দখলদার ফ্রান্সের হাতে। আর আল-কায়েদার এসব দূর্দান্ত সফল অভিযানগুলোর ফলে ক্রুসেডার ফ্রান্স ধীরে ধীরে পশ্চিম আফ্রিকায় নিজের কর্তৃত্ব হারাচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যমের নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছে। ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম এই অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে, সেই সাথে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে "ইনাতাত" শহর অবরোধ করে রেখেছেন তাঁরা।

অন্যদিকে, ক্রুসেডার ফ্রান্সের দখল করা সোনার খনিতে মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত বরকতময় এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে চাটুকার ও সেক্যুলার তুরস্ক।

সেক্যুলার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি বলা হয়, "এটি খুবই দুঃখের সংবাদ যে, গত ১৪ নভেম্বর বুর্কিনা ফাসোর সাহেল অঞ্চলে "সন্ত্রাসী" (মুজাহিদদের) হামলায় ৩২ জেন্ডারমেরি সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে এবং অনেকে আহত হয়েছে। আমরা এই "জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের" (বরকতময় হামলার) তীব্র নিন্দা জানাই। বুর্কিনা ফাসো সরকারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

আর এভাবেই সেক্যুলার তুরস্ক ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার চলমান প্রতিটি ফ্রন্টে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করছে। আর উম্মাহে পশ্চিমা আগ্রাসন থেকে রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে উম্মাহর শত্রুদের অর্থ, অস্ত্র, সৈন্য এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে যাচ্ছে।

১৭ই নভেম্বর, ২০২১

কেনিয়া | ক্রুসেডারদের কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছেন তিন মুসলিম প্রতিরোধ যোদ্ধা

পূর্ব আফ্রিকার খৃষ্টান প্রধান দেশ কেনিয়ার একটি কারাগার থেকে তিনজন মুসলিম বন্দী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এই বন্দীদের সবাইকে জিহাদ ও মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

কেনিয়া সরকার পলাতক উক্ত তিন বন্দীদেরকে নিজেদের জন্য বিপজ্জনক এবং মুজাহিদ হিসাবে বর্ণনা করেছে। পলাতকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মোহাম্মদ আলী আবিকার, যাকে ২০১৫ সালে গারিসা অভিযানে হারাকাতুশ শাবের সাথে হামলায় শরিক থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সরকার কারারক্ষীদের শিথিলতা এবং অদক্ষতাকে এর জন্য দায়ী করেছে।

পলাতক মুসলিমদের গ্রেপ্তারের জন্য দেশটির কথিত কয়েকটি নিরাপত্তা সংস্থা একযোগে অভিযানে নেমেছে। সেই সাথে দেশটির সরাকার একটি পাবলিক আপিলও জারি করেছে, যেখানে উক্ত তিন পলাতক মুসলিম সম্পর্কে তথ্যের জন্য ২০ মিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং ($178,000) অফার করেছে।

দ্বিতীয় পালাতক মুসলিম ব্যক্তিকে ২০১২ সালে কেনিয়ার পার্লামেন্টে হামলা চালানোর অভিযোগে এবং তৃতীয়জনকে সোমালিয়ায় আল-শাবাবে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এক বিবৃতিতে, দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানায় যে, "আমরা খুব শীগ্রই এই তিনজনকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি। তারা আমাদের জন্য বিপজ্জনক, তাই যেকোন মূল্যে তাদেরকে আমাদের ধরতে হবে।"

তবে হক্কানী উলামারা আশা ব্যক্ত করেছেন, মুসলিম উম্মাহ অবশ্যই সেই বীর মুজাহিদদের জন্য দোয়া করবে, তারা এই উম্মাহর জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেয়াফজতের জন্য নিজেদের স্বাদ-আল্লাদ-পরিবার-জীবন-সম্পদ সবকিছু আল্লাহ্‌র পথে কুরবানি করে দিয়ে এসেছে। এই সত্য উম্মাহ এখন বুঝে গিয়েছে যে, পসচিমার যাদেরকে এতদিন ধরে সন্ত্রাসী বলে গালি দিয়ে এসেছে, মূলত তারাই এই উম্মাহকে পশ্চিমা আগ্রাসন থেকে উদ্ধার করতে পারে।

ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া বা করাকে 'অপরাধ' গণ্য করছে গুজরাট পুলিশ!

গরুর গোশ খাওয়া, গরু কুরবানী করা, জুমার সালাত আদায় করা, মসজিদ-মাদ্রাসা করে দেওয়া - এই সকল ইসলামী রীতিনীতি পালন করাকে তো বহু আগেই আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করা হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এবার ভারতে নতুন এক আইন সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে মোদি সরকার, যে আইনের অধীনে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হবে। এটাকে 'সাম্প্রদায়িকতার চরমতম বহিঃপ্রকাশ' হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে সর্ববমহলে।

সম্প্রতি গুজরাট পুলিশ ৯ জন মুসলিমের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পুলিশদের দাবি, অভিযুক্তরা নাকি দীর্ঘদিন ধরে অশিক্ষিত হওয়ায় এবং পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার ফায়দা নিয়ে হিন্দু পরিবারগুলোকে মুসলিম করেছে। গুজরাট পুলিশ আরও দাবি করে যে, মুসলিম মৌলবাদীরা নাকি বিদেশ থেকে অর্থ জোগাড় করে এনে কান্‌করিয়া

গ্রামের 'বসবা হিন্দু' সম্প্রদায়ের মানুষকে অর্থ ও সহযোগীতার লোভ দেখিয়ে তাদেরকে হিন্দু থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করছে।

শুধু তাই নয়, পুলিশ আরও দাবি করে যে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে তারা সেই ধর্মান্তরিত মুসলিমদের দিয়ে কথিত 'সন্ত্রাসী' কর্মকান্ডের মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের মাঝে দাঙ্গা লাগিয়ে শান্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা করছে। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি মনের গোপন বিদ্বেষ প্রকাশ করতে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এখন কি ছেলেমানুষে কারণই ন পেশ করছে।

ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় ব্যপারটি নিয়ে বেশ সমালোচনা করেছে।তবে এই সমালোচনার বাইরে আর কিছু করার মতো সক্ত অবস্থানও হয়তো ভারতের মুসলিমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাঁতাকলে পরে অনেক আগেই হারিয়েছে।
তারা এখন তাই নিভু নিভু ভাষায় প্রতিবাদ করে বলছে যে, বিজেপি সরকার ভারতে ধর্মান্তরিত হবার বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য করছে। যার ফলে পুরো দেশে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠছে। অবশ্য এই বলাতে যে বিজেপি থোরাই খেয়াল করবে, সেটা জেনেও তারা প্রতিবাদ করার তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে।

ভারতে অবশ্য এমন ঘটনা বড় কোন বিষয় হিসেবেও দেখা হয় না। গত প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে ভারতে এমন ঘটনা নিয়মিত ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামকে কটাক্ষ করা, ইসলামী রীতিনীতিকে উগ্রতা হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে পরিচিত করা, হিন্দু মেয়েরা মুসলিম ধর্মান্তরিত হলে 'লাভ জিহাদ' নামে আখ্যায়িত করা-কোন কিছুই বাকী রাখা হয়নি।

এদিকে পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্যের ৪টি ইতিমধ্যে খ্রিস্টান হয়ে গেছে, একটি হওয়ার পথে, বাকি দুটিতেও খ্রিস্টান জনসংখ্যা হু হু করা বাড়ছে, খ্রিস্টান প্রধান রাজ্যগুলো অন্য হিন্দুপ্রধান রাজ্যগুলোর সাথে ভিন রাষ্ট্রের মতো আচরণ করে সীমান্তে গুলি করে পুলিশ হত্যা করছে - এতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, দালাল মিডিয়া, উগ্র হিন্দু নেতা কারোই কিছু জায়-আশে না। সমস্যা কি থলে শুধু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া নিয়েই?

তথ্যসূত্রঃ

১। Maktoob Media- gujarat-100-tribals-embraced-islam-and-now-9-muslims-booked-for-criminal-conspiracy -
https://tinyurl.com/55epuwmj

আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের গোপন গণহত্যার রিপোর্ট প্রকাশ : বিবিসি'র কেন এতো দায়!

গত মাসে আফগানিস্তানে অস্ট্রেলিয়ান আগ্রাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক সাধারণ নাগরিক হত্যার ভিডিও প্রকাশ হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার মতো ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে। সম্প্রতি বিবিসি একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

ব্রিটিশ সেনারা আফগান বন্দী ও সাধারণ নাগরিকদের ঠান্ডা মাথায় নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো। কিন্তু বিষয়টি তারা এতদিন গোপন করে এসেছে। সম্প্রতি উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা বিষয়টি স্বীকার করে জানায়, স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা নিরীহ মানুষ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল।

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন চলাকালীন মার্কিন-ব্রিটিশ বাহিনী প্রায়ই রাত্রিকালীন অভিযান চালাতো। এসব অভিযানে অসংখ্য সাধারণ বেসামরিক মুসলিম নিহত হয়েছেন।

রিপোর্টে উল্লেখিত কিছু ঘটনা :

২০১১ সালে একটি নৈশ অভিযানে একই পরিবারের নারী ও শিশুসহ ৪ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করে ব্রিটিশ বিশেষ বাহিনী এবং এর ২ দিন পর আরও ৮ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা। এর পরই পরিবারের পক্ষ থেকে সাইফুল্লাহ নামক এক আফগান নাগরিক একটি মামলা দায়ের করেছিল।

এ ঘটনা ছাড়াও ২০১৪ সালে সন্দেহভাজন আরও ৫২টি হত্যার অভিযোগ তদন্তে ব্রিটিশ সরকার অপারেশন নর্থমুর শুরু করেছিল।

এছাড়াও রয়্যাল মিলিটারি পুলিশও (আরএমপি) ২০১৪ সালে একটি অনুসন্ধানী কাজ শুরু করে। অনুসন্ধান শেষ হবার আগেই ব্রিটিশ সরকার কোন বিচার ছাড়াই ২০১৯ সালে মামলাটি বন্ধ করে দেয়। দাবি করা হয়, আফগানিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা অপরাধমূলক আচরণের কোনো প্রমাণ পায়নি তারা।

বিবিসির অনুসন্ধানী রিপোর্টে আরো দেখানো হয়, আদালতের তদন্তে গুরুতর দুর্বলতা ছিল। কারণ ১১টি ঘটনার মধ্যে মাত্র তিনটি ঘটানার তদন্ত করা হয়েছে। সেটিও করা হয়েছে অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই। এছাড়াও বিশেষ বাহিনীর অভিযানের ভিডিও ফুটেজ না দেখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

বিবিসি প্যানোরমা এবং ব্রিটিশ পত্রিকা সানডে টাইমসের এক অনুসন্ধান দল ১১জন ব্রিটিশ গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলেছে, যারা জানিয়েছেন ঐ দেশে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হবার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেয়েছেন তারা।

অপর একটি ঘটনা এমন যে, অনুসন্ধানী কাজে সাহায্য করার কথা বলে এক ডজনেরও বেশি বন্দীকে একটি বিশেষ স্থানে নেয়ার পর গনহত্যা করেছিল সেনারা। এ ঘটনায় ব্রিটিশ বিশেষ বাহিনী নিজেদের নির্দোষ দাবি করে। খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে তারা বলে, বন্দীদের নিয়ে ঐ বিল্ডিংয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে তারা নাকি সেখানে লুকানো অস্ত্র নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তা দেখার পরই সবাইকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে তারা!

কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এটাও স্বীকার করেছে যে, যুদ্ধে সক্ষম যে কোন আফগান যুবক- হোক সে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাথী অথবা সাধারণ নাগরিক, তাদের টার্গেটকৃত একটি স্থানে নিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে তাদের হত্যা হতো।

কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অযুহাতে কী তাহলে মুসলিমদের হত্যাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। একটি দেশ ও এটির অধিবাসীদের গণহারে হত্যা করে কোন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা?

অনুসন্ধানী রিপোর্টে গণহারে হত্যার বিষয়টি প্রমাণ হবার পরও আদৌ কী বিচার হবে কারো? মুসলিমরা কি তাদের নিজেদের হত্যাকারী ঐ ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান আদালত বা রাষ্ট্রবেবস্থা অথবা জাতিসঙ্ঘের কাছে ন্যায়বিচার আশা করতে পারে.?.! নাকি মুসলিমদের নিজেদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিজেদেরকেই আদায় বা প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ.?

বিবিসি'র কেন এতো দায়!

পাঠকের নিশ্চয়ই ২০১৮ সালের ৯ই আগস্ট বিবিসির প্রচারিত একটি নিউজের শিরোনাম পরিবর্তনের কথা মনে আছে। প্রথমে তারা নিউজের শিরোনাম দেয়, 'ইসরায়েলী বিমানহামলায় নারী ও শিশু নিহত'। নিউজটির মূল বিষয় ছিল, গাজায় ইসরায়েলী বিমান হামলায় এক গর্ভবতী নারী এবং শিশুসহ তিন জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

নিউজটি ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নজরে পড়লে সে বিবিসিকে অতিদ্রুত তা সরিয়ে ফেলার আদেশ দেয়। এ আদেশের কিছু সময় পরই বিবিসি এই শিরোনাম ও নিউজ সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেয়। নতুনভাবে শিরোনাম করে যে, 'গাজার বিমানহামলায় ইসরায়েলে নারী ও শিশু নিহত'। বিবিসির এই ধোঁকাবাজি নিয়ে এরপর অনলাইনে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল তখন।

এখন প্রশ্ন হল, আফগানিস্তানে তার নিজের দেশের সেনাদের হত্যাকাণ্ড প্রকাশে তারা কেন এতো গবেষণা আর কসরত করলো? গোটা বিশ্বের মিডিয়া একচেটিয়াভাবে পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে, পশ্চিমাদের বেঁধে দেওয়া সিমানার বাইরে খবর প্রকাশের এখতিয়ার বা ইচ্ছা এই দালাল মিডিয়া আউটলেটগুলোর নেই। দালাল মিডিয়াও মাঝে মাঝে পশ্চিমাদের কিছু গোপন কুকর্ম প্রকাশ করে দেয়, তাদের সমালোচনা করে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন?

আসলে এই মাঝে মাঝে সত্য প্রকাশ কিংবা আংশিক অথবা সত্যের সামান্যতম অংশ প্রকাশ তাদের বড় অপরাধ ঢাকার অপকৌশল ছাড়া কিছুই নয়। মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়াটাও কখনো তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

দেখুন, বিবিসি ২০ বছরে লাখ লাখ বেসামরিক আফগান মুসলিম হত্যার সামান্য অংশই প্রকাশ করেছে মাত্র, হিমশৈলীর পানির উপরে ভেসে থাকা অংশের কিছুটা এসেছে তাদের রিপোর্টে। আর পানির নীচের অন্ধকারে যাতে মানুষ অনুসন্ধান না করে, সেজন্ন তারা উপরের অংশের সামান্য জায়গাতেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে চায়।

এই ২-১ টি ঘটনা নিয়ে তারা হৈচৈ করবে, সাধারণ মানুষ সেনাদের নিন্দা আর বিবিসি-কে বাহবা দিবে। মানুষ ভাববে, ব্রিটিশরা যত অন্যায় আচরণই মুসলিমদের সাথে করুক না কেন, তাদের স্বাধীন মিডিয়া এই অন্যায় মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিবে!

দালাল এই মিডিয়াগুলো কখনোই মুসলিমদের বন্ধু নয়, তারা আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তবে তাদের অভিভাবক 'আযাযিল'এর মতই এরা আমাদেরকে 'নেক সুরতে' ধোঁকা দেয় মাঝে মাঝে। মুসলিমদেরকে অবশ্য তাদের এই ধোঁকা বুঝতে হবে। না হয় মুসলিমরা এই পশ্চিমা জায়নবাদীদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে পেরে উঠবে না।

তথ্যসূত্র:

======

১। Special forces hid evidence of Afghan killings - https://tinyurl.com/yde3ec4d

২। BBC bows to pressure from Israel and changes Gaza headline, August 10, 2018, Middle East Monitor - https://cutt.ly/wjXG1Hp

---

বুর্কিনা-ফাঁসো | ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার যুগান্তকারী হামলা : নিহত ৩১ এরও বেশি গাদ্দার সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাঁসোতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর স্মরণকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিযানটি পরিচালনা করেছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার বীর মুজাহিদরা। এই অভিযানে কমপক্ষে ৩১ সেনা নিহত হয়েছে, নিখোঁজ হয়েছে আরও অনেক সেনা।

দেশটির ক্ষমতায় বসে থাকা ফ্রান্সের পুতুল সরকারের প্রকাশিত এক বিবৃতি অনুশারে, বুর্কিনা-ফাঁসোতে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটির কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর উপর গত ৫ বছরের মধ্যে এটিই ছিল একদিনের সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ। যাতে ২৮ সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েক ডজন সৈন্য নিখোঁজ হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত নিখোঁজ সৈন্যদের মধ্য থেকে ২৭ সেনাকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলেও জানা গেছে, বাকি সেনাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা।

বুর্কিনা ফাঁসোর যোগাযোগ মন্ত্রী ওসেনি তাম্বোরা ও নিরাপত্তা মন্ত্রী ম্যাক্সিম রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জানিয়েছে যে, মালিে সীমান্তবর্তী বুর্কিনা-ফাঁসোর উত্তরাঞ্চলিয় সৌম রাজ্যের ইনাতাত শহরে বরকতময় অভিযানটি চালানো হয়েছে। হামলার আগে ২ সপ্তাহ যাবৎ মুজাহিদরা শহরটি অবরুদ্ধ করে রাখেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৪ নভেম্বর রবিবার ভোর সাড়ে ৫ টায় আক্রমণটি চালানো হয়েছিল। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনআইএম" এর একদল সশস্ত্র মুজাহিদ প্রথমে সামরিক ঘাঁটিটিকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করেন। এরপর মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে অবস্থানরত গাদ্দার সৈন্যদের টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান।

এদিন কাছের শহর কেলবোতেও আরেকটি আক্রমণ চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। তবে এতে হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান জানা সম্ভব হয় নি।

এই হামলার কিছুদিন পূর্বে, অর্থাৎ ৮ নভেম্বর, দেশটির লোরুম অঞ্চলের টিটো এলাকায় আরও একটি অভিযান চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ। যেখানে মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় ফ্রান্সের গোলাম সৈন্যদের সহায়তাকারী

VDP নামক একটি মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্যরা। আর এই হামলায় বিডিপি এর ৩ মিলিশিয়া নিহত হয়। বাকি মিলিশিয়ারা পালিয়ে গেলে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ডজনখানেকেরও বেশি মোটরসাইকেল ও অনেক যুদ্ধাস্ত্র এবং সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

https://ibb.co/1nhx3dh

এদিকে ফ্রান্সের গোলাম সরকার মুজাহিদিন কর্তৃক ১৪ নভেম্বর পরিচালিত দুর্দান্ত অভিযানের পর তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। এখন তাদের শোকের সময়ই বটে।

সার্বিক পরিস্থিতি সাহেল অঞ্চলে মুজাহিদদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের আল্লাহ্ প্রদত্ত আসন্ন বিজেয়র ইঙ্গিত দিচ্ছে। পাশাপাশি এটা ইসলামের শত্রু স্থানীয় গাদ্দার শাসকগোষ্ঠী ও তাদের গুরু- মুসলিমদের সম্পদ লুটেরা ফ্রান্সের চূড়ান্ত পরাজয়ের ইঙ্গিতও বটে,- এমনটাই মনে করছেন হকপন্থী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

১। https://t.co/hbopMlXSYD

২। https://t.co/4WLTyi1fiF

১৬ই নভেম্বর, ২০২১

পাক-তালিবান যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য সম্বলিত ভিডিও সিরিজ-৭

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) কর্তৃক পরিচালিত আল-ফারুখ সামরিক ক্যাম্প থেকে সম্প্রতি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন অকুতোভয় একদল তরুন মুজাহিদ। সামরিক ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই যুবক মুজাহিদদের নিয়ে "المعدون للقتال" শিরোনামে ৩৮ মিনিটের একটি মনোমুগ্ধকর ভিডিও প্রকাশ করেছে টিটিপির অফিসিয়াল উমর মিডিয়া।

সম্প্রতি প্রকাশিত ৩৮ মিনিটের এই ভিডিওটি শুরু হয় মুজাজিদের আযান ও মহান রবের ফরজ বিধান সালাত আদায়ের মধ্যদিয়ে। এরপর মুজাহিদগণ নিজেদের অবস্থান থেকে তাওহীদের কালিমা খচিত সাদা পতাকা হাতে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের দিকে একে একে বের হয়ে আসতে থাকেন।

ভিডিওটির কয়েক মিনিট ব্যাতিত সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়েই মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণের দৃশ্যগুলো দেখানো হয়েছে। প্রশিক্ষণরত মুজাহিদদের দক্ষতা যাচাই করতে ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত টিটিপির আঞ্চলিক কমান্ডারগণও।

এছাড়াও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পটি হতে যারা নিজেদের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন, তাদের মধ্যে যারা সবাচাইতে ভালো পারফরমেন্স দেখিয়েছেন, তাদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেন কমান্ডারগণ। আর সেই সাথে ভিডিওটি জুড়ে শোভা পাচ্ছিল উর্দু ও পশতু ভাষার চমৎকার সব ইসলামিক নাশিদ।

ভিডিওটি অনলাইনে দেখতে...

https://alfirdaws.org/2021/11/16/54064/

আবারো ইসলামের শত্রুদের উপর আশ-শাবাবের তীব্র হামলা : হতাহত ১৩ গাদ্দার সেনা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যার ২টিতেই ১১ সেনা হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৩ নভেম্বর শনিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে পশ্চিমাদের গোলাম সামরিক বাহিনীর উপর সফল হামলা চালানো হয়েছে।

শহরটির বার্সানজুনী এলাকায় ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ৬ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এমনিভাবে রাজ্যটির হুজিঙ্গো শহরেও এদিন দখলদার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালিয় গোলাম সরকারি মিলিশিয়াদের ১টি যৌথ সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে কমপক্ষে ৫ সেনা নিহত ও আহত হয়েছিল।

এছাড়াও ঐদিন রাজধানী মোগাদিশুর দার্কিনালী ও বাই রাজ্যের দাইনোনাই এলাকায় মুজাহিদগণ আরও ২টি পৃথক টার্গেট কিলিং অপানেশন চালিয়েছেন। এতে আরও ২ সেনা নিহত হয়, সেই সাথে মুজাহিদগণ তাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

আফগানিস্তানের ১০ হাজার দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরন করেছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের ৫ টি জেলার প্রায় ৭০০০ অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন নবগঠিত সরকার। সেই সাথে একটি সামাজিক সংস্থা আরও ৩০০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে।

নবগঠিত তালিবান সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের এই সহায়তা প্রদানে বড় অবদান রেখেছে দেশপ্রেমিক বিভিন্ন সংস্থা। যারা ইমারতে ইসলামিয়ার পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন বিভাগের অধীনে ৭ হাজার অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার পল্লী পুনর্বাসন ও উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক মৌলভী খান মোহাম্মদ আহমাদ সহায়তা বিতরণকালে বলেন, আজ পাকতিকা প্রদেশের ৫টি জেলার ৭,০০০ অভাবী পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও "এনএসও" নামক একটি সামাজিক সংস্থা প্রায় ৩,০০০ অভাবী ও দুস্থ পরিবারকে আটা, তেল এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সহ খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে।

মৌলভী আহমদ তার বক্তৃতায় সকল সহযোগী সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও যোগ করেন যে, ইমারতে ইসলামিয়া সর্বদা জনগণকে আরও প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে এবং যোগ্য পরিবারগুলির মধ্যে তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

https://ibb.co/jHm9WHH

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ইমারতে ইসলামিয়ার শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন অধিদপ্তরের অধীনে প্রদেশের অপর একটি জেলায় ৫০০ অভাবী ও দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

সিরিয়াতে রাশিয়ান বিমান হামলায় তিন শিশুসহ ৫ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত।

গত বৃহস্পতিবার সিরিয়ার ইদলিব শহরে রাশিয়ান বিমান হামলায় তিনজন শিশুসহ কমপক্ষে পাঁচজন বেসামরিক নাগরিক নিহতের খবর পাওয়া গিয়েছে। সাথে আহত হয়েছে আরও দশজন।

ক্ষমতালোভী আসাদ সরকার ২০১৯ সালে ইদলিবে আক্রমণ আরও জোরদার করে।

রাশিয়া, ইরান, তুরস্ক এবং আমেরিকা মূলত সিরিয়াতে নিজেদের প্রক্সি যুদ্ধ লড়ছে যেখানে রাশিয়া ও ইরান আসাদ সরকারের পক্ষে এবং তুরস্ক ও আমেরিকা বিদ্রোহিদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

তাদের এই প্রক্সি যুদ্ধের শিকার হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। প্রতিদিন সেখানে বেসামরিক নাগরিক মারা যাচ্ছে যার বেশিরভাগই শিশু। বিদ্রোহি দমনের নাম করে সেখানে মেরে ফেলা হচ্ছে শিশুদেরকে এবং মহিলাদেরকে।

তথ্যসূত্রঃ

\------

MSN- Russian airstrikes kill five civilians in Syria, monitor says https://tinyurl.com/5areet92

১৫ই নভেম্বর, ২০২১

সন্ত্রাসী হুথি বিদ্রোহীদের গাড়ি ধ্বংস করলো আল-কায়েদা : হতাহত অসংখ্য

জাজিরাতুল আরবে ইরান সমর্থিত শিয়া হুথি বিদ্রোহীদের উপর হামলা চালিয়েছে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা।

আল-মালাহিম মিডিয়ার বিবরণ অনুযায়ী, জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চলিয় দেশ ইয়েমেনে দখলদার শিয়া হুথি মিলিশিয়াদের উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসার-আশ-শারিয়া'র মুজাহিদগণ। যাতে শিয়া মিলিশিয়া বাহিনীটের একটি গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

ধারনা করা হয়, হামলার সময় গাড়িতে থাকা সকল শিয়া মিলিশিয়া সদস্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

সূত্রটির তথ্য অনুযায়ী, ইয়েমেনের আল-বায়দা রাজ্যের রাসদ এলাকায় কুখ্যাত হুথি গোষ্ঠীটিকে লক্ষ্যবস্তু করে এই হামলাটি চালানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্

এভাবেই ইসলামের শত্রু শিয়া হুথিদেরকে একের পর এক আঘাতে জর্জরিত করে মুসলিমদের রক্ত ঝরানর প্রতিসধ গ্রহণ ও আরব উপদ্বীপে ইসলাম কায়েমের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেঞ আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসার-আশ-শারিয়া'র মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদার হামলায় পশ্চিমা ও আফ্রিকোমের ৩ অফিসার নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার পশ্চিমা বাহিনী ও আফ্রিকান ইউনিয়নের সামরিক কনভয়ে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ৩ অফিসার নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত ১৪ নভেম্বর দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যে দখলদার পশ্চিমা বাহিনী ও ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়নের সামরিক কনভয়ে সফল ঐ বোমা হামলাটি চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্রটি আরো জানায় যে, হামলার শিকার কনভয়টিতে করে পশ্চিমা ও আফ্রিকান ইউনিয়েনের অফিসারদের নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উগান্ডার সেনারা। উগান্ডার সামরিক বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা সত্যেও শেষ রক্ষা হলনা দখলাদার বাহিনীর অফিসারদের।

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়েই কনভয়টিকে টার্গেট করে সফলভাবে হামলা পরিচালন করেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা ও আফ্রিকা ইউনিয়নের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ৩ অফিসার নিহত হয়।

এভাবেই নিজেদের হামলা জোরদার করে ও হামলার বড় বড় লক্ষ নির্ধারণ করে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষায় বীরদর্পে এগিয়ে চলেছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখার মুজাহিদগণ।

হলুদ মিডিয়ার মিথ্যাচার || সিএনএন-এর রিপোর্টে আফগান মেয়েদের বিক্রির কল্পকাহিনী!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে মেয়েদেরকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় বলে সিএনএন প্রচারিত খবরটি বানোয়াট বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানীয় মিডিয়া সূত্র জানিয়েছে, যে পরিবারের উপর অভিযোগ এনে "সিএনএন" এই রিপোর্ট করেছে, তবে ঐ পরিবারের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সিএনএন এর খবর কাল্পনিক, যা বাস্তবতা প্রতিফলিত করে না।

সিএনএন-এর দেওয়া খবরে দাবি করা হয়েছিল, ঐ পরিবারের ৯ বছর বয়সী মেয়েটিকে বিয়ের টাকার জন্য তার মামার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল।

"সিএনএনের" এমন অভিযোগ অস্বীকার করে মেয়ের বাবা আব্দুল মালিক বলেন, বিয়ের টাকার বিনিময়ে মেয়েকে বিক্রি করার অভিযোগের কোন সত্যতা নেই। তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের কাছে আমি ৩৫০ হাজার আফগান অর্থ ঋণী, তাই আমি মেয়েকে তার চাচার কাছে রেখে অর্থের ব্যবস্থা করার জন্য বের হই।

সেলিল হাফিজ নামক একজন স্থানীয় সাংবাদিক তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আপনি কেন "সিএনএনে" সাক্ষাৎকার দিয়েছেন যে, আপনি অর্থের বিনিময়ে মেয়েকে বিক্রি করছেন?

তখন মেয়ের বাবা আব্দুল মালিক জানান, তাদের সাহায্য করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আর এজন্যই তার পরিবার ক্যামেরার সামনে ভিডিও রেকর্ড করতে রাজি হন।

আব্দুল মালিক আরও বলেন, সিএনএন বা অন্য কোনো পক্ষ তাদের ফিল্ম রেকর্ড করার বিনিময়ে পরে কোন টাকা দেয়নি।

ছোট মেয়েটির বাবা আরও বলেছেন যে, তার মেয়েকে জিম্মি করে রেখে যাওয়ার জন্য তার নিজের আত্মীয়দের দ্বারা তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

জানা গেছে যে ছোট্ট মেয়েটি বর্তমানে তার পরিবারের সাথে বসবাস করছে এবং অর্থের জন্য মেয়েটিকে বিক্রি করা হয়নি।

তথ্যসূত্র:

------

https://t.co/ofs6sEMo2f

গণহত্যার প্রস্তুতি | আসামে দ্বিতীয় দফা উচ্ছেদ অভিযানে অনিশ্চিত মুসলিমদের ভবিষ্যৎ

ভারতের হিন্দুত্ববাদী আসাম সরকার গত ২০শে সেপ্টেম্বর দারাং জেলার ধলপুর গ্রামে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে অন্তত ৮০০ পরিবারকে গৃহহীন করে দেয়। বুলডোজার দিয়ে একের পর এক বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সশস্ত্র পুলিশ। মূলত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিদের ভিটেহারা করতেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল।

সেই ধলপুর এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার দ্বিতীয় দফা ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই আরো ৮০০ পরিবারকে গৃহহীন করেছে। পাশাপাশি, সরকার আসামের ধলপুর এলাকায় চারটি স্কুল এবং নয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে আটটি বন্ধ করে দিয়েছে।

ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, উচ্ছেদের মাধ্যমে কার্যত তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এই হিন্দুত্ববাদীরাই তালেবান আফগান বিজয়ের পর নারীদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে বলে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মায়া কান্না করেছিল। আফগানে শিক্ষা ব্যবস্থা এখন নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সমানভাবে চলছে। পক্ষান্তরে ভারতই এখন হাজারো শিক্ষার্থীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে। বঞ্চিতরা মুসসলিম হওয়ায় তাদের কোন মানবাধিকার ও লজ্ঘন হয় না।

উল্লেখ্য, উচ্ছেদের শিকার অধিকাংশই বাঙালি মুসলিম, যারা স্থানীয়ভাবে "মিয়ান মুসলিম" নামে পরিচিত। গত ২০শে সেপ্টেম্বর উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর বিক্ষোভে পুলিশ গুলি চালালে দু'জন নিহত হয়েছিল।

এছাড়াও বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের উপর ক্র্যাক ডাউন চালায় আগ্রাসী পুলিশ বাহিনী। পরে গ্রামের অনেক লোক নিখোঁজ হয়েছে, তবে নিখোঁজের সংখ্যা নিশ্চিত করা যায়নি। আর হিন্দুত্ববাদীরা এখন সেখানে দ্বিতীয় দফায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে মুসলিমদের ব্যাপক ভিত্তিক নির্মূল অভিযান ও গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:

১। Assam Evictions Leave Students From Minority Section Deprived of Education https://tinyurl.com/595584ba

গরু জবাইয়ে জড়িত সন্দেহে সাত মুসলিমকে পুলিশের গুলি ও গ্রেফতার

ভারতের উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে গরু জবাইয়ের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে হিন্দুত্ববাদী ইউপি পুলিশ ৭ মুসলিমকে গুলি করে। পরে তাদেরকে আটক দেখায় পুলিশ।

অবাক করা বিষয় হল, এই ৭ জনের সবাই পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এরপর ঐ গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেই তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় বর্বর হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

পুলিশ বলেছে, গরু জবাই করার খবর পেয়ে তারা গাজিয়াবাদে ঐ যুবকদের আস্তানায় চলে যায়। সেখানে যুবকরা নাকি তাদেরকে লক্ষ করে গুলি চালায়। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে ঐ যুবকরা গুলিবিদ্ধ হন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যুবকদের গুলিতে কোন পুলিশ আহত হলোনা কেন..?

আর সাত যুবকের একই জায়গায় গুলি লাগলো কিভাবে..?

সবারই হাঁটুর ইঞ্চিখানেক নীচে গুলি লেগেছে, ৫ জনের ডান পায়ে গুলি লেগেছে, আর ২ জনের লেগেছে বাম পায়ে।

অন্যায়ভাবে গুলিবিদ্ধ ও আটক হওয়া ঐ সাত মুসলিম যুবক হলেন মুস্তাকিম, সালমান, মনু, ইন্তেজার, নাজিম, আসিফ ও বোলার।

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা গরু জবাই বা বিক্রি করার অজুহাতকে মুসলিম নির্যাতনের বৈধ হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। কয়দিন আগেই দুই বাংলাদেশি যুবককে গরু পাচারকারী সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করে ত্রিপুরার হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

তথ্যসূত্র:

১। This incident happened in Ghaziabad, Uttar Pradesh

https://tinyurl.com/akh8e5zm

২। UP police nab 7 men for cow slaughter, all shot in legs during encounter in Ghaziabad

https://tinyurl.com/32edkmuy

হাজারা নেতার মূর্তি ভেঙে কোরআনের প্রতিকৃতি স্থাপন : কুখ্যাত মাজারির অপরাধনামা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে শিয়া নেতা আবদুল আলি মাজারির মূর্তি ভেঙে তার জায়গায় একটি কোরআনের প্রতিকৃতি তৈরি করেছে দেশটির নবগঠিত ইসলামিক সরকার।

আঞ্চলিক সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১৯৯০-এর দশকে গৃহযুদ্ধের সময় বামিয়ানে ইরান-সমর্থিত যুদ্ধবাজ শিয়া নেতা মাজারির মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছিল। ৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর সেটি ধ্বংস করেছিলেন তালিবানরা। এরপর ২০০১ সালে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী দেশটিতে আগ্রাসন চালালে সেখানে আবারো মূর্তিটি তৈরি করে শিয়ারা।

এদিকে আফগানিস্তানে তালিবান প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দীর্ঘ লড়ায়ের পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনী আফগান ট্যাগ করলে আবারো ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করেন লালিবান। ইমারত প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মাথায় তালিবান মুজাহিদগণ আবারো বামিয়ানে তৈরি করা সেই শিয়া নেতার নিকৃষ্ট মূর্তিটি ভেঙে ফেললেন।

তবে যেই স্থাপনার উপরে মূর্তিটি দাঁড়িয়ে ছিল সেটি না ভেঙে শিয়া নেতার মূর্তির জায়গায় একটি কোরআনের প্রতিকৃতি তৈরি করেন নবগঠিত তালিবান সরকার।

আব্দুল আলী মাজারি ছিল ১৯৪৬ সালে মেজার-ই শরীফের কারকেন্ট গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এক হাজারা কুখ্যাত শিয়া নেতা।

১৯৮৭ সালে ইরানের সহায়তায় আফগানিস্তানের ৭টি শিয়া মিলিশিয়া একত্রিত হয়ে "তেহরান আর্ট" নামে নতুন দল ঘোষণা করে। ১৯৮৯ সালে এটি হিজবে ওয়াহদাত নামে নতুন করে সংগঠিত হয়। ইরানের পরামর্শে তখন আবদুল আলী মাজারীকে এই দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নেতা নিযুক্ত করা হয়। এরপর ইরানেরর সমর্থন আর সহায়তায় হিজবে ওয়াহদাত ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালিবানদের বীরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

মাজারির নেতৃত্বাধীন এই শিয়া মিলিশিয়া গ্রুপটি ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক সুন্নি বেসামরিক মুসলিমের গণহত্যার জন্য দায়ী। এই শিয়া সন্ত্রাসী নেতা নিজে খুব গর্বের সাথেই পশতুন বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার বিষয়টি বলে বেড়াতো।

https://ibb.co/VVh3YMw

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে তালিবান মুজাহিদগণ কুখ্যাত এই শিয়া নেতা মাজারিকে বন্দী করেন। এরপর ১৩ মার্চ শিয়া মিলিশিয়ারা তালিবানদের উপর হামলা চালিয়ে তাকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় শিয়াদের। অবশেষ শিয়ারা পরাস্ত হয় এবং মুজাহিদরা মাজারিকে আবারো বন্দী করেন। আর সংঘর্ষের ময়দানেই মুজাহিদরা সেদিন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

আল-কায়েদার একের পর এক রকেট হামলা : কেনিয়ান হেলিকপ্টার ধ্বংস ও সেনা হতাহত

ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা গত বুধবার সোমালিয়ায় অবস্থিত দখলদার কেনিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একযোগে ৫০টি রকেট হামলা চালিয়েছেন। যাতে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর কমপক্ষে ২০ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে দখলদার সেনাদের একটি হেলিকপ্টার।

শাহাদাহ্ নিউজের একটি বিবৃতির মাধ্যমে উক্ত হামলাটি চালানোর তথ্য নিশ্চিত করেছে আল-কায়েদার এই পূর্ব আফ্রিকান শাখাটি।

হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা তাদের এই বরকতময় হামলাটি চালিয়েছেন সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাদা দ্বীপে। পূর্ব আফ্রিকার মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কেনিয়ান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের নিক্ষেপ করা রকেটগুলো সফলভাবে আঘাত হানে।

১৪ই নভেম্বর, ২০২১

আফগানের পথে সোমালিয়া | আল-কায়েদার অসাধারণ অভিযানে ২ অফিসারসহ ১৪ এর বেশি মার্কিন সেনা হতাহত

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং সোমালি গাদ্দার মিলিশিয়াদের সহায়তাকারী একটি সামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর একটি বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখার একজন বীর মুজাহিদ।

পূর্ব আফ্রিকায় ইমলামের ও কুফরের মধ্যকার চলমান লড়াইয়ে ক্রুসেডার বাহিনীগুলোকে সামরিক সহায়তা প্রদান করে আসছে সামরিক সংস্থা "প্যাসিফিক আর্কিটেক্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স"।

সূত্রের বিবরণ অনুযায়ী, এই "প্যাসিফিক আর্কিটেক্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স"এর কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে গত বৃহস্পতিবার (১১ নভেম্বর) সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি শহিদী হামলা চালানো হয়েছিল। উক্ত হামলায় ক্রুসেডারদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কিছু কিছু তথ্য এখন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে, আরও বিশদ বিবরণ হয়তো সামনে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ্।

তবে এমহূর্তে শাহাদাহ্ নিউজ থেকে আমাদের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী, "গত বৃহস্পতিবার মোগাদিশুতে আশ-শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ কর্তৃক পরিচালিত ইস্তেশহাদী গাড়ি বোমা হামলায় "প্যাসিফিক আর্কিটেক্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার" সংস্থাটিতে দায়িত্বরত ক্রুসেডার মার্কিন সামরিক বাহিনীর ১ অফিসার এবং উগান্ডার সামরিক বাহিনীর ১ অফিসার নিহত হয়েছে।

অপরদিকে হারাকাতুশ শাবাবের একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে "সোমালিয়া-মেমো জানিয়েছেন যে, রাজধানীর ভিলা বাইদোয়া এলাকার কাছে আশ-শাবাবের শহিদী হামলায় একজন আমেরিকান অফিসার এবং একজন উগান্ডার সেনা অফিসারসহ বেশ কিছু সেনা নিহত হয়েছে।

এছাড়াও রাজধানী মোগাদিশুতে উক্ত গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে আরও ১২ এরও বেশি মার্কিনী এবং ভাড়াটে সেনা নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর উপর হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদরা এমন এক সময় বরকতময় এই অভাযানটি চালিয়েছেন, যখন ক্রুসেডার আমেরিকা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মত কাতারের মধ্যস্থতায় হারাকাতুশ শাবাবের সাথে আলোচনার টেবিলে বসার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১। টেলিগ্রাম লিংক

https://t.me/c/1520120364/142

গুজরাটে মুসলিমবিরোধী নতুন আইন : আমিষ খাবার বিক্রিতে জরিমানা!

আমিষ মানব দেহ গঠনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। কোষ গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজ করে। এছাড়াও দেহের প্রত্যঙ্গগুলো এবং টিস্যু বা কলা নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু বিজেপির শাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই হিন্দুত্ববাদের নামে বহু নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে ভারতে। গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ থেকে শুরু করে দেশের বহু শহরের নাম পরিবর্তন- এই সবকিছুই হয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে।

এবার প্রকাশ্যে আমিষ খাবার বিক্রিও নিষিদ্ধ হতে চলেছে গুজরাটের বডোদরায়। শরিয়াহ মোতাবেক যে সমস্ত আমিষ জাতীয় খাবার হালাল সেগুলো সহজেই সংগ্রহ করা যেত। এখন এই আইনের ফলে হয়রানির শিকার হবে মুসলিমরা।

এই নিয়ম অমান্য করলেই জরিমানা দিতে হবে। যদিও এই প্রথম নয় এই ধরনের নিয়ম আগেও বিজেপি শাসিত বহু রাজ্যে চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী কষাই মোদীর রাজ্যে এই নিয়ম চালু হতে যাচ্ছে অতি শীঘ্রই। এই নির্দেশ দিয়েছে বডোদরা পুরসভার স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন হিতেন্দ্র পটেল।

সে বলেছে, আমিষ খাবার যেন বাইরে থেকে দেখা না যায়। তা পথচলতি মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিতে পারে। প্রকাশ্যে আমিষ খাবার বিক্রি করা হয়তো দীর্ঘ দিনের রেওয়াজ, কিন্তু এখন সময় এসেছে সেই ভুল শুধরে নেওয়ার।"

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে বুলি আওড়াতো, কিছু নাদান মুসলিমও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে নিজেদের অসাম্প্রদায়িক বলে পরিচয় দিতো। অথচ মুসলিমদের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে যখন একের পর এক মুসলিমবিরোধী আইন করা হচ্ছে, তখন আর এই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত যখন তার মুসলিমবিদ্বেষী আসল চেহারা প্রকাশ করেই দিয়েছে, কোন ভনিতায় না ভুলে মুসলিমদের এখন অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ।

তথ্যসূত্র:

----

১. প্রকাশ্যে আমিষ খাবার বিক্রি করলেই দিতে হবে জরিমানা, নয়া আইন চালু হল গুজরাটের বডোদরায় https://tinyurl.com/hxcyefsx

---

জায়নিস্ট আগ্রাসন | দলবদ্ধ আক্রমণে ইহুদিরা : ৩ সন্তানের পিতাকে ২১ বছর কারাদণ্ড

জায়নবাদী ইহুদিরা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর তাদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করছে। প্রশাসন-নাগরিক সকল ইহুদি মিলে অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর সম্মিলিত আগ্রাসন চালাচ্ছে।

উগ্র একদল ইহুদি যুবক ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা চালিয়েছে। মুসলিমদেরকে ঐ সন্ত্রাসী ইহুদিরা মারধর করেছে এবং সরাসরি গুলি করেছে।

গতো ১০ নভেম্বর ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে এ ঘটনা ঘটেছে। এ শহরটিতে দখলদার ইহুদিদের আক্রমণের ঘটনা নিয়মিত।

ইসরাইলি মানবাধিকার সংস্থা বি'টিসেলেম এর বরাতে কুদুস নিউজ জানায়, হেবরন শহরের একটি গ্রামে অস্ত্র নিয়ে ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা চালায় একদল উগ্র ইহুদি যুবক। তাদের গুলিতে অন্তত ৫ মুসলিম আহত হয়েছেন। এসময় ঐ ইহুদি সন্ত্রাসীদের পাথর দিয়ে ঢিল ছুঁড়তেও দেখা যায়।

ঘটনাস্থলে ইসরাইলি পুলিশ উপস্থিত হয়ে ইহুদি যুবকদের গ্রেফতার না করে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পুলিশ চলে যাবার পরেই সন্ত্রাসীরা আবারো ফিলিস্তিনিদের উপর আক্রমণ শুরু করে। এ সময় ফিলিস্তিনিদের কয়েকটি গাড়ির জানালা ভেঙে ফেলে ইহুদিরা, আবারো মারধর করা হয় ফিলিস্তিনিদের।

পরে আবারো ইসরাইলি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ইহুদিদের গ্রেফতার না করে উল্টো ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে দেয়। এসময়ও পুলিশ ও ফিলিস্তিনিরা চলে গেলে ফিলিস্তিনিদের কৃষিজমিতে আগুন লাগিয়ে দেয় ইহুদিরা। এভাবেই পুলিশ একনাগারে নাটক মঞ্চায়ন করতে থাকে। আর হামলার শিকার হতে থাকে ফিলিস্তিনি মুসলিমরা।

অন্যদিকে, ৩ সন্তানের জনক এক পিতাকে ২১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দখলদার ইসরাইলের আদালত।

https://ibb.co/rmqytMP

খবরে বলা হয়, ২০১৫ সালে তাকে গ্রেফতার করেছিল ইসরাইল। দখলদার এক ইহুদিকে আঘাতের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল তাকে। সেসময় থেকে এখন পর্যন্ত বিনাবিচারে বন্দী ছিলেন তিনি। সম্প্রতি দখলদার ইসরাইল তাকে ২১ বছরের জঘন্য রায় দেয়।

ফিলিস্তিনে দখলদার ইহুদি বর্বরতা নিয়মিত ঘটনা। সংবাদপাঠকরা ইহুদি নির্যাতনের খবর পড়ে ক্লান্ত হলেও, ক্লান্ত হয়না বর্বর ইহুদিবাদীরা। এ অবস্থায় তাদের আগ্রাসন রুখতে মুসলিম জাতিকে নববী মানহাজ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন আলিমরা।

তথ্যসূত্র:

=======

১। Israeli settlers brutally attack, beat Palestinians in Hebron, fire live bullets- https://tinyurl.com/45a3wvrr

২। Israeli court sentences father of three to 21 years in jail- https://tinyurl.com/5xt4fv2y

---

মুসলিমদের হত্যাকারী শিয়া হুথিদের উপর আল-কায়েদার ২টি সফল হামলা

সৌদি আরবের দক্ষিন সীমান্তের দেশ ইয়েমেনে দখলদার শিয়া হুথী বাহিনী সেই ২০১৩-১৪ সাল থেকে মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে। এবার এই শিয়া হুথিদের উপরেই ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। যাতে বেশ কিছু দখলদার হুথী বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-মালাহিম মিডিয়ার বিবরণ অনুযায়ী, গত ৬ নভেম্বর রবিবার ইয়েমেনের বায়দা রাজ্যের তৈয়ব এলাকায় একটি সফল হামলা চালানো হয়েছিল। আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনাসার-আশ-শারিয়াহ্ শিয়া ইরান সমর্থিত কুখ্যাত হুথী বিদ্রোহীদের একটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে হামলা চালায়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, আনাসার-আশ-শারিয়াহ্'র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে হুথিদের উক্ত কাফেলাটিকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। এরপর যোদ্ধারা হুথিদের উপর অতর্কিত হামলা চালান। ফলশ্রুতিতে দাখলদার হুথিদের উক্ত কাফেলাটি জান-মালের দিক থেকে প্রচুর ক্ষতির শিকার হয়।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনাসার-আশ-শারিয়াহ্'র মুজাহিদগণ বরকতময় এই হামলার ৩ দিন পূর্বে, অর্থাৎ ৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বায়দা রাজ্যেরই মাইফা শহরে হুথিদের টার্গেট করে আরও একটি অপারেশন চালিয়েছিলেন। সেখানে আনাসার-আশ-শারিয়াহ্'র স্নাইপার গ্রুপের হামলার শিকার হয় দখলদার এক হুথি মিলিশিয়া। মুজাহিদদের স্নাইপারের সফল আঘাতে ঐ হুথি বিদ্রোহী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে হকপন্থী আলেমগণ বলছেন, ইসলামের স্পষ্ট শত্রু শিয়া রাফেজি গোষ্ঠীর উপর একের পর এক আঘাত এনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীর হাদিস বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

ভারতে এসবিআই-এর নোটিশ - "বোরখা, স্কার্ফ পরে ব্যাংক চত্বরে ঢোকা নিষিদ্ধ।

ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর ফরজ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান।

মূলত 'হিজাব বা পর্দা' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। মুসলিম মহিলাদের উপর ফরজ করা হয়েছে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে বোরখা/হিজাব দিয়ে নিজের শরীর আবৃত রাখা। তাই ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মুসলিমদেরকে এই বিধান মেনে চলতে দেখা যায়।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী ভারতে এবার এই বিধান মানলে ব্যাঙ্কে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে এসবিআই-এর পক্ষ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের লেখা প্রকাশ্যে আসতেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নোটিশের ছবিটি ভাইরাল হয়েছে।

এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহরের নেহরু নগরের একটি এসবিআই শাখায়। ঐ ব্যাংকের একটি নোটিশ বোর্ডে লেখা ছিল, "বোরখা, স্কার্ফ পরে ব্যাঙ্ক চত্বরে ঢোকা নিষিদ্ধ।" ইংরাজী, মারাঠি সহ হিন্দিতে এই নোটিশটি লেখা ছিল। এক ব্যক্তি ঐ নোটিশের ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই ভাইরাল হয় পোস্টটি। ব্যাঙ্কের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় সকলে।

তথ্যসূত্র:

======

১.বোরখা পরে ব্যাঙ্কে প্রবেশ করা যাবে না, এসবিআই-এর এই নোটিশকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক
https://tinyurl.com/fwjxua6j

১৩ই নভেম্বর, ২০২১

সিরিয়াতে রাশিয়ান বিমান হামলায় তিন শিশুসহ ৫ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত

গত বৃহস্পতিবার সিরিয়ার ইদলিব শহরে রাশিয়ান বিমান হামলায় তিনজন শিশুসহ কমপক্ষে পাঁচজন বেসামরিক নাগরিক নিহতের খবর পাওয়া গিয়েছে। সাথে আহত হয়েছে আরও দশজন।

ক্ষমতালোভী আসাদ সরকার ২০১৯ সালে ইদলিবে আক্রমণ আরও জোরদার করে। রাশিয়া, ইরান, তুরস্ক এবং আমেরিকা মূলত সিরিয়াতে নিজেদের প্রক্সি যুদ্ধ লড়ছে যেখানে রাশিয়া ও ইরান আসাদ সরকারের পক্ষে এবং তুরস্ক ও আমেরিকা বিদ্রোহিদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

তাদের এই প্রক্সি যুদ্ধের শিকার হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। প্রতিদিন সেখানে বেসামরিক নাগরিক মারা যাচ্ছে যার বেশিরভাগই শিশু। বিদ্রোহি দমনের নাম করে সেখানে মেরে ফেলা হচ্ছে শিশুদেরকে এবং মহিলাদেরকে।

তথ্যসূত্রঃ

==========

১। MSN- Russian airstrikes kill five civilians in Syria, monitor says

https://tinyurl.com/5areet92

জায়নিস্ট আগ্রাসন: একমাসে গ্রেফতার ৪৬৭ জন; ফিলিস্তিনিকে বাড়ি ভাঙতে বাধ্য করলো ইসরাইল

ফিলিস্তিনে গত এক মাসে ৪৬৭ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে দখলদার ইসরাইল। এর মধ্যে ১৩৫ শিশু ও ১০ জন নারী রয়েছেন।

ফিলিস্তিনিদের বন্দী বিষয়ক পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'দ্য কমিটি অফ ডিটেইন্স এন্ড ফরমার ডিটেইন্স এফেয়ার' এ তথ্য দিয়েছেন। সূত্রের খবরে বলা হয়, দখলকৃত পশ্চিম তীরে গত অক্টোবর মাসে এসকল লোক গ্রেফতার করেছে দখলদার ইসরাইল।

এসব গ্রেফতারের পর দখলদার কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬৫০ জনে। তাদের মধ্যে ৩৪ জন নারী এবং ১৬০ জন শিশু রয়েছে।

ফিলিস্তিনি কারাগারে নৃশংসতার কথা সবারই জানা। এছাড়াও নোংরা কারাগারে গাদাগাদি বন্দী জীবন। নারী-পুরুষ কারোরই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা মিলেনা।

এছাড়াও বন্দীদের মধ্যে ৫০০ জন ফিলিস্তিনিকে ইসরাইল বিনা বিচারে বন্দী করে রেখেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করাতে পারেনি ইসরাইল। বিনা বিচারেই মাসের পর মাস কারাগারে বন্দী রাখছে তাদের। এজন্য বন্দীদের মধ্যে ৬ জন ফিলিস্তিনি ১২০ দিন ধরে অনশন করে যাচ্ছে মুক্তির জন্য। অনশনে তাদের

শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক পর্যায়ে চলে গেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, যে কোন সময় তাদের মৃত্যু হতে পারে। তারপরও সন্ত্রাসী ইসরাইল তাদের মুক্তি দিচ্ছে না।

অন্যদিকে জেরুজালেমে একটি ফিলিস্তিনি পরিবারকে তাদের বাড়ি নিজেরাই ভেঙে ফেলতে আদেশ দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। সময় বেধে দিয়ে বলা হয়েছে, সন্ধার আগেই বাড়ি ভেঙে ফেলতে হবে। অন্যথায় জরিমানা গুনতে হবে ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

https://ibb.co/YR3bxs7
https://ibb.co/c6gpYz3
https://ibb.co/tqCCNMn

বর্বর ইসরাইলের এমন বর্বর জুলুমের পরও কোন দেশ বা সংস্থা মুখ খুলছেনা। কথিত জাতিসংঘ বা মানবতার বুলি আউড়ানো ব্যাক্তিদের পশুপাখিদের সুরক্ষার জন্যও বক্তব্য দিতে দেখা যায়, কিন্তু মুসলিমদের বেলায় তারা বরাবরই কানে তুলা দিয়ে রাখে।

তথ্যসূত্র :
=======

১। Watchdogs: ‘Israel’ arrested 467 Palestinians, including 135 children in October - https://tinyurl.com/yz52z9ut

২। Pictures| ‘Israel’ forces Palestinian family to self-demolish house in occupied Jerusalem -
https://tinyurl.com/393mvnje

সোমালিয়ায় আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১৩ ক্রুসেডার সেনা হতাহত, ৩টি যান ধ্বংস।

সোমালিয়ায় দখলদার উগান্ডান ও জিবুতিয়ান সেনাদের উপর বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা। এতে ৫ এরও বেশি ক্রুসেডার সেনা নিহত এবং আরও ৮ এরও বেশি সেনা আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বিবরণ অনুযায়ী, গত ১২ নভেম্বর শুক্রবার দুপুররের কিছু সময় পর, মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ৫ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং অন্য ৬ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, রাজ্যটির জালাকসি শহরে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত জিবুতিয়ান সৈন্যরা সাঁজোয়া যান নিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করছিল। তখনি তাদের কনভয় লক্ষ্য করে এই সফল হামলাটি চালানো হয়।

এদিন দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের বারাউই শহরে আফ্রিকান খ্রিস্টানদের আমিসোম জোটের অংশীদার উগান্ডার বাহিনী ও গাদ্দার সোমালি সরকারি মিলিশিয়াদের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যটির আফজাউয়ী শহর এবং বুরালো এলাকায় এই হামলা দুটি চালানো হয়। এরমধ্য আফজাউয়ী শহরে পরিচালিত হামলায় উগান্ডার ২ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। তবে হামলায় সোমালি গাদ্দার বাহিনীর কত সেনা হতাহত হয়েছে, তা জানা যায় নি।

এমনিভাবে শাবেলী সুফলা রাজ্যের জালউইন শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান সেনাদের একটি সাঁজোয়া যান টার্গেট করে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে সামরিক যানটি ধ্বংস এবং তাতে থাকা সকল ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

অপরদিকে একই রাজ্যের জুহার শহরে এদিন আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। তবে এবার মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক বহর।

হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক গাড়ি লক্ষ্য করে একটি বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান, যাতে সামরিক গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এরমধ্যমে গাড়িতে থাকা সমস্ত গাদ্দার সৈন্যকে মুজাহিদগণ হত্যা ও বাকিদের গুরুতর আহত করেছেন।

এবার আযান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলো প্রজ্ঞা ঠাকুর

আজান ইসলাম ধর্মের অন্যতম নিদর্শন ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান। নামাজের জন্য মানুষকে ডাকার মাধ্যম আজান। আজানের শব্দে আছে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ঘোষণা, আল্লাহর একাত্ববাদের ঘোষণা, রাসুল (সা.)-এর রিসালতের সাক্ষ্যদান ও তাঁর প্রশংসা। আজানে আরো আছে কল্যাণ ও সফলতার প্রতি আহ্বান।

এই আজান শুনে বহু অমুসলিম ইসলামকে ভালোবেসেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা কিছুদিন পরপরই ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধান নিয়ে কটুক্তি করে। এরই ধারাবাহিকতায় এবার নতুন করে আযান নিয়ে মন্তব্য করেছে ভোপালের বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুর। তার মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই আবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সে মানুষের শরীরের জন্য আজানকে ক্ষতিকারক বলে মন্তব্য করে।

ইসলাম ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের বিরুদ্ধে সে বলেছে, “ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট থেকে খুব জোরে শব্দ হয়। সেই শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে। মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। আজানের ফলে অনেক রোগীরও সমস্যা হয়। কারণ তাঁদের রক্তচাপ বেড়ে যায়।”

এরপর সে হিন্দুধর্মের কাল্পনিক রীতিনীতির প্রশংসা করে বলেছে, "ঋষি ও সাধুরাও ভোর চারটের ব্রহ্ম মুহূর্তে ধ্যান করে। আমাদের প্রথম আরতিও হয় ভোর চারটে। কিন্তু তাতে কোনও শব্দ হয় না।"

এই প্রজ্ঞা ঠাকুর অবশ্য এতদিন অনেক হাস্যকর মন্তব্য করেছে। একবার সে বলেছে যে গরুর শরীরে হাট বুলালে নাকি ব্লাড প্রেসার ঠিক হয়ে যায়।

ইসলামবিদ্বেষে উম্মাদ এই মহিলা আরেকবার দাবি করেছিলো যে গো-মূত্র পান করে নাকি তার ক্যান্সার ভালো হয়ে গেছে! অথচ সে এই দাবী করার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যান্সার ভালো করতে কেমো থেরাপি নেওয়ার রিপোর্ট ভাইরাল হয়।

তবে এবার আযানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে এমন জঘন্য মন্তব্যের পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

https://i.ibb.co/kcfdND4/Screenshot-26.png

উল্টো বিজেপির নেতারা বলেছে, "ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। প্রত্যেকেরই নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করার অধিকার আছে।"
এর ফলে ভারতে আরো বেশি করে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য ও কার্জক্রম বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছেন ইসলামী বিশ্লেষকগণ।

উল্লেখ, ইতিপূর্বেও আযান নিয়ে মন্তব্য করেছে ভারতের গায়ক সনু নিগম। গত ১৭ এপ্রিল এ বিষয়ে সে পরপর কয়েকটি টুইট করে। একটিতে জানায়, প্রতিদিন ভোরে আজানের কর্কশ শব্দের কারণে ঘুম ভেঙে যায়। এ জন্য সে বিরক্ত হয়।

তথ্যসূত্র :

১। "ভোরের আজান রোগীদের জন্য ক্ষতিকারক। আজানের শব্দ বাড়িয়ে দিতে পারে রক্তচাপ।" ফের ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন প্রজ্ঞা ঠাকুর

https://tinyurl.com/v2rhx8n4
২। আজানের ফলে অনেক রোগীরও সমস্যা হয়।

https://tinyurl.com/y8tp4hta
৩। মসজিদে মাইক ব্যবহার করে আজানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন ভারতের খ্যাতনামা গায়ক সনু নিগম।
https://tinyurl.com/6dv39fbv
৪। আজান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্কে সোনু

https://tinyurl.com/nryaabky

মালিতে গাদ্দার সেনাদের বিরেদ্ধে আল-কায়েদার ধারাবাহিক হামলা : হতাহত ১৭ এরও বেশি

আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে আগ্রাসী ফ্রান্স ও তাদের দালাল সেনাদের বিরুদ্ধে চলছে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনআইএম" এর ধারাবাহিক অভিযান। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসকল অভিযানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান সামরিক বাহিনী।

আঞ্চলিক সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে মালিতে ৯ টি অভিযান চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর বীর মুজাহিদরা। যার ৬টিই চালানো হয়েছি ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান সামরিক বাহিনীর উপর। বাকি ৩টি অভিযান চালানো হয়েছে ফ্রান্স ও মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অর্থ ও সহায়তায় যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে, স্থানীয় সেই মিলিশিয়া গ্রুপগুলোর উপর।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত সপ্তাহে তাদের সর্বশেষ অভিযানটি চালান ১১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, যা রাজধানী বোমাকোতে পরিচালনা করা হয়েছিল। সেখানে রাস্তার পাশে তাদের লাগানো বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ৭ মালিয়ান গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ৩ সেনা আহত হয়েছিল।

মালিয়ান সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা জানায়, 'আমাদের একটি সাঁজোয়া যান একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে, যাতে কয়েকজন নিহত হয়েছে এবং বাকিরা আহত হয়েছে। এরপর জিহাদিরা বেঁচে থাকা সেনাদের উপরে আক্রমণ করে, এসময় তারা আরও ৩ সৈন্যকে হত্যা এবং অন্য ৩ সৈন্যকে আহত করে।'

বরকতময় এই হামলার ৪ দিন আগে আর্থাৎ ৮ নভেম্বর, মালির সেগু রাজ্যের দৌরা কমিউনে অঞ্চলের কাঙ্গো এলাকায় একটি অভিযান চালান জেএনআইএম এর বীর যোদ্ধারা। মালিয়ান সেনারা মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে ফসলী জমিতে লুকিয়ে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। কিন্তু এতেও গাদ্দার সেনাদের শেষ রক্ষা হয়নি। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৭ সেনা নিহত হয়। আর মুজাহিদগণও অভিযান শেষে অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

এর আগে গত ৭ নভেম্বর মোপ্তি রাজ্যের ফাকালা অঞ্চলের সোফারা সেক্টরে মালিয়ান গাদ্দার সরকারের বিশেষ বাহিনীর উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ, এখানে মুজাহিদদের হামলায় কত সেনা নিহত ও আহত হয় তা জানা যায় নি। তবে স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অভিযান শেষে মুজাহিদগণ সামরিক বাহিনী থেকে অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন।

https://ibb.co/4KXnjbq

এমনিভাবে ৬ নভেম্বর মোপ্তি রাজ্যেরই জঙ্গে এলাকায় দেশটির গাদ্দার বিশেষ বাহিনীর উপর আরও একটি অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই অভিযানেও হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখান জানা যায়নি।

আল-কায়েদা-সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এমন সময় এসব হামলাগুলো চালাচ্ছেন, যখন মুজাহিদদের ধারাবাহিক হামলার ফলে ফরাসী সরকার ৯ বছর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টেনে মালি থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

১২ই নভেম্বর, ২০২১

মার্কিন অফিসারদের কনভয়ে আশ-শাবাবের সফল ইস্তেশহাদী হামলা, হতাহত অনেক ক্রুসেডার

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানীতে ক্রুসেডের আফ্রিকান বাহিনীর সুরক্ষায় থাকা মার্কিন বাহিনীর অফিসারদের একটি কনভয়ে শহিদী হামলা চালানো হয়েছে। এতে সাঁজোয়া যান সহ অনেক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের বিবরণ অনুযায়ী, গত ১১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরের কিছুক্ষণ পরেই, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ। হামলাটি চালানো হয়েছে ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনী "AMISOM" এর সাঁজোয়া যান ও সৈন্যদের নিরাপত্তায় থাকা ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর অফিসারদের বহনকারী একটি সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে।

যে আমেরিকা মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে, পূর্ব আফ্রিকার সম্পদ লুট করছে, তাদেরকে কিনা সাহায্য করছে স্থানীয় এই জোট বাহিনীগুলো!

সূত্রটি জানায়, ক্রুসেডার মার্কিন অফিসারদের কনভয়টি যখন সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টার অতিক্রম করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে এসে দখলদার মার্কিন অফিসারদের কনভয় লক্ষ্য করে ইস্তেশহাদী হামলাটি চালান। এই হামলার ফলে আফ্রিকান বাহিনীর সুরক্ষায় থাকা আমেরিকান অফিসারদের কনভয় ও আমিসোমা বাহিনীর অনেকগুলো সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে সাঁজোয়া যানগুলিতে থাকা ইসলামবিরোধী আফ্রিকান বাহিনী ও অনেক দখলদার মার্কিন অফিসার এবং সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়।

দখলদার মার্কিন অফিসারদের কনভয়টি মুজাহিদদের শক্তিশালী ইস্তেশহাদী হামলার শিকার হওয়ার পর, আফ্রিকান বাহিনী এলাকাটি কড়া নিরাপত্তায় ঘেরাও করে ফেলে। সাংবাদিক তো দূরের কথা হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে নিহত ও আহত অফিসার ও সেনাদের মৃতদেহ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাদেরই গোলাম সোমালি সরকারী বাহিনীকেও কাছে আসতে দেওয়া হয়নি। যার ফলে হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখান জানা সম্ভব হয়নি।

https://ibb.co/0rb2qDJ

দেশটির সামরিক সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, এই অপারেশনের মাধ্যমে প্যাসিফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-নামক কোম্পানীর মার্কিন কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। এই কোম্পানীটি মার্কিন, আফ্রিকান এবং সোমালি গাদ্দার বাহিনীকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান এবং অপারেশনের জন্য সাঁজোয়া যান সরবরাহ করায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতো। সূত্রটির মতে আমেরিকান অফিসারদের গতিবিধি কড়া নজরদারিতে রাখার পরই এই ফিদায়ি অপারেশনটি চালানো হয়েছে।

একটি নিউজ এজেন্সি হামলার পরে ঘটনাস্থলের কিছু দৃশ্যের ছবি প্রকাশ করে। এদিকে মার্কিন প্রশাসন হামলার বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি, যা আমেরিকানদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন অনেক বছর ধরেই ক্রুসেডার আমেরিকান এবং আফ্রিকান সহ পশ্চিমা এবং বিদেশী শক্তিগুলো দ্বারা সমর্থিত সোমালি গোলাম সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

হারাকাতুশ শাবাবের এই যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে, পশ্চিমাদের এই গোলাম সরকারকে উৎখাত করা এবং দখলদার বাহিনীগুলোকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে দেশকে বিদেশী আধিপত্য থেকে মুক্ত করা, সাধারণ মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ইসলামি শরিয়াহ্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

https://ibb.co/fr1kKGy
https://ibb.co/mSKbTnx
https://ibb.co/M8X5P08
https://ibb.co/2cHJnZ8
https://ibb.co/n1ggSj9
https://ibb.co/s9DRHd7
https://ibb.co/1mScnDd
https://ibb.co/QD2nHWy
https://ibb.co/jWdcwVV

"সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশের একটি কষাই মোদির ভারত"

সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান অক্টোবর ২০২০ থেকে কারাগারে রয়েছেন। হাতরাস গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রতিবেদন করার চেষ্টা করায় তাকে ভারতের রাষ্ট্রদ্রোহ আইন এবং কঠোর বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (UAPA) এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

হাতরাসে ১৯ বছর বয়সী এক দলিত মহিলা উচ্চবর্ণের ঠাকুরদের গণধর্ষণের শিকার হয় এবং পরে হাসপাতালে মারা যায়। ঘটনা ধামাচাপা দিতে মাঝরাতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তার পরিবারের সম্মতি বা উপস্থিতি ছাড়াই তাড়াহুড়ো লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ভয়ঙ্কর সহিংসতা এবং অপরাধীদের রক্ষায় পুলিশ তৎপর- এমন শিরোনামে রিপোর্ট করার চেষ্টা করায় কাপ্পান, তার দুই ছাত্র কর্মী- আতিকুর রহমান ও মাসুদ আহমেদ এবং তাদের গাড়িচালক আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতারের পর, কাপ্পানকে পুলিশ নির্যাতন করে এবং ডায়াবেটিসের ওষুধও খেতে দেয়নি। গ্রেপ্তারের প্রায় ছয় মাস পর, কাপ্পানের বিরুদ্ধে ৫,০০০ পৃষ্ঠার একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়।

উত্তর প্রদেশ পুলিশ যাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে তা হল বাস্তবিক অবস্থার রিপোর্টিং। যেমন, ভারত সরকারের কোভিড ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা, মার্চ ২০২০ সালে দেশব্যাপী লকডাউন চলাকালীন মুসলমানদের হয়রানি করা, নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ছাত্র কর্মী এবং রাজনৈতিক বন্দীদের গ্রেপ্তার, এবং ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যা।

গ্রেপ্তারের এক বছর পরও কাপ্পানকে জামিন দিতে অস্বীকার করা হয়। তার আইনজীবী উইলস ম্যাথিউস বলেছেন যে তিনি "এখনও এই চার্জশিটের অনুমোদিত কপি পাননি" পুলিশের কাছ থেকে।

কাপ্পান একা নন, কাশ্মীরি সাংবাদিক আসিফ সুলতান তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন। কাপান এবং সুলতান বানোয়াট অভিযোগে কোন বিচার ছাড়াই বন্দী রয়েছেন। তারা কেবল মুসলিম সাংবাদিক হওয়ার কারণেই জেলে রয়েছেন।

অতি সম্প্রতি, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলিম বিরোধী সহিংসতার প্রতিবেদন এবং নথিভুক্ত করার জন্য অন্য অনেক সাংবাদিককে হয়রানি করা হয়েছে এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে। হিন্দু জনতা মুসলমানদের মালিকানাধীন মসজিদ এবং সম্পত্তিতে আক্রমণ করার পোস্ট করার কারণে ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশ সন্ত্রাস আইনের অধীনে সাংবাদিক মীর ফয়সাল এবং শ্যাম মীরা সিং সহ ১০২টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে।

এরকম অসংখ্য কাপ্পান আর আসিফ ভারতের জেলগুলোতে বিনা বিচারে আটক রয়েছে বছরের পর বছর। অনেকের আবার হদিসও পাওয়া যায়নি। আর জেল হেফাজতে মৃত্যুও হয়েছে নাম না জানা বেশ কয়েকজন মুসলিম সাংবাদিকের।

এসব কারণে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস-এর ২০২১ সালের বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ভারতকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪২-এ স্থান দিয়েছে। এটিকে "সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলির মধ্যে একটি" বলে অভিহিত করেছিল।

যেহেতু নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ২০১৯ সালে দ্বিতীয় ম্যান্ডেট জিতেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "মিডিয়ার উপর হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার প্রচুর চাপ বাড়িয়েছে।"

মোদি এবং বিজেপি ২০১৪ সালে ভারতে প্রথম ক্ষমতায় আসে। তারপর থেকেই অপশাসনের প্রশ্ন বা সমালোচনাকারী সাংবাদিকদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ হয়েছে। চাকরির নিরাপত্তাহীনতা সহ সাংবাদিকদের

নিয়মিতভাবে হুমকি দেওয়া হয়, ভয় দেখানো হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, মামলা করা হয়—এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অভিযোগের মাধ্যমে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।

সাংবাদিকদের মধ্যে যারাই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয় বা UAPA-এর মতো কঠোর আইনের অধীনে গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যাতে প্রমাণ সরবরাহ করার প্রয়োজন ছাড়াই একতরফাভাবে ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে।

সাংবাদিকতার জন্য ভারত সত্যিই একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা হয়ে উঠেছে। Watch The State (WTS) এর প্রকাশিত ডকুমেন্টে বলা হয়, মে ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে ভারতে ২৫৬ জন সাংবাদিক তাদের কাজের জন্য আক্রমণের শিকার হয়েছে।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে, জম্মু ও কাশ্মীরে এবং দিল্লিতে পুলিশ সাংবাদিকদের সরাসরি অপরাধী সাজিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট করে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি সাংবাদিকদের জন্য অন্যগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বিপজ্জনক।

ইউনেস্কোর করা তালিকা মতে, ২০২০ সালে ভারত ছিল সারা বিশ্বে সাংবাদিকদের জন্য ৬ষ্ঠ বিপদজনক দেশ। আফগানিস্তান, মেক্সিকো, সিরিয়া, সোমালিয়া ও ইয়েমেনের পরেই ভারতের অবস্থান। ভারতের আগের ৫টি দেশের ৪টি-ই যুদ্ধবিধ্বস্ত; আর যুদ্ধবিধ্বস্ত না হয়েও আফগান-ইয়েমেনের চেয়ে বেশি পিছিয়ে নেই বিশ্বের কথিত বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত।

তবে কিছু দালাল মিডিয়া সর্বদাই হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের চাটুকারিতায় ব্যস্ত থাকে। মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কে দিতে এবং বিজেপির মুসলিম গণহত্যা ও অখণ্ড ভারত নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এরা বদ্ধপরিকর।

তথ্যসূত্র:

=====

১। Modi's India Is "One of the Most Dangerous Countries for Journalists"
https://tinyurl.com/f9k46n5k
২। Modi's India Is "One of the Most Dangerous Countries for Journalists"
https://tinyurl.com/v65u4jmu

উইঘুর গণহত্যা স্বীকার করলেও অ্যামেরিকা আশ্রয় দেয় নি কাউকে, চীনা অর্থে তুরস্কও চুপ!

আমেরিকা বহুবার উইঘুরদের উপর চলমান নির্যাতনের ব্যাপারে চীনকে নিন্দা জানিয়েছে, আফগান নারীদের মতো তাদের জন্যেও মায়াকান্না কেঁদেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোন উইঘুর শরণার্থীকে তাদের দেশে স্বীকৃতি দেয় নি তারা। যদিও কিছুদিন থেকে আমেরিকা প্রশাসন উইঘুরদের জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করছে, তবুও

সেই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে উইঘুর শরণার্থীদের কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। বেশ কিছু উইঘুর চীন থেকে আশ্রয়ের আশায় যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমালেও আদতে তারা যুক্তরাষ্ট্রে এখনও উদ্বাস্তুর মতো জীবন যাপন করছে।

এদিকে চীন উইঘুরদের ফেরত দিতে অন্যান্য দেশকে চাপ প্রয়োগ করছে। ইতোমধ্যে ২০১৫ সালে থাইল্যান্ড ১০০ জন উইঘুরকে ও ২০১৭ সালে মিশর ২০ জন উইঘুর শিক্ষার্থীকে চীনের কাছে ফেরত দেয়।

এদিকে তুরস্ক প্রায় হাজার খানেক উইঘুরের নাগরিকত্ব বাতিল করেছে। উইঘুরদের দাবি যে, তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে কারণ তাদের নাগরিক পাসপোর্টের মেয়াদ হয় শেষ আর না হলে শেষের দিকে। আর তুরস্ক তাদেরকে নাগরিক অধিকার দিতেও খুব একটা ইচ্ছুক নয়।

https://ibb.co/M6jbpQK

২০২০ সালের ২৬ডিসেম্বর তুরস্ক এবং চাইনিজ সরকারের মাঝে একটি চুক্তি হয়, যার কারণে তুরস্ক থেকে উইঘুরদের চীনে ফেরত যাবার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। যার কারণে অনেক উইঘুররা এখন চিন্তিত এবং তারা এখন চাচ্ছে ইউরোপে পাড়ি জমাতে।

চীনের কমিউনিস্ট সরকার ১৯৪৯ সালে অবৈধভাবে উইঘুরদের জমি দখল করে। প্রায় ৭০ বছরের বেশি সময় থেকে তারা উইঘুরদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। উইঘুরদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ২০১৭ সালে প্রায় ১০-২০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে তারা অবৈধভাবে কথিত 'রিএজ্যুকেশন ক্যাম্পে' আটক রেখে নির্যাতন চালাচ্ছে। সেখানে তাদেরকে জোর করে চাইনিজ মতাদর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

আর এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় এবং মুসলিম নামধারি স্যেকুলার গাদ্দার শাসকেরা উইঘুর মুসলিমদের সাথে এমন প্রতারণার খেলাই খেলছে, ঠিক যেমনটা পাকিস্তান খেলে থাকে কাশ্মীরি মুসলিমদের নিয়ে।

তথ্যসূত্র:
========

১। U.S. did not accept a single Uyghur refugee in 2020-2021 even though it recognizes Uyghur Genocide

https://tinyurl.com/fdf3jwru

২. Turkey rejects citizenship applications of Uyghurs

https://tinyurl.com/56a6rb7f

১১ই নভেম্বর, ২০২১

টোগোতে রেড অ্যালার্ট: সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা।

সাহেল আফ্রিকার দেশ টোগোতে দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন জেএনআইএম যোদ্ধারা। এতে হতাহত হয়েছে অনেক সেনা।

আঞ্চলিক সূত্রের বিবরণ অনুযায়ী, টোগোর উত্তরাঞ্চলে গত ৯ নভেম্বর রাতে দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে বড় ধরণের হামলা চালানো হয়েছিল। টোগোর নিরাপত্তা ও নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ডেমেহামে ইয়ার্ক হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সূত্রগুলো জানায় যে, বুর্কিনা-ফাসোর সীমান্ত হয়ে একদল যোদ্ধা টোগোতে প্রবেশ করে, এবং রাত ১০:৪৫ টার দিকে কেপেন্ডজাল অঞ্চলের সানলোগা এলাকায় অবস্থিত দেশটির সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান।

অপর একটি সূত্র জানিয়েছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম এর স্থানীয় গ্রুপ "আনসারুল্লাহ্" এই হামলাটি চালিয়েছে। এতে বেশ কিছু সৈন্য নিহত ও আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেশটির সামরিক বাহিনী হতাহত ও নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করছে।

এদিকে জেএনআইএম কর্তৃক পরিচালিত এই হামলার পর দেশটির এক মন্ত্রী জানায়, সীমান্তে অবস্থান মজবুত করতে এবং যেকোন শক্তিকে প্রতিহত করতে বুধবার সকাল থেকে সেনাবাহিনীর বড় একটি ইউনিটকে ওই অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। আমরা সীমান্তে শক্তিবৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি করেছি, আমাদের সেনারা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

আল-কায়েদার বরকতময় এই হামলার পর কম্পন ধরেছে দেশটির প্রশাসনে। তাই সামরিক বাহিনী ও জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার ব্যর্থ পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করছে দেশটির মন্ত্রীরা।

ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর হামলায় নাস্তানাবুদ সোমালি বাহিনী, হতাহত ৬ এরও বেশি

পশ্চিমা সমর্থিত সোমালিয় গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা। যাতে ৬ এরও বেশি সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ৯ নভেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমাদের গোলাম সোমালি সরকারি বাহিনীর উপর ৫টি পৃথক অপারেশন পরিচালনা করেছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব।

সূত্র অনুযায়ী, এসব অভিযানের মধ্যে সোমালিয়ার আউদাকলী শহরে পরিচালিত অভিযানে ৩ এরও বেশি সোমালি গাদ্দার সেনা হতাহত হয়।

একইভাবে রাজধানী মোগাদিশুর হামরাউনি জেলায় আশ-শাবাবের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান। যাতে সোমালি উচ্চপদস্থ এক পুলিশ অফিসার নিহত হয়, সেই সাথে তার দেহরক্ষী গুরুতর আহত হয়।

এদিন যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরেরও একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে কমপক্ষে ১ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছিল।

অপরদিকে শাবেলী সুফলা রাজ্যের আউদাকলি জেলার উপকণ্ঠে গাদ্দার সরকারি মিলিশিয়াদের একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলাও চালান মুজাহিদগণ। যাতে গাদ্দার সেনাবাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সবশেষে গাদ্দার সেনারা মুজাহিদদের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটে এবং কেন্দ্রীয় আউদাকলী জেলায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যেই গর্ত থেকে বের হয়ে এসেছিল সেই গর্তেই আবারো প্রবেশ করে।

গণহত্যার প্রস্তুতি : পুলিশ হেফাজতে মুসলিম যুবককে নির্যাতনের পর ফাঁসিতে হত্যা।

উত্তরপ্রদেশে পুলিশি হেফাজতে ২১ বছর বয়সী এক মুসলিম যুবকের মৃত্যু হয়েছে। কাশগঞ্জ জেলার বাসিন্দা ওই যুবকের নাম আলতাফ, পেশায় শ্রমিক।

হিন্দু ধর্মালম্বী এক কিশোরীকে অপহরণের মিথ্যে অভিযোগ তুলে গত মঙ্গলবার ঐ যুবককে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। তারপরই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় যুবকের। সন্ধ্যায় থানার শৌচাগারের সামনে থেকে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

মৃতের পরিবার অভিযোগ, তাকে লকআপে পুলিশ নির্যাতন করেছে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।

কাসগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) বোত্রে রোহন প্রমোদ স্বীকার করেছে যে, আলতাফকে মঙ্গলবার সকালে একটি মেয়ের সাথে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডাকা হয়েছিল।

আলতাফের পরিবার তার মৃত্যুর জন্য পুলিশকে দায়ী করে। যেখানে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছিল হাসপাতালের বাইরে বিক্ষোভ করে তারা।

পুলিশ হেফাজতে ছেলে আলতাফকে হত্যার অভিযোগ তুলে পিতা চান্দ মিয়া বলেন, "কাসগঞ্জ পুলিশ ৮ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে আমার বাড়িতে আসে। আমার ছেলেকে মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সন্দেহে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশের অভিযোগ শুনে আমি নিজেই আমার ছেলে আলতাফকে পুলিশে সোপর্দ করি। পুলিশ ঘণ্টাখানেক পর তাকে ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও কয়েক ঘণ্টা পরও সে ফেরেনি। পরে শুধু তার মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে পৌঁছেছে।"

চান্দ মিয়া বলেন, "আজ সকালে যখন আমি পুলিশ ফাঁড়িতে তার খোঁজ খবর নিতে যাই, তখন তারা আমাকে অপমান করে বের করে দেয়,"

চান্দ মিয়া আরো বলেন, "আমার ছেলে শারীরিকভাবে ফিট ছিল। পুলিশ তাকে অত্যাচার না করলে সে কিভাবে মারা যায়?

"আমরা বারবার আধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করেছি কিভাবে আলতাফ মারা গেছে এবং শৌচাগার কোথায় ছিল কিন্তু কিছুই বলা হয়নি। তারা থানায় ফিট করা সিসিটিভি ফুটেজ দিতেও অস্বীকৃতি জানায় বলে," তিনি দাবি করেন।

তবে আলতাফের বাবা চান্দ মিয়া সাংবাদিকদের বলেন, "আমি আমার সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। তবে তারা তাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যা করেছে। শুধুমাত্র মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সন্দেহে তারা তাকে হত্যা করে। তাকে তুলে নেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়নি। তাকে ক্রমাগত পুলিশ লক আপে রাখা হয় এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়।"

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত এসএইচও রমেশ প্রসাদ বলেছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ফাঁসিতে মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

======

১। Altaf's 'Custodial Murder' in Uttar Pradesh & Absence of CCTV in Police Stations https://tinyurl.com/ranrywdm

২। https://tinyurl.com/evtt98cp

৩। Altaf's father, Chand Miyan spoke to reporters..video https://tinyurl.com/3jzpdf74

"হামলাকারী ছেড়ে নির্যাতিতদের বিরুদ্ধে মামলা : হামলার পোস্ট দেওয়ায় কঠোর অবস্থানে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ"

পুলিশের নীরব ভূমিকার কারণে ত্রিপুরার মুসলিমদের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংঘগঠনগুলোর হামলা-নির্যাতনের ঘটনাগুলো আরো বেগবান হয়েছিল। মুসলিমদের মসজিদ, বাড়িঘর ও দোকানপার্টে হামলা হামলা বন্ধের কোন চেষ্টাই করেনি।

যারা হামলা করেছে তাদেরও কোন বিচার হয়নি, তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত মুসলিমরা টুইটারে হামলার ভিডিও ফুটেজ ও বর্ণনা দিয়ে পোস্ট করেছে, তাদের বিরুদ্ধেই এখন ফৌজদারি মামলা দায়ের করছে পুলিশ।

৬ই নভেম্বর, ত্রিপুরা পুলিশের পশ্চিম আগরতলা থানা ১০২ টি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। রাজ্যের পুলিশ দাবি করেছে যে এই হ্যান্ডেলগুলি ঘটনার বিষয়ে "বিকৃত এবং আপত্তিকর" পোস্ট করেছে। সাংবাদিক, অ্যাক্টিভিস্ট এবং অন্যদের এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি রাজ্যে "সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা" সৃষ্টি করতে পারে এই অযুহাতে ৩ নভেম্বর টুইটারে পুলিশের চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারতের কঠোর আইনের অধীনে বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (UAPA), 1967, এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC), 1860 এর ধারায়।

টার্গেট করা হ্যান্ডেলগুলির নিবন্ধন বিবরণ: "নিবন্ধনের তারিখ থেকে" ব্রাউজিং হিস্টরি, এই হ্যান্ডেলগুলিতে লগ ইন করতে ব্যবহৃত আইপি ঠিকানাগুলির তালিকা, লিঙ্ক করা মোবাইল নম্বর এবং লিঙ্ক করা অ্যাকাউন্ট সবকিছু মিলিয়ে তাদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।

অথচ, হিন্দুরা সমাবেশ থেকে মসজিদগুলোতে হামলা চালায়। মুসলিমদের বাড়িঘরে, দোকানে আগুন দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে অবমাননাকর স্লোগান দেয়, যেমন 'মুহাম্মদ কে বাপ কা নাম, জয় শ্রী রাম' (মুহাম্মদের পিতার নাম, জয় শ্রী রাম)। নাউযুবিল্লাহ।

স্থানীয় মুসলিমরা জানিয়েছেন, “পুলিশ যদি জনতাকে থামানোর চেষ্টা করত, তাহলে আমাদের দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হতো না।
রোয়াতে স্থানীয়রা এবং দোকানের মালিকরা বলেছেন যে দোকানের সারিগুলো শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়। অথচ, শুধুমাত্র মুসলিম মালিকানাধীন স্থাপনাগুলিকে বেছে হামলা করা হয়।

https://ibb.co/8PxzMwS
স্থানীয় মুসলিম দোকানদার সানোহর আলী বলেন, “আমাদের গ্রামের হিন্দুরাও সমাবেশে অংশ নিয়েছে। "তা নাহলে জনতা কিভাবে জানবে কোন দোকানগুলো মুসলিমদের?" আমরা কখনো হিন্দু মুসলিমদের আলাদা মনে করতাম না তাদের সাথে বসে গল্প গুজব করতাম, চা নাস্তা খেতাম।

এতো শত চাক্ষুষ প্রমাণ থাকার পরেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষে না নিয়ে পুলিশ এখন নির্যাতিত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদেরকেই গ্রেফতার করছে।

তথ্যসূত্র:

======

১। After Tripura Muslims Faced Mob Attacks, Muslim Twitter Handles Nationwide Face Police Action
https://tinyurl.com/54ehmwet
২। ত্রিপুরায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাটে আগুন দিয়েছে - https://tinyurl.com/2rkmuknb

৩। ত্রিপুরায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাটে আগুন দিয়েছে - https://tinyurl.com/2tyhhc23
৪। ত্রিপুরায় মুসলিমদের ওপর হামলা - https://tinyurl.com/3tecpnxj
৫. ত্রিপুরায় আবারও মুসলিমদের বাড়িঘর-দোকানপাট-মসজিদে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর - https://statewatch.net/post/21910

"হুথীদের উপর আল-কায়েদার হামলা, পোস্ট ধ্বংসের পাশাপাশি হতাহত বহু মিলিশিয়া"

সৌদি আরবের দক্ষিন সীমান্ত সংলগ্ন দেশ ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে শিয়া হুথী বিদ্রোহীদের সামরিক কাফেলা ও একটি সামরিক পোস্টে পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে অনেক সেনাসহ একটি সামরিক পোস্ট ধ্বংস হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে, ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের জায়ের এলাকায় একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যা ইরান সমর্থিত শিয়া হুথিদের একটি কাফেলাকে টার্গেট করে ঘটনো হয়েছে বলে জানা গেছে। এর ফলে হুথিদের পুরো দলটি হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্তের শিকার হয়েছে।

এই হামলার চারদিন পর অর্থাৎ ৮ নভেম্বর সোমবার দ্বিপ্রহরের সময়, একই এলাকায় আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটে। তবে এবার কাফেলার উপর নয় বরং শিয়া হুথী বিদ্রোহীদের একটি সামরিক পোস্ট টার্গেট করে হামলাটি চালানো হয়েছে। এতে শিয়া সন্ত্রাসীদের উক্ত সামরিক পোস্টটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় পোস্টে থাকা ডজনখানেক সৈন্য হতাহত হয়েছে বলেও ধারণা করা হয়।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী "জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্" বরকতময় এই হামলা দুটির সত্যাতা নিশ্চিত করে এর দায় স্বীকার করেছে।

উল্লেখ্য, মুসলিম জাতির ইতিহাসের শুরুর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, হালাকু থেকে ইয়াহিয়া, সাফাভি থেকে ইরান-সিরিয়া - সর্বত্রই উম্মাহর সাথে গাদ্দারি করে শত্রুদের নানা উপায়ে সাহায্য করেছে এরা। সর্বত্রই উম্মাহর রক্ত ঝরিয়েছে ইহুদি থেকে উদ্ভুত এই শিয়ারা।

বর্তমান সময়ে ইরানের শিয়া নেতাদের পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে নানান মুখরোচক শ্লোগান দিতে দেখা যায়। এসব শুনে অনেক অবুঝ মুসলিম শিয়া ইরানকে মিত্র ভাবার মত ভুল করে থাকে। তবে বাস্তবতা হল, শিয়ারা কখনোই মুসলিমদের বন্ধু ছিলনা। আর পশ্চিমাদের সাথেও তারা সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, তা মুখে যে শ্লোগানই তারা দিক না কেন।

ইরাক-সিরিয়া-লেবানন-ইয়েমেন সহ যে দেশেই পশ্চিমা বাহিনী আগ্রাসন চালিয়েছে, সেখানেই পরবর্তীতে শিয়ারা শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানে ১৫ এরও বেশি সেনা হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলিয় দেশ সোমালিয়ায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বীরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ১০ নভেম্বর দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ পূর্বে, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার জিযু রাজ্যে একটি অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। সূত্রমতে হামলাটি পশ্চিমা কাফেরদের তাবেদার সোমালি গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। যাতে অনেক সেনা হতাহত হয়েছে।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট "শাহাদাহ্ নিউজ" এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে, হামলাটি জারবাহারী শহরে চালানো হয়েছিল। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছিল, যখন গাদ্দার বাহিনীর একটি ইউনিটের সাথে সাক্ষাত করছিল 'জারবাহারী' শহরের প্রধান সামরিক অফিসার "আগদির ডেরো কুলি" সহ বেশ কয়েকজন সামরিক কমান্ডার। যার ফলে মুজাহিদগণ সামরিক ইউনিট টার্গেট করে অভিযান শুরু করলে ডজনখানেক সেনা নিহত ও আহত হয়। যাদের মাঝে শহরটির প্রধান সামরিক অফিসারও ছিল। একই সময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয় অনেক সরঞ্জামাদি।

শাহাদাহ্ নিউজের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বরকতময় এই হামলায় সোমালি গাদ্দার বাহিনীর সর্বনিম্ন হতাহত সেনা সংখ্যা ১৫ জন।

জায়নিস্ট আগ্রাসন : ফিলিস্তিনি বন্দীদের পাশবিক নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ, আবারও আল-আকসায় ইহুদি অনুপ্রবেশ

কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দীদের বেদম প্রহার ও অমানবিক নির্যাতন করে দখলদার ইসরাইল। উক্ত খবরটি আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা আল-জাজিরা ২০১৯ সালে প্রকশ করেছিল।

এ ঘটনার পর কয়েকটি ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থা ইসরাইলি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। ইসরাইল সরাসরি এমন নির্যাতনের খবর নাকচ করে দিয়ে বলেছিল আল-জাজিরায় প্রচারিত খবরটি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা এ অযুহাতে ইসরাইল এ অভিযোগটি বাতিল করে দেয়।

ফলে সম্প্রতি আল-জাজিরার অনুসন্ধানমূলক টিম 'দ্য হিডেন ইজ মোর ইমেনস' এ ঘটনার সাথে জড়িত ইসরাইলের কারাগার ও নির্যাতনকারীদের ছবি প্রকাশ করেছে। অনুসন্ধানে কারাগারটির নাম, স্থান ও নির্যাতনকারী পুলিশদের পরিচয় প্রকাশ কর হয়।

রিপোর্টে বলা হয়, কারাগারটি দখলদার ইসরাইলের মরু অঞ্চলে অবস্থিত। এটির নাম নেগেভ কারাগার। এছাড়াও এ ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে আল-জাজিরা।

ভিডিওতে দেখা যায়, বন্দীদের শিকল দিয়ে বেদম মারধর করা হচ্চে। বন্দীদের পিটিয়ে পশুর মতো একটি স্থানে জড়ো করা হচ্ছে। এরপর তাদের দিকে কুকুর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। ইসরাইলি পুলিশের এ বর্বর নির্যাতনে বেশ কয়েকজন বন্দী গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনের দাঁত পড়ে যায়। এছাড়াও কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে পড়লে হাসপাতালে নেয়া হয়। তবে জ্ঞান ফেরার পর চিকিৎসা না দিয়ে সাথে সাথেই পুনরায় তাদের কারাগারে নেয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে আল-জাজিরা জানায়, ঘটনার সময় উক্ত কক্ষটির মেঝে রক্তে ভেসে গিয়েছিল।

উল্লেখ যে, দখলদার ইসরাইলের পাশবিক নির্যাতনের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ছিল নিরব। আর এ নিরবতাকে দখলদার রাষ্ট্রের প্রতি মৌন সম্মতি হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। এ ঘটনা এটিই প্রতীয়মান হয় যে ফিলিস্তিনি-ইসরাইল সংঘাত ও ইসরাইলের বর্বর নির্যাতনের সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কখনোই এগিয়ে আসবে না।

এদিকে আবারও কয়েক ডজন উগ্র ইহুদি পুলিশি পাহারায় আল-আকসা মসজিদে অনুপ্রবেশ করেছে।

গতো মঙ্গলবার (৯ নভেম্বর) ইসরাইলি সেনাবাহিনীর নিরাপত্তায় তারা মসজিদে অনুপ্রবেশ করে। এ-সময় ইহুদিরা মুসলিমদের বিভিন্নভাবে উস্কানি দেয়।

https://ibb.co/5BMfcDB

সম্প্রতি আল-আকসায় ইহুদিদের অনুপ্রবেশ অনেক বেড়েগেছে। গতো অক্টোবর মাসেই অন্তত ৩০০০ হাজার ইহুদি আল-আকসা মসজিদে অনুপ্রবেশ করেছিল।

https://ibb.co/dgGyZGm

বারবার উগ্র ইহুদিদের আল-আকসায় অনুপ্রবেশকে আল-আকসা মসজিদ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেননা পশ্চিম তীরে ইহুদিদের অবৈধ বসতি নির্মাণের ঘোষণা দেয়ার বহুবছর আগ থেকেই দখলদার ইসরাইলি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করতে শুরু করেছিল। যেমনটি তারা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বহুবছর আগ থেকে পরিকল্পনা করে সফল হয়েছিল।

এ অবস্থায় ইসলামের প্রথম কেবলা আল-আকসা ও ফিলিস্তিনকে উদ্ধারে মুসলিম জাতিকে সুপরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র :

=======

১। Breaking| Al Jazeera investigation reveals identities of Israeli jailers involved in inhumane torture - https://tinyurl.com/73yjt32w

২। Video link- https://tinyurl.com/3f684t3a

৩। Israeli settlers break into Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, provoke Palestinians- https://tinyurl.com/7rernupd

---

"গণহত্যার প্রস্তুতি : সিসি ক্যামেরা ভেঙে মুসলিমদের উপর হামলা, 'জয় শ্রী রাম'স্লোগান দিয়ে মুসলিম যুবককে নির্যাতন।"

দিল্লির একটি বস্তিতে গত ২ নভেম্বর রাতে মুসলিম বাসিন্দাদের উপর হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। বস্তিবাসীরা জানিয়েছে, পুলিশ তাদের বাড়িতে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের মারধর করে, বাংলাদেশী বলে গালাগাল করে। অবশেষে পুলিশি তাণ্ডবের প্রমাণ নষ্ট করতে এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেয়। অন্যান্য ভিডিও প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে।

পুলিশ স্বীকার করেছে যে তারা সেই রাতে বস্তি থেকে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু বরাবরের মতই তারা অন্যায়, সহিংসতা ও নির্যাতনের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বস্তির বাসিন্দা সাবিনা খাতুন বলেছেন, পুলিশ বলেছে, এই দেশ ছেড়ে চলে যাও, তোমরা সবাই বাংলাদেশী, তোমাদের ওখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বস্তির আরেক বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী সামিরুল খান বলেছে, পুলিশ সে রাতে আমাকে আটক করে বলেছে, "তোমরা বাংলাদেশিরা, এখান থেকে চলে যাও। তোমরা এখানে পরগাছা" হিংস্র পুলিশ গর্ভবতীসহ বেশ কয়েকজন মহিলাকেও লাঞ্ছিত করেছে।

https://i.imgur.com/ZjuJlAz.jpg

লাঞ্ছিত হওয়া সেই গর্ভবতী মহিলা সাবিনা খাতুন বলেছেন "আমি তাদের অনুরোধ করছিলাম, "আমি গর্ভবতী, আমাকে মারবেন না।" কিন্তু তারপরও তারা আমাকে লাঠি দিয়ে মারধর করে। তিনি আরও বলেন, "পুলিশরা মাতাল ছিল। তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমার পেটে ও অন্যত্র মারধর করে। হামলায় আমার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।"

সাবিনা নামে আরেক নারী বলেন, "আমি যখন তাদের আমাদের গালাগালি না করতে বলেছিলাম, তখন তারা আমার পিঠে মারধর করে। এটা এখন ফুলে গেছে। আমি ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যাই। তারপর তারা ক্যামেরা ভেঙ্গে তাদের হামলার প্রমাণ নষ্ট করে দেয়।"

"আমরা কি অপরাধ করেছি যে দিল্লি পুলিশ আমাদের মহিলাদের এত নৃশংসভাবে মারধর করেছে? পুলিশের কর্মকাণ্ডের তদন্ত হওয়া উচিত - কে পুলিশকে আমাদের এভাবে মারধর করার ক্ষমতা দিয়েছে?"

বস্তির বাসিন্দা মিমি বিবি বলেন,পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয়রাও আমাদের আক্রমণ করেছে। বাশারুলের স্ত্রী মিমি বিবি বলেন, ‘ওরা আমার স্বামীকে জুয়ায় জড়িত বলে অভিযোগ করে। পুলিশ যখন আমার স্বামীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি আমাদের একটি ভিডিও রেকর্ড করতে বলেছিলেন। তারপর পুলিশ ফোনটি ভেঙে দেয়।"

https://i.imgur.com/SPUwv2k.jpg
বাশারুলের চাচাতো ভাই এবং বস্তির বাসিন্দা রাজেশ খান তার দৃশ্যমান ক্ষতিগ্রস্থ ফোনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "যখন তারা মহিলাদের মারধর করছিল, আমি তাদের নির্যাতনের ভিডিও করছিলাম। তারপর তারা আমার মোবাইল ফোন ভেঙ্গে ফেলে।

মিমি বিবি তার বাসভবনের উপরে রাখা সিসিটিভি ক্যামেরার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "পুলিশরা এখানে এই সিসিটিভি ক্যামেরাটি ভেঙে দিয়েছে। তারা অন্যায়ভাবে হামলা করছিল, তাই তারা কোনো প্রমাণ রেখে যেতে চায়নি। তারা ডি.বি.আর(ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার) নিয়ে গেছে। এটি আমাদের বাড়িতে লাগানো ছিল। যদি পুলিশের দোষ না থাকত, তাহলে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙল কেন?"

সামিরুল খান বলেন, "ওরা আমাদের দরজায় লাথি মারছিল। আমার বাবা বাড়িতে খাচ্ছিল, যখন ওরা ঢুকে ওকে তুলে নিয়ে গেল। ওরা আমার সামনেই ওকে মারধোর করে। ওরা আমাদের বাড়ি থেকে শুরু করে সারা রাস্তা মারছিল।
https://i.imgur.com/MuIvzkJ.jpg
https://i.imgur.com/6qr53q6.jpg
২রা নভেম্বর মধ্যবর্তী রাতের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ স্থানীয় কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

মুসলিম নির্যাতনের আরেক ঘটনা ঘটে মধ্যপ্রদেশে। হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস হিসাবে একটি দীপাবলির মিম দেওয়ার তুচ্ছ অভিযোগ এনে মুসলিম যুবকের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালিয়েছে একদল উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে প্রকাশিত ভিডিওটিতে দেখা যায়, একদল উগ্র হিন্দু ‘জয় শ্রী রাম’স্লোগান দিতে দিতে মুসলিম যুবকের বাড়িতে যায়। সেখানে আত্মীয়স্বজনের সামনেই যুবকের উপর এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে।

তথ্যসূত্র:
======
১। বস্তিতে হামলার ভিডিও লিঙ্ক

https://dai.ly/x85c0h9
https://tinyurl.com/n5yh2934

২।'Police Assaulted Us, Broke CCTV Cams': Residents of North West Delhi Slum
https://tinyurl.com/x96pfr45

৩। মুসলিম যুবককে মারধর

https://tinyurl.com/tbzvxcfp
https://tinyurl.com/ks2tt4ft

"কর্মসূচিতে অনিয়মিত হওয়ায় দুই ঢাঃবিঃ শিক্ষার্থীকে রাতভর নির্যাতন ছাত্রলীগের"

ছাত্রলীগের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অনিয়মিত হয়ে পড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে রাতভর মারধর ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগ কর্তৃক নির্যাতিত হওয়া শিক্ষার্থীরা হচ্ছে মাস্টারদা সূর্যসেন হলের নৃবিজ্ঞান বিভাগের আরিফুল ইসলাম ও থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের তরিকুল ইসলাম।

নির্যাতিত আরিফুল সাংবাদিকদের জানায়, "পড়ালেখা ও পরীক্ষার কারণে আমি এবং তরিকুল বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্রলীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও গেস্ট রুমে অনিয়মিত হয়ে যাই। এ কারণে ছাত্রলীগ আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। তারা আমাদের হল থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টাও করে কিন্তু আমাদের রুমটা প্রশাসনের মাধ্যমে বরাদ্দ হওয়ায় সেটি করতে তারা ব্যর্থ হয়।"

আরিফুল আরো বলে,"গত ৭ নভেম্বর, রবিবার রাতে আমি এবং আমার বন্ধু তরিকুল রুমে ঘুমাচ্ছিলাম। রাত আড়াইটার দিকে ছাত্রলীগ কর্মী সিফাত উল্লাহ এবং মাহমুদ অর্পণ আমাদের রুমে আসে। তারা আমাদের ৩৫১ নম্বর রুমে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের আরও চারজন উপস্থিত ছিলো।

তারা শুরুতে আমাদের বকাবকি করে। বকাবকির একপর্যায়ে উত্তেজিত সিফাত ও মাহমুদ আমাদের দিকে রড, স্টাম্প নিয়ে তেড়ে আসে। সেখানে উপস্থিত থাকা অন্যান্য ছাত্রলীগ কর্মীরা এসময় আমাদের দুইজনকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। তারপর তারা রড ও স্ট্যাম্প ফেলে দিয়ে আমাদের কিল-ঘুষি মারতে থাকে।

একপর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মী সিফাত ও মাহমুদ আমাকে দেয়ালের সঙ্গে গলা চেপে ধরে। আমি অ্যাজমা রোগী হওয়ায়, আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ইনহেলার নিতে হবে জানালেও তারা আমাকে ছাড়েনি। আমি অসুস্থ হয়ে রুমেই শুয়ে পড়ি। এ সময় তারা আমাদের বাবা-মাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে।

রাত চারটার দিকে আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়। যাওয়ার সময় তারা আমাদের ৮ নভেম্বর সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। হল ত্যাগ না করলে আমাদের হত্যা করে হলের পানির ট্যাংকের পেছনে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেয় ছাত্রলীগ। ভয়ে আমরা রাতেই হল থেকে বের হয়ে যাই।"

রাতভর নির্যাতনের শিকার আরিফ জানায়, আমাদের যখন রুম থেকে ডেকে নেওয়া হয়, তখন আমি হল ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী ইমরান সাগর ভাইকে ফোন দেই। সে বলে, 'যাও, দেখো তারা কী বলে।' নির্যাতনকারী ছাত্রলীগ কর্মীরাও জানায়, তারা ইমরান ভাইকে জানিয়েই আমাদের রুমে এসেছে। সুতরাং, আমাদের মারধরের ব্যাপারে ইমরান সাগর ভাইয়ের নির্দেশ ছিল।

জানা যায়, নির্যাতনকারী দুই ছাত্রলীগকর্মীদের মধ্যে সিফাত উল্লাহ সিফাত উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের এবং মাহমুদুর রহমান অর্পণ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ইংলিশ ফর স্পিকার্স অব আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস বিভাগের ছাত্র।

উল্লেখ্য, এর আগেও সাধারণ ছাত্রদের উপর নির্যাতন করার কারণে ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল এ দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে।

নির্যাতনকারী এই দুই দুষ্কৃতকারী হল ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত এবং ক্যাম্পাসে হল ছাত্রলীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক ইমরান সাগরের ছোট ভাই হিসেবে পরিচিত।

নির্যাতিত আরিফুল জানায়,"নির্যাতনের সময় ৩৫১ নম্বর কক্ষে ছাত্রলীগের উক্ত দুই কর্মীর সঙ্গে আরো চার লীগ কর্মী উপস্থিত ছিলো। তারা হলো, চতুর্থ বর্ষের ছাত্র শাকিল, রেজওয়ান, তাসকিন ও মারুফ। এদের মধ্যে শাকিল উর্দু বিভাগের আর রেজওয়ান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের।"

তথ্যসূত্র:

=======

১। ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে না যাওয়ায় দুই শিক্ষার্থীকে রাতভর নির্যাতন https://bit.ly/3bV5qrG

০৯ই নভেম্বর, ২০২১

নাইজারে আল-কায়েদার হামলায় নিহত ৮ গাদ্দার সেনা : খবর চেপে রাখা যায়নি।

শত চেষ্টা করেও খবরটি চেপে রাখতে পারেনি দালাল মিডিয়া। বরাবরই ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী সমূহের যেকোনো অগ্রাভিজান, সফলতা বা বিস্ত্রিতির খবর চেপে রাখতে চেষ্টা করে মিডিয়া। যাতে করে মুজাহিদদের বিজয়ের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে উম্মাহ হারানো আত্মবিশ্বাস খুঁজে না পায়।

কিন্তু বরাবরের মতো জিহাদি জামাতগুলোর মিডিয়া উইং-এর সফলতায় নাইজারে আলকায়েদা মুজাহিদদের বিস্তৃতির খবরও তারা চেপে রাখতে পারেনি।

মালির প্রতিবেশি দেশ নাইজারেও হামলা বিস্তৃত করেছে আল-কায়েদা, দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত এক হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৮ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে মুজাহিদিন সংশ্লিষ্ট মিডিয়াগুলোর সূত্রে।

আল-কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনাইএম" সূত্র, সম্প্রতি ১:৪৯ মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওটিতে জেএনআইএম কর্তৃক নাইজারের টোরোডি এলাকায় একটি অতর্কিত আইইডি হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে। যেখানে গাদ্দার নাইজেরিয়ান বাহিনীকে টার্গেট করে হামলাটি চালানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রটির মতে, গত ২০২১ এর সম্ভবত ২৪ অক্টোবরে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের বীর যোদ্ধারা এই হামলাটি চালিয়েছিল। যাতে ফ্রান্সের গোলাম নাইজার সামরিক বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরও ৬ সৈন্য আহত হয়েছিল।

পাক-তালিবানের সাথে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য হল পাকিস্তান সরকার

বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন উঠছিল যে, পাকিস্তান সরকার যুদ্ধবিরতির জন্য নবগঠিত আফগান সরকারের মধ্যস্থতায় পাক-তালিবানের (টিটিপি) সাথে দফায় দফায় বৈঠক করছে। অবশেষে পাক-তালিবান ও সরকার উভয়েই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিবরণ অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিটিপির সাথে প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিল পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা। আর দ্বিতীয় বৈঠকে উপস্থিদ ছিল দেশটির রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়রা। তবে এসব বৈঠকে তেমন কোন ফলাফল আসেনি। কারণ পাক-তালিবান প্রথম থেকেই কয়েকটি শর্তের উপর আলোচনা শুরু করে, যা পাকিস্তানের গাদ্দার সরকার বা সামরিক বাহিনী মেনে নেয় নি, তাই এসব বৈঠকে কোন ফলাফলও আসেনি।

https://ibb.co/0XKwFK2

অপরদিকে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) পূর্বের যেকোন সময়ের চাইতে এখন দেশটির সর্ববৃহৎ ও সুসংগঠিত একটি শক্তিশালী বাহিনী হয়ে উঠেছে। এই বাহিনীর ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একের পর এক বীরত্বপূর্ণ হামলায় প্রতিদিনই নাস্তানাবুদ হচ্ছে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী। ফলে টিটিপির শর্তে মনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও দেখছেনা পাকিস্তান সরকার।

তাই পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনী পাক-তালিবানের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে ও একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে মরিয়া হয়ে উঠে। আর এই আলোচনার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করা হয় পাক-তালিবানের মিত্র বা পাক তালিবান যাদেরকে আমীর মানে,- সেই ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে।

তালিবান সূত্রগুলো জানিয়েছে, মধ্যস্থতাকারী দলের প্রধান হিসাবে ভূমিকা পালন করবেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও হাক্কানী নেটওয়ার্কের প্রধান আলহাজ মৌলভী শাইখ সিরিজুদ্দিন হাক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্।

https://ibb.co/QFnFXYM

পাক-তালিবান ও সরকারের পক্ষ থেকে এই বৈঠকে কারা আলোচনা করবেন তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

এদিকে পাক-তালিবান ও পাকিস্তান সরকার প্রাথমিক একটি বৈঠকের পর জানিয়েছে যে, তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। এজন্য তারা ব্যক্তি, স্থান, সময় ও প্রাথমিক কিছু শর্ত নির্দিষ্ট করেছেন।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এই বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ এবং তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী বিবৃতি দিয়েছে, সেই সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারাও এবিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে।

শেখ রশিদ বলেছিল যে, এই বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা হবে, অন্যদিকে ফাওয়াদ চৌধুরী যুদ্ধবিরতির বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করেছে। শাহ মেহমুদ কোরেশি বলছে যে আমরা শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। বিলাওয়াল ভুট্টো বলেছে যে এই সমস্যাটি সংসদে রয়েছে। তাই দ্রুতই এর সমাধান করা উচিত।

অন্যদিকে, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বৈঠকের পর একটি বিবৃতি জারি করেছেন, যেখানে তিনি যুদ্ধবিরতি সহ প্রাথমিক বৈঠকে তিনটি পয়েন্টে আলোচনা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন:

১- উভয়পক্ষ আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে সম্মত হয়েছে; এই কমিটি পরবর্তী পদক্ষেপ এবং উভয় পক্ষের দাবির বিষয়ে আলোচনা প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

২- উভয় পক্ষ এক মাসের জন্য যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, যা আজ ৯ নভেম্বর থেকে আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে, আলোচনা ও উভয় পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধবিরতির এই সময় আরও বাড়ানো হতে পারে।

৩- আলোচনাকে সামনে এগিয়ে নিতে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি পালন করতে বাধ্য থাকবে।

৪- ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বর্তমান আলোচনা প্রক্রিয়ায় পাক-তালিবান (টিটিপি) এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে।

https://ibb.co/jggXXm7

টিটিপি মুখপাত্র আরও বলেন, "তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) পাকিস্তানের জনগণকে নিয়ে গঠিত একটি ইসলামিক জিহাদি আন্দোলন, তাই এটি সর্বদা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সাথে জাতীয় স্বার্থকেও মাথায় রেখে কাজ করে। আর আলোচনা যুদ্ধেরই একটি অংশ, দুনিয়ার কোন শক্তিই এটিকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এমন একটি সংলাপের জন্য প্রস্তুত যা দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের জনগণ শান্তির বসন্ত দেখতে পাবে এবং যেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, সেই লক্ষ্য অর্জনেও সক্ষম হবে।

https://ibb.co/bLQ21RH

উল্লেখ্য যে, এর আগেও দুই পক্ষের মধ্যে একই ধরনের অনেক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই পাকিস্তান সরকার ও গাদ্দার সামরিক বাহিনী মুজাহিদদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কয়েকবার তো তারা আলোচনায় অংসগ্রহণকারী মুজাহিদদের শহীদ পর্যন্ত করেছে। আলোচনা শেষে ফিরার পথে ড্রোন হামলা চালিয়ে টিটিপির প্রধানকেও শহীদ করা হয়েছিল।

তবে এবার মদ্ধস্ততাকারি হিসেবে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান থাকায় অনেকটা নিশ্চিত থাকতে পারছে মুসলিমরা।

০৮ই নভেম্বর, ২০২১

বস্তা পূর্ণ করে সহায়তা বিতরণ করছেন নবগঠিত আফগান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নবগঠিত সরকারের দায়িত্বশিল কর্মকর্তাগণ এই শীতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভাবী ও দরিদ্র পরিবারগুলোকে নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী সহায়তা করে যাচ্ছেন। জনগণকে পরিপূর্ণ বস্তা ভরে খাদ্য সামগ্রী ও শীত বস্ত্র দিচ্ছেন তাঁরা।

এরই ধারাবাহিতায় রাজধানী কাবুলের পাঘমান জেলায়ও ৩০০ এতিম ও গৃহহীন পরিবারকে খাদ্য ও শীত বস্ত্র দিয়েছেন তালিবান সরকার।

বিতরণকৃত উপাদানের মধ্যে রয়েছে বস্তা ভর্তি আটা, চাল, মটরশুঁটি, তেল, চিনি, দুটি করে কম্বল ও শীতের পোশাক।

ইমারতে ইসলামিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই শীতে তাঁরা পুরো দেশেই এধরণের সহায়তা কর্যক্রম পরিচালনা করছেন।

https://ibb.co/sjbnbBH
https://ibb.co/vVBvFDS

https://ibb.co/xH4Ymr7
https://ibb.co/kmP1M2Q

বিরিয়ানির দোকান খোলায় মুসলিম বিক্রেতাকে হিন্দুত্ববাদীদের হুমকি

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদেরকে নানা অযুহাতে ভয়ভীতি দেখানোকে একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত করেছে। তুচ্ছ কারণে হুমকি ধামকি দিয়ে পিটিয়ে হত্যাও করা হয়।

হিন্দুদের ধর্মীয় উতসব দীপাবলিতে কেন বিরিয়ানি বিক্রি করা হচ্ছে?- এমন প্রশ্ন তুলে এক মুসলিমের দোকান বন্ধ করতে বলে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের এক কর্মী। দোকান বন্ধ না করলে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়ার হুমকিও দেয় সে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া তিন মিনিটের একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নরেশ কুমার সূর্যবংশী নামে এক ব্যক্তি হুমকি দিচ্ছে ঐ মুসলিম বিরিয়ানি বিক্রেতাকে। নিজেকে রাষ্ট্রীয় বজরং দলের কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে সে বলে, এটা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। কে দোকান খা্েলার অনুমতি দিয়েছে? প্রাণের ভয় নেই?”

ঐ সন্ত্রাসী আরও বলে, “এটা তোমাদের এলাকা নয়। জামা মসজিদ নয়। এখানে হিন্দুরা থাকে। এটা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা।”

এর পরই দেখা যায়, দোকানের কর্মীরা ভয়ে তড়িঘড়ি করে বাসনপত্র, টেবিল চেয়ার দোকানের ভিতর গুছিয়ে রাখছে, দোকান বন্ধের তোরজোর করছে।

এর পরও থামেনি ওই ব্যক্তি। আশপাশে জড়ো হয়ে যাওয়া সকলের উদ্দেশে সে বলে, “এবার জাগুন আপনারা। এরা এখানে দোকান করছে। লাভ জেহাদের ফাঁদ পাতছে। আমাদের বোনেদের সেই ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। প্রতিবাদ করুন।”

এভাবেই ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে সাধারণ হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলছে হিন্দুত্ববাদী দলসমূহ ও তাদের কর্মীরা। মুসলিমদের উপর হামলা করতে উস্কানি দিচ্ছে তারা। কখনোও গরু চোর সাজিয়ে, কখনো বা লাভ জিহাদের অজুহাতে গণপিটুনি দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করছে তারা।

হিন্দুত্ববাদীরা এভাবেই সরা ভারতের সাধারণ হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলে একযোগে মুসলিমদের উপর ব্যাপক গণহত্যা চালানোর পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:
======

১। 'এটা হিন্দু এলাকা, জামা মসজিদ নয়', মুসলিম বিরিয়ানি বিক্রেতাকে হুমকি হিন্দুত্ববাদীদের
https://tinyurl.com/eupesbv

২। এটা হিন্দু এলাকা, জামা মসজিদ নয়', দিওয়ালির রাতে বিরিয়ানি বিক্রেতাকে হুমকি 'হিন্দুত্ববাদী'দের
https://tinyurl.com/b6tar38n

৩। ভিডিও লিংক

https://tinyurl.com/2rwbxtte

আশ-শাবাবের বীরত্বপূর্ণ হামলা : হতাহত ১২ এর বেশি গাদ্দার সেনা

পশ্চিমাদের গোলাম সোমালি সামরিক বাহিনীর উপর একটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে তুর্কি প্রশিক্ষিত সোমালি গাদ্দার সেনাসহ ১২ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ৮ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায়, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার জিযু রাজ্যে দেশটির সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা। এতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৩ সেনা সদস্য নিহত এবং আও ৯ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, জিযু রাজ্যের বার্দিরী শহরে এই অভিযানটি চালানো হয়েছে, যেখানে সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে প্রথমে বোমা হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, এদিন শাবেলী সুফলা রাজ্যের আউদাকলী শহরেও অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা। যেখানে সেক্যুলার তুরস্ক কর্তৃক প্রশিক্ষিত বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিটের উপর হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়, সেই সাথে যানটিতে থাকা সকল সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

উল্লেখ্য, আফগানিস্তানে তালিবান বিজয়ের পর সোমালিয়া ও মালিতেই সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধন করেছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীসমূহ। বিশেষ করে ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সোমালিয়ায় এখন চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন মুজাহিদগণ।

দুই যুবকের অর্ধগলিত লাশ ফেরত দিল ভারত : দুজনেরই কপালে গুলি!

সিলেটের কানাইঘাট ভারত সীমান্তে ৩ দিন ধরে পড়ে থাকা দুই হতভাগা বাংলাদেশীর অর্ধগলিত লাশ হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক শেষে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

https://ibb.co/Pg4khTD

হত্যাকাণ্ডের দায় কার, এ নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে বিজিবি-বিএসএফ। বিজিবির এক কর্মকর্তারা জানায়, পতাকা বৈঠকে হত্যার দায় অস্বীকার করেছে বিএসএফ। এমনকি মরদেহগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা। যদিও বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মরদেহগুলো ভারতের অভ্যন্তরে রয়েছে।

ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগ জানিয়েছে, নিহতের দু'জনকেই কপালে গুলি করা হয়েছে। যে ধরনের গুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা সাধারণত সীমান্তরক্ষী বাহিনী ব্যবহার করে।
গুলি ঐ দুই মুসলিমের কপাল দিয়ে ঢুকে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। একজনের মাথায় একটি ও অপরজনের মাথায় দুটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

নিহতের পরিবারের এক সদস্য জানায়, স্থানীয় লালবাজারে যাওয়ার কথা বলে বিকেলে আরিফ ও আসকর বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। ডোনা সীমান্ত এলাকার কিছু মানুষের কাছ থেকে তারা শুনেছেন আসকর ও আরিফ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের উখিয়াং এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এ সময় তাদের ওপর গুলি করে বিএসএফ। ঘটনাস্থলেই দুজন মারা গেলে তাদের মরদেহ সীমান্তের ১৩৩১ মেইন পিলারের পাশে ফেলে রেখে যায় বিএসএফ।

https://ibb.co/hMGXJ8w

সম্প্রতি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে এমন তিন রাজ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফের ক্ষমতা বাড়িয়েছে ভারত। দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেয়া নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, পাঞ্জাব, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় বিএসএফ গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার কাজ করতে পারবে।

বিশেষ ক্ষমতা লাভের পর থেকে অন্তত ডজন খানেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে সীমান্তে।

এসব ঘটনায় ভারতের রাজ্যসরকার প্রতিবাদ জানালেও বাংলাদেশ সরকার ছিল একেবারে নীরব।

দালাল সরকারের অযোগ্য মন্ত্রীদের নীরবতায় বিএসএফকে আরও বেশি উদ্ধত করে তুলেছে। এজন্যই তারা ঐ দুই মুসলিমকে গ্রেফতারের পর ঠান্ডা মাথায় কপালে গুলিতে হত্যা করে এবং সীমান্তের জিরো পয়েন্টে এনে ফেলে যায়।

অথচ এ ঘটনায় সরকারের উর্ধতন কোন কর্মকর্তা ভারতের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। অন্যদিকে তথাকথিত সুশীল সমাজ ও মানবতাবাদীরাও ছিলেন নিরব। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিমরা এই ঘটনা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই আক্ষেপ করে বলছেন, সরকার ভারতকে টনকে টন ইলিশ উপহার দিচ্ছে, বিপরীতে ভারত আমাদের লাশ উপহার দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিএসএফ এখন মাদক কারবারিদের ধাওয়া করার নাম করে সীমান্ত পেরিয়ে প্রায়ই বাংলাদেশি মুসলিমদের বাড়ি ঘরে হামলা চলাচ্ছে, এমনকি করছে অপহরণও, যার মধ্যে অনেকেরই পরবর্তীতে কোন হদিস পাওয়া যায় না।

ইংরেজ জামানার আগে মারাঠা বর্গিরা যেমন সাধি মুসলিম নবাবদের সীমান্ত এলাকার মুসলিমদের উপর হামলা লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালাত, বিএসএফ সন্ত্রাসীরা সেই ধারাকেই পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

======

১। দুজনকেই কপালে গুলি করে হত্যা

https://tinyurl.com/scnx9wz9

মার্কিন সেনার হাতে তুলে দেয়া সেই শিশুটি এখনও গায়েব : অসহায় পিতা-মাতার আহাজারি

গত ১৫ আগস্ট তালিবান প্রতিরোধ যোদ্ধারা আফগানিস্তানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর হাজার হাজার আফগান আমেরিকা ব্রিটেনে পারি জমায়, যাদের অধিকাংশি ছিল আগ্রাসী বিদেশি বাহিনীর হয়ে কাজ করা লোকজন।

তাদের মধ্যে একজন মির্জা আলি আহমাদি। সে গত ১০বছর দখলদার মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে কাজ করেছে। তালেবান মুজাহিদিনরা নিজ দেশ পুনরুদ্ধার করার পর সে তার স্ত্রী-সন্তানসহ আমেরিকার চাকচিক্যের লোভে পরে বিমানবন্দরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। কাবুল বিমানবন্দরের ফটকের বাইরে তখন মার্কিন সহযোগীদের প্রচন্ড ভীড়।

এ সময় সাহায্যের জন্য এক মার্কিন সেনার কাছে আকুতি জানায় সে। মার্কিন সেনা দেয়ালের উপর থেকে আফগান এই পরিবারের দিকে হাত বাড়ায়। এ সময় নিজ সন্তানকে তুলে দেন ওই মার্কিন সেনার হাতে। খুব অল্প সময় পরই বিমানবন্দরে প্রবেশ করে তারা। কিন্তু তাদের সন্তানকে আর ফিরিয়ে দেননি তাদের একান্ত বিশ্বস্ত মার্কিন সেনাবাহিনী।

https://ibb.co/4N1ht1S

তাদের ধারণা ছিল, মাত্র ১৬ ফুট দূরের ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই নিজ সন্তানকে পাচ্ছেন তারা। সেই ভাবনাই কাল হয়ে দাঁড়াল। চোখের আড়াল করার আড়াই মাস পেরিয়ে গেছে, সেই সন্তানকে তারা এখনও ফেরত পাননি। এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছেন বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

মার্কিন সেনা ও সেনাকমান্ডারদের কাছে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও তার সন্তানের হদিস পাননি তারা। শেষমেশ সেই পরিবারকে আমেরিকায় নিয়ে একটি শরনার্থী কেম্পে রাখা হয়েছে। কিন্তু মায়ের চোখের পানি এখনও ঝরছে পুত্রশোকে।

তালিবানরা যদিও সবার জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছিল, তবুও এই আফগানরা ইউরোপ-আমেরিকার চকচক রঙিন প্রলেপ দেখে সেসব দেশে শরণার্থী হয়ে পারি জমায়। তবে তারা এখন ঐসব দেশে চরম মানবেতর জীবন-যাপন করছে। ফলে তাদের অনেকেই এখন আফগানিস্তানে ফিরে আসার আকুতি জানাচ্ছে।

অন্যদিকে, আফগানরা যখন দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল হলুদ মিডিয়া তখন আমেরিকাকে ত্রাণকর্তা ও উদ্ধারকারী হিসেবে প্রচার করেছিল।

বিপরীতে আমেরিকা যখন তাদের সহযোগীতাকারীদের পশ্চিমা দেশে নিয়ে অধিকারহারা নিস্ব অবস্থায় শরনার্থী কেম্পে ফেলে রাখলো, তাদের সন্তানকে চুরি করে গায়েব করলো অথচ মিডিয়া এখন চুপ। শিশুটির মায়ের আহাজারিতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত হলো, তবু দালাল মিডিয়া নিশ্চুপ!

https://ibb.co/T1Yw8r1

এই কাজটাই যদি তালিবান মুজাহিদিনের বিপক্ষে হতো, দালাল মিডিয়ায় এতোদিনে হইচই শুরু হয়ে যেত। চেচামেচি শুরু করতো তথাকথিত সুশীল, মানবতাবাদী ও নারীবাদীরা। বিবৃতি দিতে শুরু করতো কথিত জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো!

উল্লেখ্য যে, এই শিশুটিকে যখন আমারিকান সেনাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছিল সেই ছবি হলুদ মিডিয়ায় ফালাও করে প্রচার করছিল। মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে বলা হচ্ছিল, "Desperate Afghan Mothers Threw Babies Over Barbed Wire To Foreign Troops To Save Them From taliban"

"Mother handed her baby over to US forces to save it from the Taliban"

অর্থাৎ, 'তালিবানের হাত থেকে বাঁচতে আফগান মা নিজ সন্তানকে আমেরিকান সেনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে।'

মূলত সাহায্যকারীর হাতে নয়, নিজ সন্তানকে তুলে দিয়েছিল মানবতার মুখোশ পরিহিত বর্বর এক বাহিনীর হাতে। যাদের হাতে লেগে আছে লক্ষ-কোটি বনি আদম সন্তানের রক্ত।

তথ্যসূত্র:

১। Baby handed to US soldiers in chaos of Afghanistan evacuation still missing https://tinyurl.com/3xw5zzsz

২। 'Committed to ensuring protection': Afghan baby handed to US soldiers amid airlift chaos still missing, reveals State Dept-

https://tinyurl.com/v85y5ena

৩। Afghan toddler handed over to US Army, still missing | Afghanistan Crisis | Taliban | World News-

https://youtu.be/DmmPoGAWYt4

"শান্তির ছলনায় অরাজকতা : গণতন্ত্র কী কখনো অহিংস হতে পেরেছে?"

মানবরচিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে যে পরিমাণ সহিংসতা হয়, তা সারা বছরে সংঘটিত মোট সহিংসতাকেও হার মানায়। এ যেন নির্বাচন নয়, রক্তের হুলিখোলা শুরু হয়।

কিছুদিন ধরে শুরু হওয়া ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা চলছে বিরতিহীনভাবে। প্রথম ধাপের নির্বাচনে সংঘর্ষ, গোলাগুলি, আহত নিহত, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে দেশবাসী দিবাস্বপ্ন দেখেছিল, দ্বিতীয় ধাপের ইউপি নির্বাচনে হয়ত অপ্রীতিকর ঘটনা তেমন ঘটবে না। কিন্তু তা যে অসম্ভব সেটাই বাস্তবে লক্ষ করা যাচ্ছে, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনা ঘটছে।

গত বৃহস্পতিবার নরসিংদীর দুর্গম চরাঞ্চলে দুই মেম্বার প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক হামলা-সংঘর্ষ-গোলাগুলি হয়েছে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে চারজন নিহত এবং এক মেম্বার প্রার্থীসহ অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। এ সময় বেশ কয়েকটি বাড়িঘরে ভাঙচুর করাসহ আগুন দেওয়া হয়।

নির্বাচনী সংঘাতে চারজন নিহতের একদিন না যেতেই আবারো সংঘর্ষ বাধে নরসিংদীর মেঘনা নদীবেষ্টিত দুর্গম চর আলোকবালীতে। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় উত্তরপাড়ায় এ সংঘর্ষ বাধে দুই ইউপি মেম্বার প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে।

https://ibb.co/dBTQfYT

এদিকে চারজনের মৃত্যুর একদিন পেরিয়ে গেলেও শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা হয়নি। বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতারও করতে পারেনি পুলিশ।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আলোকবালী ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মামুন হাসান বলেন, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আমরা আগেই টের পেয়েছিলাম। তাই পুলিশকে জানিয়েছি। তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের জন্য আজকে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সক্রিয় থাকলে এই চারটি লোক মারা যেত না।

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে আহত প্রত্যক্ষদর্শী মমিন আলী বলেন, সকালে হঠাৎ গুলির শব্দ। বাসা থেকে বের হয়ে দেখি কাইয়ুম ও রিপনের নেতৃত্বে শত শত লোক অস্ত্র নিয়ে মানুষের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় আনেক বাড়িঘরে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়।

চরাঞ্চলে বিপুল অস্ত্রের মজুত থাকলেও কোনো অস্ত্র উদ্ধারের তথ্যও মিলেনি। এমনকি হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র, দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার হয়নি। এদিকে গ্রামে ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবারের ঘটনার জের ধরেই শুক্রবার সংঘর্ষ বাধে। আলোকবালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন দীপুর সমর্থক ৩নং ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার প্রার্থী মামুনের লোকজন ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসাদুল্লাহ আসাদের সমর্থক ইউপি মেম্বার প্রার্থী জব্বর মিয়ার লোকজনের মধ্যে ওই সংঘর্ষ হয়। এতে দুজন আহত হন।

কয়েকদিন আগেও নরসিংদীরই রায়পুরায় দু'গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজন নিহত ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছিল। নরসিংদী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনি অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক স্থানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ওদিকে মেহেরপুরে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে একের পর এক সহিংস ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই জেলার একটি ইউনিয়নে একজনকে অস্ত্র হাতে নির্বাচনি সভা করতে দেখা গেছে।

চলমান সহিংসতাগুলোতে কিন্তু কোন বিরোধী দলের উপস্থিতি নেই। আওয়ামীলীগের নেতারাই তাদের নিজের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করতে একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপিড়ে পড়ছে। একদল আরেকদলের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। আর এটাই মানবরচিত গণতন্ত্রের মাকাল। যার বাহ্যিক কিছু স্লোগান সুন্দর মনে হলেও ভিতরটা কুৎসিত, নোংরা।

তথ্যসূত্র:

=======

১। ইউপি নির্বাচনে অব্যাহত সহিংসতা: সব অংশীজনকে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে

https://bit.ly/3bRE2L3

২। ৪ জন নিহতের একদিন পর আবারো সংঘর্ষ

https://tinyurl.com/y559he3a

৩। আ.লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ আরও একজনের মৃত্যু

https://tinyurl.com/bywzv96j

০৭ই নভেম্বর, ২০২১

ভুয়া এনকাউন্টারে বন্দীদের শহাদাতের প্রতিশোধ নিতে ৫ সেনাকে হত্যা করল তালিবান

পাকিস্তানের গাদ্দার সেনাবাহিনী কর্তৃক ভুয়া এনকাউন্টারে শহীদ করা হয়েছে ৪ জন বন্দীকে। যার প্রতিশোধ নিতে ৫ সেনাকেও হত্যা করেছেন পাক-তালিবান।

বিবরণ অনুযায়ী, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের হাঙ্গু জেলায় গত ৩ দিন আগে একটি ভুয়া এনকাউন্টার চালিয়েছে দেশটির গাদ্দার সেনারা। এর মাধ্যমে এই দালাল সেনারা নিজেদের ইসলামোফোবিয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করলো।

প্রথমে গাদ্দার সেনারা নিজেদের গোপন সেফ হাউসের কারাগার থেকে চারজন তালিবান প্রতিরোধ যোদ্ধাকে ছেড়ে দেয়। এরপর একটি ভুয়া এনকাউন্টার দেখিয়ে ঐ বন্দী তালিবান সদস্যদেরকে শহীদ করে দেয় গাদ্দাররা। মাঠের লড়াইয়ে না পেরে এই অসহায় বন্দী ভাইদের উপর হারের জ্বালা মিটালো এই কাপুরুষ গাদ্দার সেনারা।

অবশ্য গাদ্দার সেনাবাহিনীর এই জুলুমের প্রতিশোধ নিতে সময় খেপন করেননি পাক তালিবানের জানবাজ মুজাহিদগণ।

শনিবার উত্তর ওয়াজিরিস্তানের জাইন জারগাহ এলাকাযর পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটিতে অভিযান চালান তেহরিক-ই-তালেবান পাকিনস্তানের (টিটিপি) বীর মুজাহিদরা। দুপুরের কিছুক্ষণ পর ঘাঁটির সামনে বোমা হামলার মাধ্যমে এই হামলাটি চালান তাঁরা। যার ফলে পাকিস্তানি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৪ সেনা নিহত এবং অপর ১ সেনা গুরুতর আহত হয়।

দিল্লী ভিত্তিক মুসলিম এনজিও এর ৪ জন সদস্যকে 'অনুসন্ধান করার দোষে' গ্রেপ্তার।

দিল্লী ভিত্তিক একটি মুসলিম এনজিও গ্রুপ ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের নির্যাতনের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেখানকার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। সেই গ্রুপের চারজন মুসলমান সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই এনজিওর ফেইসবুক পেইজে একটি ভিডিওতে আইনজীবী মাহ্মুদ প্রাচা উল্লেখ করেন যে, ত্রিপুরা পুলিশ তাদের এনজিওর চারজন প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আইনে মামলা করে।

সেই মুসলিম গ্রুপ এনজিওর সাধারণ সম্পাদক আমির আরফিন রেজভী বলেছেন যে "এটি পূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘন। একদিকে তো ত্রিপুরার পুলিশ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে অপরদিকে সংখ্যালঘুদের পক্ষে যারা আওয়াজ তুলছে ক্ষমতার জোরে তাদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।"

উক্ত চারজন মুসলিমকে ধর্মনগর কোর্ট ১৪ দিনের জন্যে পুলিশ কাস্টডিতে পাঠিয়েছে যদিও সেই চারজন ভুক্তভোগী অভিযোগ করছে যে তাঁদেরকে অনুসন্ধান বন্ধ করার চাপ প্রয়োগের জন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে।

এছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশ ৬৮ টি টুইটার প্রোফাইল, ৩২টি ফেইসবুক প্রোফাইল এবং ২ জন ইউটিউবারকে কঠোর ইউএপিএ আইনের অধীনে লিপিবদ্ধ করেছে। পুলিশ এই ৬৮টি টুইটার একাউন্টকে সাসপেন্ড করার জন্যে টুইটারে দরখাস্ত করেছে।

মুসলিম গ্রুপ ত্রিপুরায় চলমান এই মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতনকে 'রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদ' নামে অভিহিত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। Maktoob Media- 4 members of Delhi's Muslim group arrested under UAPA over fact-finding visit

https://tinyurl.com/u24mzty

২। Twitter Link:

https://tinyurl.com/5zma96k5

চলমান সৌদি জুলুম : ইয়েমেন-ফিলিস্তিনের পর উইঘুর মুসলিমদেরও কণ্ঠরোধ!

সৌদি আরব। আলে সৌদের ওসমানী খিলাফার সাথে গাদ্দারি ও পশ্চিমাদের সাথে চরম মিত্রতার ইতিহাস কমবেশি সবারই জানা। তাদের মিত্রতা এতই গভীর যে, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আরবের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সেনাদের ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে তারা।

এত কিছুর পরেও হারামাইন শরীফাইনের সম্মানে এই শাসকগোষ্ঠীর প্রতি উম্মাহর সম্মান ছিল, ছিল প্রত্যাশাও। কিন্তু এই গাদ্দার শাসকগোষ্ঠী দুই সম্মানিত মসজিদের কল্যাণে একদিকে যেমন উম্মাহর চোখবুজা অবুঝ সম্মান উপভোগ করেছে, তেমনি আরেকদিকে আবার এই উম্মাহর পিঠেই ছুরি বসিয়েছে।

বর্তমানে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার পর থেকে আরবের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করার মিশন জোরে-শোরে চলছে। একের পর এক ইসলামবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে সে।

আরবের যে পবিত্রভূমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রের সাক্ষী হয়ে আছে, সেখানে বিন সালমান পূর্ণ উদ্যমে পশ্চিমা নোংরা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। কিছুদিন আগে অসংখ্য তরুণের উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয়েছে পশ্চিমা গায়ক ও অর্ধনগ্ন নর্তকীদের কনসার্ট। https://i.ibb.co/5YGSpgs/soudi-consert-2.png
https://i.ibb.co/Vjkvh0r/soudi-consert.jpg

মুসলিম উম্মাহর রক্ত ঝরাতেও সিদ্ধ হস্ত এই এমবিএস। তার নেতৃত্বে কথিত আরব জোট অর্ধযুগ ধরে ইয়েমেনে উম্মাহর নারী-শিশুদের রক্ত ঝরাচ্ছে।

https://ibb.co/hLPcNfJ
আমেরিকার সব আধুনিক অস্ত্রের পরিক্ষা চালাচ্ছে সে ইয়েমেনে। এবছর এপ্রিল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ৭ মাসে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী ইয়েমেনে ২৫০০ টি গণবিধ্বংসী ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করেছে। https://i.ibb.co/mNkr0Wz/klastar-bomb.png
নির্বিচারে বোমা মেরে তারা হত্যা করেছে অসংখ্য নারী-শিশুকে, উড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য মসজিদ। https://i.ibb.co/2WDSrN1/yemen-mosque.jpg
২০১৫ সালে আক্রমনের প্রথম ৬ মাসেই তারা ২৩০০ জন সাধারণ নাগরিক হত্যা করেছিল। আর জাতিসঙ্ঘের হিসাব মতে, ইয়েমেন যুদ্ধে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মুসলিম। https://i.ibb.co/64DRL0T/yeamen-deaths.png
দুর্ভিক্ষে শুধুমাত্র অপুষ্টির শিকার হয়েই ইয়েমেনে এখন পর্যন্ত মারা গেছে প্রায় ৮৫ হাজার শিশু। https://i.ibb.co/s1svXmG/yemen-Children2.jpg
https://i.ibb.co/nBG3gkb/children-dead-in-yemen.png
নিজ দেশের যে সকল হকপন্থী আলেমগণ তার অপকর্মের বিরুদ্ধে সামান্যতম কথা বলেছে, তাদেরকেই সে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিয়ে চরমতম নির্যাতন করেছে।

কাশ্মীরে যখন হিন্দুত্ববাদী দখলদাররা মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে, সে তখন মুসলিম গণহত্যাকারী মোদীর স্তুতি-স্তবক গেয়েছে, ভারতের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছে, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের সাথে সে বন্ধুত্বের কথা বলেছে। এমনকি ভারতের প্রতিবাদী মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোয়ান্দা তথ্য বিনিময়ের কথাও বলেছে সে। https://i.ibb.co/8zpSHYf/deal-modi-mbs.png

মুসলিম গণহত্যাকারী মোদীর সাথে ভারতে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের চুক্তিও করেছে এই এমবিএস। https://i.ibb.co/k91H365/modi-MBS.png
বর্বর ইসরাইলের সাথেও সে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া কৌশলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। https://i.ibb.co/NNBKS7L/saudi-Israel.png
দখলদার ইসরাইলে সৌদি বিমান অবতরণের একদিন পর সৌদিতে অবতরণ করল ইসরাইলি বিমান। ইসরাইলি গণমাধ্যম টাইমস অফ ইসরাইলে এই খবর নিশ্চিত করা হয়। খবরে বলা হয়, গতো ২৭ অক্টোবর ইসরাইলের একটি বিমান সৌদি আরবে অবতরণ করে। https://i.ibb.co/fCtzsCN/israili-Flight2.png

সাম্প্রতিক সময়ে উম্মাহর উপর সবচেয়ে ভয়াবহ নির্যাতন হিসেবে মনে করা হয় উইঘুর মুসলিমদের উপর চালানো চীনা দমনপীড়নকে। চীনা সরকার দীর্ঘদিন ধরেি পূর্ব তুর্কিস্তানের লাখ লাখ মুসলিমকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রেখেছে। তাদের উপর চলছে অমানষিক নির্যাতন। মুক্ত মুসলিমদেরকেও চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয় স্মার্ট ক্যামেরা ও পুলিশের নজরদারিতে।

এসব খবর সারাবিশ্বের মানবিক বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যথিত করেছে। এমন পরিস্থিতিতেও আলে সৌদ সরকার পাকিস্তানের মতো কয়েকটি গাদ্দার দেশকে সাথে নিয়ে যৌথ বিবৃতিতে চীনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছে যে - সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার চীনের রয়েছে।
https://i.ibb.co/znwdQKf/saudi-pak-china.png
https://i.ibb.co/2YRqFGL/xiMBS.png
https://i.ibb.co/9H2wFxs/MBS-china.png

সালমান এমনকি চীন সফর করে সেখানে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়ে এসেছে।
https://i.ibb.co/68fh6v5/saudi-China-deal.png

গাদ্দার এমবিএস'এর দালাল সৌদি পুলিশ সম্প্রতি চীনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্লোগান লেখা টি-শার্ট পড়ায় এক উইঘুর মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া সেতিওয়ালদি আব্দুকাদির তার টি-শার্টে পূর্ব তুরকিস্তানে চীনা গণহত্যা ও দখলদারীত্ব শেষ হওয়ার জন্য দোয়া করার আবেদন জানিয়ে লিখা ছেপেছিলেন।
https://i.ibb.co/NN5q1Mf/abde-korim.jpg
এই দোয়া চাওয়ার অপরাধেই তাকে 'মাসজিদ আল হারাম'এর ভিতর থেকে গ্রেফতার করে জালিম সৌদি প্রশাসন। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেলে পরে তাকে 'এমন রাজনৈতিক স্পর্শকাতর লিখা যুক্ত টি-শার্ট না পড়ার' শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়।

https://i.ibb.co/QfNqqCj/son-1.jpg
https://i.ibb.co/F7339Zj/abde-Karim-s-son.jpg
এভাবেই দেশে দেশে ইসলাম ও নির্যাতিত উম্মাহর পক্ষে কথা বলার করণে মুসলিমদের কণ্ঠ রোধ করে আসছে সৌদির এমবিএস, আমিরাতের বিন যায়েদ এবং এদের মতো অপরাপর জালেম শাসককেরা। হকপন্থী উলামাগন তাই এই বিদেশি শক্তির দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উম্মাহ্‌কে পরামর্শ দিয়ে আসছেন সবসময়।

তথ্যসূত্র :

১। Saudi coalition used cluster bombs in 2,500 raids on Yemen: Houthis –

https://tinyurl.com/4wacss2p

২। 2,300+ civilians killed in 6 months –

https://tinyurl.com/a4dksuf4

৩। UN Urges Yemen Ceasefire, Says 233,000 Killed in Six-Year War –

https://tinyurl.com/yvtxpcbf

৪। Yemen crisis: 85,000 children 'dead from malnutrition' –

https://tinyurl.com/433cdznx

৫। crown-prince-of-saudi-arabia-announces-sharing-intelligence-on-terrorism –

https://tinyurl.com/4wacss2p

৬। Saudi Arabia announces $100 billion investment in India –

https://www.deccanherald.com/national/saudi-arabia-announces-100-719455.html

৭। Saudi Arabia has fully normalised relations with Israel, only a huge ceremony remains- https://tinyurl.com/2u8kv3nz

৮। First direct flight from Israel lands in Saudi Arabia

https://tinyurl.com/4vcz7kw4

৯। saudi arab defends china's right to fight terrorism –

https://tinyurl.com/4rde8tb6

১০। saudi arabia defends letter backing chinas xinjiang policy - https://tinyurl.com/3ya6kurj

১১। pakistan saudi arabia drift apart china moves –

https://tinyurl.com/5d39unpz

১২। Saudi Arabia strikes $10 billion China deal, talks de-radicalisation with Xi –

https://tinyurl.com/5y5ae4tj

১৩। Saudi, China sign $28 billion worth of economic accords - SPA –

https://tinyurl.com/3wjssdpz

১৪। Saudi police arrested Uyghur Muslim, Setiwaldi Abdukadir in Masjid al-Haram - https://tinyurl.com/2zsdkevu

ফ্রান্সের চাপের মুখে টুইটার থেকে 'হিজাবি ক্যাম্পেইন' এর পোস্টগুলো মুছে দিলো ইউরোপিয়ান কাউন্সিল।

ফ্রান্সের চাপের মুখে পড়ে টুইটার থেকে 'হিজাবি ক্যাম্পেইন' এর পোস্টার উঠিয়ে দিয়েছে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল। সেই পোস্টার মুসলিম মহিলাদের হিজাবকে প্রমোট করছিলো।

গত সপ্তাহে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে একটি ছবি পোস্ট করেছিলো। ছবিটি হিজাবি মুসলিম মহিলাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং হিজাবের প্ররোচনার উদ্দেশ্যে পোস্ট করা হয়।

কিন্তু ফ্রান্সের সেই বিষয়টি পছন্দ হয় নি। তাদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত সেই পোস্ট সরাতে বাধ্য হয় ইউরিপিয়ান কাউন্সিল।

সেই ক্যাম্পেইনের ব্যপারে ফ্রান্সের কিছু রাজনীতিবিদদের উক্তি হলো-

"পোশাকে না বরং মহিলারা তাদের পোশাক খুললেই পায় স্বাধীনতা"-- ম্যারি লা পিন (ফার রাইট রিসেম্বল্‌মেন্ট ন্যাশনাল পার্টি)

এরিক জিমুর, যে কিনা একজন প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট এবং ইসলাম ও মুসলিমদের কটাক্ষ করাতে বেশ কুখ্যাতি অর্জন করেছে, সে বলেছে যে- " ইসলাম হচ্ছে স্বাধীনতার শত্রু। আর এই ক্যাম্পেইন হচ্ছে সত্যের শত্রু।"

উল্লেখ্য ফ্রান্সে সমকামিতা, ইসলামকে কটাক্ষ করা, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উদ্দেশ্যে কার্টুন আঁকা এসবকে বাক্ স্বাধীনতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়; তবে শুধু ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর শত বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়।

এর আগে ফ্রান্সে মহিলাদের বোরখা পড়া নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি নানান সময় মুসলিমদের প্রতি নানাণ বৈষম্যমূলক আইন বা নিয়ম চালু করেছে দেশটির সরকার।

তথ্যসূত্র:

১। Doam (Documenting Oppressions Agains Muslims)

https://tinyurl.com/44zrw7ua

রাজধানীতে আশ-শাবাবের সফল হামলায় সোমালি ৬ গাদ্দার সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানীতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একইদিনে কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে ৬ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ৫ নভেম্বর শুক্রবার ভোর বেলায়, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত পশ্চিমাদের গোলাম গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ২টি অবস্থানে হামলা চালানো হয়েছে। রাজধানীর হিডেন ও আউদাকলী এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। যাতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

এদিন বিকাল বেলায় রাজধানীর হলুদাক এবং হারওয়া জেলায় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অবস্থানে আরও ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে পশ্চিমাদের গোলাম সামরিক বাহিনীর ২ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং তৃতীয় এক সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ্ নিউজ জানিয়েছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এই হামলাগুলো চালিয়েছেন।

গরু চোর সন্দেহে এক বাংলাদেশী মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা

ত্রিপুরার কমলনগর গ্রামে গত শনিবার একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে গরু চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকে এখনও চিহ্নিত করা না গেলেও পুলিশ দাবি করছে যে তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং বাংলাদেশী টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

স্থানীয়দের মতে, নিহত ব্যক্তি বাংলাদেশের জামনগর এলাকার। তার সাথে সেখানে আরও দুইজন ছিলো।

মানুষটিকে পিটিয়ে মারার কারণ হিসেবে গ্রামবাসী বলে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে সঠিক কোনও তথ্য দিতে পারছিলো না। তার সাথে থাকা বাকি দুজন ব্যক্তি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সে সেখানকার মানুষদের গনপিটুনির শিকার হয়। মানুষ পিটিয়ে মারার জন্য এই কারণ কি যথেষ্ট - এমন প্রশ্নের সদুত্তর হয়তো তাদের জানা নেই?

তবে মুসলিম পরিচয়ের কারণেই যে তাকে এমন করুণ পরিণতি বরং করতে হয়েছে, সেটা ত্রিপুরায় চলমান মুসলিম নির্যাতনের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায়।

গতবছর আসামের করিমগঞ্জেও জেলায় তিনজন বাংলাদেশিকে গরু পাচারকারী সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আসামের মানবাধিকার কমিশন পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্টকে এই কেইসের ব্যপারে খতিয়ে দেখতে বললেও সেই কেইস পুলিশ এখনও দেখেনি।

বর্তমানে গরুচোর বা গরু পাচারকারী সন্দেহে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করা অনেকটা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গত বছর থেকে এই সংক্রান্ত প্রায় ১০০টিরও বেশি কেইস জমা হয়েছে। এগুলোর কোনটিরই এখনও কোনও অগ্রগতি হয় নি।

তথ্যসূত্র:

১। Maktoob Media- 2021/11/06/man-lynched-by-villagers-in-tripura

https://tinyurl.com/4twzcscu

হিন্দুত্ববাদী পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে মাথাচাড়া দিচ্ছে ধর্ম অবমাননাকারীরা।

ভারতের শিয়া ওয়াক্‌ফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান 'ওয়াসিম রিজভি' চরম পর্যায়ের ধর্ম অবমাননাকারী ও কট্টর ইসলামবিদ্বেষী। এই বছরের শুরুতে সে কুরআনের জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত বাদ দিতে হাইকোর্টে রিট করেছিলো।
এই বছর সে নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কটুক্তি করে একটি বই লিখেছে, যার প্রকাশক আরেক হিন্দুত্ববাদী ও ইসলামবিদ্বেষী মহন্ত যতি নরসিংহানন্দ স্বরস্বতী।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে যত বাজে ভাবে মন্তব্য করা যায় তার সবই সে করেছে তার বইয়ে। আর তার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করেছে আরেক সন্ত্রাসী 'অমিত শাহ্'।

সাম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও তে দেখা যায় নরসিংহ সেখানে রিজভি কে 'ওয়াসিম' ভাই বলে সম্বোধন করছে এবং যোগী আদিত্যনাথকে (যে কিনা আরেক সন্ত্রাসী এবং ইসলাম বিদ্বেষী) উদ্দেশ্য করে বলছে, সে যেন রিজভির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

ঐ নরসিংহ আরও বলে "ওয়াসিম ভাই একজন মুসলমান হয়ে ন্যায় এর জন্য, সত্যের জন্য, মানবতার জন্য নিজের জীবনের বাজি লাগিয়েছে"। সে আরও বলে যে রিজভি নাকি ইসলাম নিয়ে বিশদ পড়াশোনা করার পর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'কে নিয়ে এই বই লিখেছে।

পরিশেষে অমিত শাহ্ এর জন্যে রিজভিকে অভিনন্দনও জানায়।

[টুইটার লিংক : https://tinyurl.com/2fmuu5wx]

কি আছে রিজভির লিখা 'মুহাম্মাদ' বইটিতে?

রিজভি নামক এই ধর্ম অবমাননাকারি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'কে নিয়ে লিখা তার বইতে যাচ্ছেতাই ভাবে মিথ্যাচার করেছে। সেখানে কয়েকটি পয়েন্ট হচ্ছে - মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলমানদের চরিত্রকে

প্রকাশিত করে, - কুর'আন আমাদেরকে সন্ত্রাসবাদ শিক্ষা দেয়, - গত ২৫ বছরে যত সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়েছে তার সবটাই নাকি মুসলিমরা করেছে, যার কারণে মৃত্যুবরণ করেছে লাখ লাখ নিরীহ মুসলিম, - আল্লাহ'র বই মানুষকে সন্ত্রাসবাদের দিকে নিয়ে যায়- ইত্যাদি সহ আরও অনেক কিছু।

একের পর এক শারীরিক ও অর্থনৈতিক আক্রমনের পর এবার মুসলিমদের প্রাণপ্রিয় রাসুলকে (সাঃ) নিয়ে ব্যঙ্গ করছে হিন্দুত্ববাদীরা ও তাদের দোসররা। হিন্দুত্ববাদীদের একের পর এক উস্কানিমূলক আচরণের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষকরা তাই মনে করছেন, তারা যেকোনো অজুহাতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করতে চাইছে বলেন মন্তব্য করছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Divya Bharat- controversy-over-wasims-book https://tinyurl.com/34s24pnk

2. https://tinyurl.com/6n2amvvm

3. https://tinyurl.com/y37b4bsz

৬ই নভেম্বর, ২০২১

জুমুআর নামাজের জায়গায় গোবরের স্তুপ দিয়ে উৎসবে মেতেছে হিন্দুরা

ভারতে একের পর এক মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনা ঘটে চলেছে। একদিকে হিন্দুত্ববাদীরা কমর বেঁধে মুসলিম গণহত্যার প্রস্তুতিনিচ্ছে, আরেক দিকে মুসলিমদের ব্যবসা-কদান-পারত বন্ধ করে ও মারধর করে একের পর এক করা হচ্ছে উস্কানিমূলক আচরণ।

অবস্থা দৃষ্টে তাই বিশ্লেষকরা মনে করছেন, হিন্দুত্ববাদীরা চাইছে মুসলিমদের উত্তেজিত করে যেকোনো উসিলা তৈরির মাধ্যমে হত্তাজজ্ঞ শুরু করতে।

এসব উস্কানিমূলক আচরণের অংশ হিসেবে হিন্দুতত্ববাদী সরকার বিভিন্ন স্থানে জুমুয়ার নামাজের অনুমতি বাতিল করে। আর এবার কিনা জুমুআর নামাজ আদায়ের জায়গায় গোবরের স্তুপ তৈরি করে নামাজে বাধা দিয়ে উৎসবে মেতেছে হিন্দুরা।

গতোকাল ৫ নভেম্বর ভারতের উত্তরপ্রদেশের গুরুগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

খবরে বলা হয়, স্থানীয় মুসলিমরা মসজিদের অভাবে খোলা জায়গায় জামাত করে নিয়মিত নামাজ আদায় করে আসছিলেন। সেই জায়গাতেই বড় বড় তাবু খাটিয়ে নামাজে বাধা দিচ্ছে হিন্দুরা।

হিন্দুত্ববাদী বিজেপির কপিল মিশরাসহ বেশ কয়েকজন নেতা এবং পুরোহিতের উপস্থিতিতে গোবরের স্তুপ তৈরি করে উৎসব করেছে হিন্দুত্ববাদীরা। এ সময় জয় শ্রীরাম বলে স্লোগান দেয় তারা।

এর আগে গুরুগ্রামের ৮ টি জায়গায় জুমুআর নামাজ আদায়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মুসলিমদের জামাতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। স্থানীয় মুসলিমরা এমন নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করলে ৩০ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

তথ্যসূত্র:

১। জুমার নামাজের জায়গায় গোবর লেপে ধর্মীয় আচার পালন - https://tinyurl.com/2mcb9ej6

ফেসবুকে পেজ খুলে হিন্দুদের উত্তেজিত করতে উসকানিমূলক ভুয়া পোস্ট করত আশিষ

কুমিল্লায় মন্দিরে কথিত হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পেজ খুলে বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক পোস্ট দিত আশিষ মল্লিক (৩০) নামে এক হিন্দু যুবক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও উসকানিমূলক পোস্ট দেওয়া ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন আশিষ মল্লিক।
কুমিল্লার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশে দাঙ্গা লাগাতে মিথ্যা ও উসকানিমূলক বক্তব্য পোস্ট করে আসছিল। তাদের সেই পোস্টের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলাসহ ও জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও একটি স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন গুজব ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে সহিংসতার ইন্ধন দিয়ে আসছে।

আশিষ মল্লিক গত ১৬ অক্টোবর একটি ফেসবুক পেজ খোলে। সেই পেজ ও নিজের ব্যক্তিগত আইডি থেকে উসকানিমূলক বক্তব্য পোস্ট করে আসছিল। সে নিজেই সেই পেজের অ্যাডমিন এবং তার সমমনা আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে অ্যাডমিন হিসেবে নিযুক্ত করে। খুব দ্রুত পেজটির সদস্য ও ফলোয়ার কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যায়। সেই ফেসবুক পেজ থেকে কুমিল্লার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা তথ্য প্রচার এবং উসকানিমূলক পোস্ট দেওয়া হচ্ছিল।

বাংলাদেশের মুসলিমদের উপর সহিংসতার বিস্তার ঘটাতে অপতৎপরতা চলছিল। ফেসবুক পেজটিতে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন নৃশংস ঘটনার ভিডিও আপলোড করে জনমনে ভয়-ভীতি তৈরিসহ উসকানি দেওয়া হচ্ছিল।

অভিযুক্ত আশিষ মল্লিক তার প্রতিটি পোস্টে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করতো। তার ফেসবুক পেজ থেকে পার্বত্য জেলার একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি মিথ্যা তথ্য দিয়ে পোস্ট করা হয়। সেখানে বলা হয়—সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষদের হুমকি দিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান। নোয়াখালীতে মারা যাওয়া এক ব্যক্তিকে পায়ের রগ কেটে পুকুর ফেলে দিয়েছেন বলে অপপ্রচার করা হয় সেই পেজে।

আশিষ মল্লিক মনে করতো, এ দেশে হিন্দুদের নিয়ে নেতিবাচক ও বিভ্রান্তিকর পোস্ট দিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উত্তেজিত হবে। এটাই তার মোটিভ ছিল।

এর বিরূপ প্রভাবও পড়েছে ব্যাপক। ভারতের উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো এগুলোকে পুজি করে মুসলিমদের বাড়িঘরে, দোকানপাটে, মাদ্রাসা, মসজিদে হামলা চালিয়েছে। ত্রিপুরায় এখনো ঝরছে মুসলিমদের রক্ত। গুজব ছড়ানোর অভিযোগের বাংলাদেশ ইসকনের দুটি টুইটার একাউন্ট ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১। হিন্দুদের উত্তেজিত করতে উসকানি ছড়াতেন আশিষ

https://tinyurl.com/4std4yw7
https://tinyurl.com/89mdvwtx

মধ্য আফ্রিকায় জাতিসংঘের মিসরিয় সৈন্যদের উপর হামলা, হতাহত ১০ সৈন্য

মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মিসরিয় জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর গুলি চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

দেশটিতে জাতিসংঘের মিশন "মিনুসকার" দেওয়া এক বিবৃতি অনুসারে, রাজধানী বাঙ্গুইতে সেদেশের রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের নিরাপত্তা রক্ষীরা জাতিসংঘের "মিনুসকা" বাহিনীর সদস্যসদের বহনকারী একটি গাড়িতে গুলি চালিয়েছে। গত ৩ নভেম্বর বুধবার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের ১২০ মিটারের মধ্যে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

MINUSCA এক বিবৃতিতে এই হামলাকে "ইচ্ছাকৃত এবং বর্ণনাতীতভাবে ভয়ঙ্কর" বলে বর্ণনা করেছে। হামলায় মিশরের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১০ সদস্য হতাহত হয়েছে।

সম্প্রতি দেশটিতে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর হামলা বেড়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস কয়েক সপ্তাহ আগে এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর উপর এধরণের হামলার নিন্দা জানিয়েছিল এবং বলেছিল যে, হামলাগুলি অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এনিয়ে গত ৪ মাসে, মধ্য আফ্রিকায় জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী নামক অশান্তির ময়দান প্রস্তুতকারী সামরিক বাহিনীর উপর কমপক্ষে ১৮ টি হামলা চালিয়েছে সরকারি সেনারা। যাতে জাতিসংঘের বেশ কিছু সন্ত্রাসী সৈন্য হতাহত হয়েছে।

০৫ই নভেম্বর, ২০২১

গাদ্দার গোয়েন্দা সদস্যকে গুলি করে হত্যা করল পাক-তালিবান

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া অঞ্চলে দেশটির এক গাদ্দার গোয়েন্দা সদস্যকে টার্গেট করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এতে সে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মারা যায়।

বিবরণ অনুযায়ী, রাজ্যটির বান্নু জেলায় ক্যান্ট থানা সীমান্ত এলাকায় দেশটির এক গোয়েন্দা অপারেটিভকে টার্গেট করে গুলি করা হয়েছে। এতে সে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং জবাই করা ষাঁড়ের মতো যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পরে তাকে একটি রিকশায় করে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তখন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, মুজাহিদদের হামলায় উক্ত গোয়েন্দা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। এদিকে টিটিপির অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে যে, হামলায় আহত গোয়েন্দা সদস্য চিকিৎসারত অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেছে।

নিহত গোয়েন্দা অপারেটিভকে গুল দারাজের ছেলে শাহজিব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। হামলার পর ঐদিন স্থানীয় পুলিশ এলাকাটি ঘিরে রাখে এবং গাদ্দার গোয়েন্দা কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সারাদিন ধরে হামলার প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। কিন্তু হামলাকারী মুজাহিদিনরা গাদ্দার বাহিনীর সদস্যরা আসার আগেই নিরাপদে এলাকা ছেড়ে চলে যান।

এর আগে গত ১লা নভেম্বর ডেরা ইসমাইল খানে এক গোয়েন্দা অফিসারকেও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানে শরিয়াহ্ ভিত্তিক শাসন ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এই বরকতময় হামলাটিরও দায় স্বীকার করেছেন।

"এবার মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া শুরু করলো বর্বর ইসরাইল"

মুসলিমদের বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাটে ও কবরস্তান ধ্বংস করতে করতে এখন পবিত্র মসজিদ ধ্বংসের কাজও শুরু করেছে দখলদার ইসরাইল। পশ্চিম তীরের নাবলুসে গত বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) 'অবৈধ স্থাপনা' আখ্যা দিয়ে তারা বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে এক যুগ আগে স্থাপিত হওয়া একটি মসজিদ।

মসজিদটি ধ্বংস করার সময় পবিত্র কোরআনের কয়েকটি কপি মাটিতে পরে থাকতে দেখা গেছে। পরে ফিলিস্তিনিরা কোরআনের কপিগুলো উদ্ধার করে।

অন্যদিকে জেরুজালেমের একটি এলাকায় দু'টি ফিলিস্তিনি দোকান গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইল। গত তিন মাস আগেও এখানে ১৮টি দোকান গুড়িয়ে দিয়েছিল বর্বর ইসরাইল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল এ দোকান দুটো ধ্বংস করে দিল দখলদার সন্ত্রাসীরা।

এছাড়াও দক্ষিণ জেরুজালেমের একটি মহল্লায় অবৈধ স্থাপনার অজুহাতে একটি ফিলিস্তিনির বাড়ি গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। একতলা এ বাড়িটি ১১ বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল।

মসজিদ গুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাটি এমন সময় ঘটেছে, যখন পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে ৩ হাজারের বেশি অবৈধ বসতি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় দখলদার ইসরাইল। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইসরাইল বহুদিন ধরে গ্রেফতার ও খুনের মতো কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল ইসরাইল।

তথ্যসূত্র :

১। Pictures| Israeli forces demolish Palestinian mosque in Nablus

https://tinyurl.com/3ewe3kc9

২। Statistics on House / Structure Demolitions

https://tinyurl.com/44dde3sr

৩। Pictures| Israeli forces demolish two-Palestinian-owned stores in Jerusalem https://tinyurl.com/8ez2w4ra

৪। Pictures| Israeli forces demolish Palestinian-owned house in occupied Jerusalem https://tinyurl.com/bnech2

https://alfirdaws.org/2021/11/05/53784/

বুর্কিনা ফাসোতে আক্রমণ বাড়িয়েছে আল-কায়েদা, হতাহত ৮ এরও বেশি

সাহেল আফ্রিকার মালি সীমান্তের খৃষ্টান প্রধান দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে আক্রমন বাড়িয়েছে আলকায়েদা শাখা জামা'ত নুস্রাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর ১টি সফল হামলা চালিয়েছেন জেএনআইএম ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা, যাতে ৫ এরও বেশি পুলিশ নিহত এবং ৩ পুলিশ সদস্য নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা বুর্কিনা ফাসোতে সর্বশেষ হামলাটি চালানো গত ৩১ অক্টোবর মালির সীমান্তবর্তী সোরউ প্রদেশের "দি" শহরের কাছে। যেখানে একটি থানায় হামলাটি চালানো হয়েছিল। এতে ৫ পুলিশ সদস্য নিহত এবং অন্য ৩ পুলিশ সদস্যকে বন্দী করে নিয়ে যান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দেশটির সামরিক সূত্রগুলো হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এই হামলার পর ২:২৯ মিনিটের এক ভিডিওতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনআইম" সূত্র হামলার সত্যাতা নিশ্চিত করেছে।

সংক্ষিপ্ত এই ভিডিওটিতে তাঁরা অভিযান শেষে প্রাপ্ত গনিমতের ছবিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওর তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযান থেকে জেএনআইএম যোদ্ধারা ১টি পিকআপ, ৫টি মোটরসাইকেল, ১টি MG-M1 মেশিনগান, ৯টি জাস্তাভা M05E, বেশ কিছু রাইফেল, এবং প্রচুর গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন।

সমর্থের সবটুকু দিয়েই অসহায় ও দরিদ্রদের পাশে আফগানিস্তানের নবগঠিত সরকার

দেশে দেশে জোরপূর্বক প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার নামে নোংরামি ফেরি করে বেড়ানো আমেরিকা আফগানিস্তানের বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ আটকে দিয়েছে। আর তাদের হাতের পুতুল দুর্নীতিবাজ গনি সরকার বেপরোয়া ভাবে রাষ্ট্রের অর্থ লুট করেছে। ফলে চরম বিপর্যয় আর অর্থিক সংকটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আফগান জনগণ, ধুঁকছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার।খাদ্য ও অর্থসংকটের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সংকট তীব্র হয়েছে, দেখা দিয়েছে আরও নানান আর্থসামাজিক সমস্যা।

অথচ কথিত মানবতার ফেরিওয়ালারা সন্ত্রসী রাষ্ট্র আমেরিকা ও তাদের দোসর সাবেক গনি সরকারের কারণে তৈরি হওয়া অর্থসংকট ও বিভিন্ন সমস্যার কথাগুলো তারা সচেতন ভাবে এড়িয়ে। কিছু স্থানে এগুলো নিয়ে আলোচনা হলেও, এই সংকটময় অবস্থা তৈরি হওয়ার প্রকৃত কারণ ও এর থেকে উত্তোরণের উপায়গুলো নিয়ে কোন কথাই বলছে না হলুদ মিডিয়া। উল্টো নানান কৌশলে তারা এসব সমস্যার জন্য কেমন যেন নবগঠিত তালিবান সরকারকেই আকারে-ইঙ্গিতে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এমন কঠিন আর সংকটময় মহূর্তেও জনগণের পাশে অটল-অবিচল হয়ে দাড়িয়ে আছে নবগঠিত ইমারতে ইসলামিয়ার সরকার। সাবেক মার্কিন দালাল গনি সরকারের মতো আফগান জনগণকে একা ছেড়ে যাননি তাঁরা। নিজেদের সমর্থের সবটুকু দিয়েই অসহায় ও দরিদ্রদের সহায়তা করে যাচ্ছেন।

সেই ধারাবাহিতার অংশ হিসেবে ইমারতে ইসলামিয়ার শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন বিভাগের পারওয়ানের প্রাদেশিক প্রধান মৌলভী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হাফিজাহুল্লাহ্, প্রদেশটির চারিকার ও বাখতার অঞ্চলের ৫০০ দরিদ্র পরিবারের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব বিতরন করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার এই দায়িত্বশীল সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা পারওয়ান প্রদেশের ২টি অঞ্চলের ৫০০ দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য ও বস্ত্র সহায়তা পৌঁছে দিয়েছি। তিনি আরও জানান, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে ইমারতের পক্ষহতে এই সহায়তা বিতরণের কাজ অব্যাহত রাখা হবে। আমরা এই সংকটময় পরিস্থিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেনো এই কাজে এগিয়ে আসেন।"

তিনি আরও যোগ করেছেন: "আমরা পারওয়ানের উক্ত ২টি এলাকার প্রতিটি পরিবারকে ২০ কেজি আটা, ৫ কেজি চাল, ২.৫ কেজি তেল, ৫ কেজি চিনি, ২টি সাবানের বার এবং পুরুষ, শিশু ও মহিলাদের জন্য ২ সেট করে পোশাক বিতরন করেছি... ইমারতে ইসলামিয়ার শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন মন্ত্রের বাজেট থেকে এসব সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা এই ধারা অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ্।"

দরিদ্র পরিবারের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব বিতরনের কিছু দৃশ্য -

https://alfirdaws.org/2021/11/05/53778/

০৪ঠা নভেম্বর, ২০২১

ভারতে গুরুগ্রামের ৮ জায়গায় জুমার নামাজের অনুমতি বাতিল করল হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন

ভারতে গুরুগ্রামের ৮ জায়গায় শুক্রবার নামাজের অনুমতি বাতিল করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। তবে গুরুগাঁওয়ে এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। ২০১৮ সালেও ওই এলাকায় উন্মুক্ত স্থানে মুসলিমদের শুক্রবারের জুমার নামাজ পড়া নিয়ে আপত্তি জানায় উগ্র হিন্দুরা। পরে জেলা কর্মকর্তারা হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে নামাজের জন্য ৩৫টি জায়গা নির্ধারণ করে দেয়।

২০১৮ সালে এলাকায় মোট ৩৭টি জায়গায় শুক্রবার নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছিল প্রশাসন। তার মধ্যে ৮ জায়গা থেকে সেই অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে এলাকার হিন্দু বাসিন্দাদের আপত্তি।

ওই ৮ জায়গার মধ্য রয়েছে সেক্টর ৪৯ এর বাঙালি বস্তি, ডিএলএফ-৩ এর ব্লক ৫, সুরাট নগর ফেজ ১, খেরকি মাজরা গ্রাম, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের দৌলতাবাদ, সেক্টর ৬৮ এর রামপুর গ্রাম ও নাখরোলা রোড। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, যে কোনও খোলা বা ঘেরা জায়গায় নামাজ পড়তে গেলে প্রশাসনের অনুমতি লাগবে।

এলাকার মানুষজন এরকম বহু জায়গায় নামাজ পড়ার ব্যপারে আপত্তি করেছে। সেইসব জায়গাতেও নামাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা শুক্রবারে এখন প্রকাশ্যে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে জমায়েত বিক্ষোভ করতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে জুমার নামাজে বাধা দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

https://i.imgur.com/ptxzQQ5.jpg

তথ্যসূত্র:

১.ভারতে এবার মুসলিমদের নামাজ পড়তে বাধা দিল কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা https://tinyurl.com/me468xwt
২.Gurugram: গুরুগ্রামের ৮ জায়গায় শুক্রবার নামাজের অনুমতি বাতিল করল প্রশাসন https://tinyurl.com/2arr33y8

বুর্কিনা-ফাসোর আইভরি কোস্ট সীমান্তে আল-কায়েদার হামলা, নিহত সামরিক বাহিনীর ৫ সদস্য।

মালির পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির গাদ্দার সেনাদের উপর এক হামলার ঘটনায় ৫ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ অক্টোবর আইভরি কোস্ট সীমান্তে বুর্কিনা-ফাসোর সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন 'জেএনআইএম'এর প্রতিরোধ যোদ্ধারা। উক্ত হামলায় বুর্কিনা-ফাসোর ৫ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে অভিযান শেষে জেএনআইএম যোদ্ধারা ১টি গাড়ি ও ৮ টি মোটরবাইক সহ বেশ কিছু অস্ত্র এবং গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

স্থানীয় সূত্রমতে, বুর্কিনা ফাসোর জুদিবো শহরের বুসেলী-মোহন এলাকায় পুলিশ সদস্যদের টহলরত একটি দলের উপর হামলাটি চালিয়েছেন জেএনআইএম এর জানবাজ মুজাহিদিন। তাঁরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযান শেষ করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

এদিকে তুর্কি সংবাদ মাধ্যম "mepa news" দাবি করেছে যে, এনিয়ে গত সপ্তাহজুড়ে বুর্কিনা-ফাসোতে ৪টি হামলা চালিয়েছে "জেএআইএম" যোদ্ধারা। যাতে দেশটির সামরিক বাহিনীর ১১ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ৮ সেনা ও পুলিশ সদস্য। নিখোঁজ হয়েছে ৩ পুলিশ সদস্য।

নৌকায় ভোট না দিলে কবরস্থানে কবর ও মসজিদে নামাজ পড়তে না দেওয়ার হুমকি!

বাংলাদেশের জনগণকে জিম্মি করে রেখে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ভয়ভীতি জোর জুলুম আর হাম্লা-মাম্লার হুমকি দেওয়াই যেন তাদের প্রধান হাতিয়ার। ইতিপূর্বে নৌকায় ভোট না দিলে এলাকায় থাকতে দেওয়া হবেনা বা এই জাতীয় নানান হুমকি শোনা গেছে আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের মুখে।

তবে এবার কক্সবাজারের উখিয়ার হলদিয়াপালং ইউনিয়নের আওয়ামীলীগ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী অধ্যক্ষ মো: শাহজাহান যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। নৌকার বিরোধিতা করে নৌকা প্রতীকে ভোট না দিলে কাউকে কবরস্থানে কবর ও মসজিদে নামাজ পড়তে দেওয়া হবেনা বলে হুমকি দিয়েছে এই লীগ সন্ত্রাসী। সোমবার রাতে নৌকার একটি প্রচারণার অফিস উদ্বোধনকালে এ ঘোষণা দেয় অধ্যক্ষ মো: শাহজাহান।

সে আরও বলেছে, যারা নৌকার বিরোধিতা করে তাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তারা মারা গেলে তাদেরকে কবর দিতে দেওয়া হবেনা। সেই সাথে তাদেরকে মসজিদে নামাজও পড়তে দেওয়া হবেনা।

অবশ্য ঘোষণার বিষয়ে তার ব্যাখ্যা হল, 'আমার পাড়া ও সমাজে সবাই আমার আত্মীয় স্বজন। তারা আমার বিরোধিতা করে নৌকায় ভোট না দিলে তাদেরকে কবরস্থানে কবর দিতে দেওয়া হবেনা। তাদের কাউকে মসজিদে নামাজ পড়তে দেওয়া হবেনা বলেছি।'

তবে এটা স্পষ্ট যে, মাথার উপর দলের নেতাদের হাত থাকায় অন্যান্য সন্ত্রাসীদের হুমকি-ধামকির ঘটনাগুলোর মতো এই নামধারি অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

তথ্যসূত্র :

১। অধ্যক্ষ মো: শাহজাহানের বক্তব্য –

https://tinyurl.com/45ktw3ff

এবার ইসরাইলি বিমান অবতরণ করলো সৌদি আরবে!

দখলদার ইসরাইলে সৌদি বিমান অবতরণের একদিন পর সৌদিতে অবতরণ করল ইসরাইলি বিমান। ইসরাইলি গণমাধ্যম টাইমস অফ ইসরাইলে এই খবর নিশ্চিত করা হয়। খবরে বলা হয়, গতো ২৭ অক্টোবর ইসরাইলের একটি বিমান সৌদি আরবে অবতরণ করে।

অবৈধ দখলদার ইসরাইলের সাথে সৌদি আরবের প্রাতিষ্ঠানিক কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক এখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে গোপনে দেশ দু'টির নাগরিকদের সফর, আলোচনা ও কূটনৈতিক রফাদফা চলে আসছে বহুদিন ধরে।

গত বছর আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান এবং মরক্কোর দালাল শাসকরা দখলদার ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। এর পরপরই দালাল সৌদি প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান পবিত্র ভূমি সৌদি আরবের আকাশপথকে ইহুদিদের জন্য খুলে দেয়। ফলে আকাশপথে যোগাযোগ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এতে ভারতের সাথে ইসরাইলি বিমান চলাচলের সময়ও ২ ঘন্টা সময় কমে আসবে।

দখলদার ইসরাইলের সাথে বিমান চলাচল শুরু হওয়ার মাধ্যমে সৌদি প্রশাসন মূলত ইহুদিদের সাথে তাদের গোপন মিত্রতা প্রকাশ্যে নিয়ে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। আর তারা বলছেন যে, বিন সালমান ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার পর থেকে ইসরাইলের সাথে সৌদির দহরম মহরম বেড়েই চলেছে।

কথিত আছে যে এই বিন সাল্মানের মা এবং তাকে লালনপালনকারী মহিলা - উভয়েই ইহুদি; তার চিন্তা-চেতনায় তাই এদের প্রভাব ব্যাপক।

তথ্যসূত্র :

১। First direct flight from Israel lands in Saudi Arabia –

https://tinyurl.com/2e5jyek8

---

১০০ রুপি ঘুষ না দেয়ায় অক্সিজেনের অভাবে মুসলিম শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু!

ভারতের হায়দ্রাবাদে হাসপাতালে ১০০ রুপি না দেওয়ায় অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেয়ার কারণে চার বছরের এক মুসলিম শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সূত্র হতে জানা যায়, মৃত ওই শিশুর নাম মোহাম্মদ খাজা। সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিল। পরবর্তীতে তার ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে।

ওই শিশুকে প্রথমে হায়দ্রাবাদের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরিস্থিতির অবনতি হলে হায়দ্রাবাদের নিলোফার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ভর্তি হওয়ার পরপরই ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয় শিশুটিকে। আর সেখানেই এক হিন্দু ব্যক্তির জিঘাংসা ও লোভের বলি হয়ে জীবন দিতে হলো তাকে।

শিশুটির বাবা মোহাম্মদ আজমের অভিযোগ, খাজার অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল। খুব শিগগিরিই তা দিতে হতো। অক্সিজেন দেয়ার জন্য ১০০ টাকা ঘুষ চায় সুভাষ নামের ওই স্বাস্থ্যকর্মী। ঘুষ দিতে অস্বীকার করেন তারা। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা হলে অক্সিজেন না দিয়েই আইসিইউ ছেড়ে চলে যায় সুভাষ।

অক্সিজেনের অভাবে হাসপাতালের শয্যাতেই ছটফট করতে করতে মারা যায় শিশুটি। এরপরই হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ করেন আজম ও তার আত্মীয়রা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন আজম ও তার পরিবার।

তথ্যসূত্র:

১। ১০০ রুপি ঘুষ না দেয়ায় অক্সিজেন খুলে নিল স্বাস্থ্যকর্মী, ভারতে মুসলিম শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু https://tinyurl.com/3ce4fzd9

মসজিদকে রক্ষা করতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার এক উইঘুর নারী।

মসজিদ উচ্ছেদে বাধা দিতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার হলেন একজন মুসলিম উইঘুর নারী। হোহত নামক স্থানের এক মসজিদে চীনা প্রশাসন মসজিদ উচ্ছেদ কার্যক্রম চালায়। তারা মসজিদের গম্বুজ এবং মিনার ভেঙ্গে ফেলে।

ঘটনাস্থলে 'হাজার হা' নামের সেই মুসলিম উইঘুর নারী একা প্রতিবাদ জানাতে যান। তিনি সেখানে পরপর দুইদিন অবস্থান করেন। মসজিদ থেকে তিনি সাহসিকতার সাথে এক কপি ক্বুর'আন নিয়ে আসেন এবং মসজিদ উচ্ছেদে বাধা দিতে থাকেন।

বেশ কিছু মুসলিম সেখানে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি কারও কোন কথা আমলে না নিয়ে প্রতিবাদ চালাতে থাকেন। এরপর পুলিশ এসে তাঁকে হেনস্তা করে এবং তাঁর কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলে। পরবর্তীতে তাঁকে একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং তাঁকে সেখানে একটি দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়- যেখানে শর্ত দেওয়া হয় যে তিনি কোনও মসজিদ উচ্ছেদ কার্যক্রমে আর কখনও বাঁধা দিবেন না।

যখন মসজিদের গম্বুজ সরিয়ে ফেলা হয় তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং জোরে জোরে তাক্বির দিতে থাকেন এবং কালিমা পড়তে থাকেন।

তথ্যসূত্র:

১। https://tinyurl.com/3tdpf5hx

২। গম্বুজ ভাঙ্গায় উইঘুর নারীর কান্না –

https://tinyurl.com/r4b6ubxt

রোগীদের জীবন বাঁচাতে শাহাদাতের পথ বেছে নিলেন সিনিয়র তালিবান কমান্ডার।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটি হাসপাতালে খারেজি সন্ত্রাসী আইএস হামলা চালিয়েছে। যাতে ইমারতে ইসলামিয়ার একজন সিনিয়র কমান্ডার মৌলভী হামিদুল্লাহ্ মুখলিস এবং ৩ নারীসহ মোট ৭ জন শাহাদাত বরণ করেছেন।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, গত (২ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সেরদার মোহাম্মদ দাউদ খান হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএস সদস্যরা। তালিবান সূত্রমতে, সন্ত্রাসীদের ঐ হামলায় ৩ নারী, ১ শিশু এবং ইমারতে ইসলামিয়ার একজন সিনিয়র কমান্ডারসহ আরও ৩ জন নিরাপত্তা কর্মী শাহাদাত বরণ করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার সূত্র জানিয়েছে যে, হাসপাতালে আইএস সন্ত্রাসীদের হামলার সংবাদ পেয়েই ঘটনাস্থলে হেলিকপ্টার যোগে বিশেষ বাহিনীর সদস্যদেরকে পাঠানো হয়। এসময় আইএস সন্ত্রাসীদের দমন করতে অভিযান চালান ইমারতের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

https://ibb.co/1TpP7fX

হেলিকপ্টার যোগে এসে বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা হাসপাতালে প্রবেশ করেন এবং রোগীদের রক্ষা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। সেই সাথে হাসপাতালে প্রবেশকারী আইএসের পুরো গেংটিকে কাবু করতে অভিযান চালান। ইমারতে ইসলামিয়ার বিশেষ বিহিনীর সদস্যরা খুবই দক্ষতার সাথে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে রোগীদের কোন ক্ষতি ও পেরাশানি ছাড়াই অনুপ্রবেশকারী ৫ আইএস সদস্যকে হত্যা এবং অন্য এক আইএস সন্ত্রাসীকে জীবিত বন্দী করেন।

তবে তালিবান মুজাহিদগণ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে হাসপাতালের ফটকে এক আইএস সদস্য আত্মঘাতী হামলা চালায়, যাতে এক শিশু, ৩ জন্য নারী এবং ইমারতে ইসলামিয়ার ৩ জন নিরাপত্তারক্ষী শহীদ হন।

তালেবান-সংশ্লিষ্ট সূত্রটি আরও জানায় যে, অনুপ্রবেশকারী আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে হাসপাতালে অভিযান শুরু হলে তখন কমান্ডার মুখলিস (রহিমাহুল্লাহ) শাহাদাত বরণ করেন। হাসপাতালে আইএস সন্ত্রাসীদের হামলার সংবাদ পাওয়া মাত্রই নিরপরাধ জনগণকে রক্ষা করতে বিশেষ বাহিনীর সাথে এই অভিযানে অংশ নেন কমান্ডার হামিদুল্লাহ্ মুখলিস। তালিবান সদস্যরা জানায়, আমরা কমান্ডার হামিদুল্লাহ্'কে এই অভিযানে অংশ নেওয়া থেকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি এক মহূর্তের জন্যেও অপেক্ষা না করে জনগণকে রক্ষা করতে বেরিয়ে পড়েন।

https://ibb.co/26f24mq

মৌলভী শহিদ হামিদুল্লাহ্ মুখলিস (রহ.) ছিলেন ইমারতে ইসলামিয়ার সিনিয়র কমান্ডারদের মধ্যে থেকে একজন। যারা ১৫ আগস্ট, ২০২১ এ রাজধানী কাবুলে প্রথমবারের মত ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয় নিশান নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

অকুতোভয় এই মুজাহিদ কমান্ডার নিজে বসে থেকে শুধুমাত্র অধস্তন যোদ্ধাদের অভিযানে না পাঠিয়ে নিজ জীবন বিপন্ন করে তিনি সরাসরি এতে অংশ নেন, যদিও চাইলেই তিনি শুধুমাত্র দিকনির্দেশনা দিয়েই নিরাপদে বসে থাকতে পারতেন। তবে তার সহযোদ্ধাদের মতে, শাহাদাত যার জীবনের একমাত্র মাক্বসাদ, তাকে এমন ঝুঁকিপূর্ণ অভিজানে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়।

কেনিয়ায় আল-কায়েদার সফল হামলায় ১০ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত দেশটির ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন, যাতে একটি সামরিক ট্রাকসহ ১০ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায়, কেনিয়ার লামু অঞ্চলে দেশটির খৃষ্টীয় সামরিক বাহিনীর উপর ২টি শক্তিশালী জোড়ো বোমা হামলা চালানো হয়েছে। যাতে ১০ সৈন্য নিহত হয়, সেই সাথে সামরিক বাহিনীর ১ টি ট্রাকও ধ্বংস হয়ে যায়।

শাহাদাহ্ নিউজের এক রিপোর্ট থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারাই বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন।

হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছিল, যখন ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিট কেনিয়ার উপকূলীয় লামু অঞ্চলের মাররানি এবং কিউঙ্গা এলাকা অতিক্রম করছিল।

০৩রা নভেম্বর, ২০২১

হিন্দুত্ববাদী মোদীর প্রশংসা করল জায়নিস্ট প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট!

ভারতের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রথমবার আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছে আরেক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট।

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের সাইডলাইনে অনুষ্ঠিত তাদের বৈঠকের একটি ভিডিও শেয়ার করেছে দখলদার ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী।

বেনেটের নিজের অফিসিয়াল টুইটার পেজে শেয়ার করা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ইহুদিবাদী ইসরাইলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট তার হাত ভারতের প্রধানমন্ত্রী কষাই মোদীর হাতের ওপর রেখে বলছে, "আপনি আমার দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি।"

মুসলিম হত্যাকারী মোদি তখন আরেক মুসলিম হত্যাকারী নাফতালি বেনেটকে ধন্যবাদ জানায়।

এরপর ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি আমার দলে যোগ দেবেন?' অদ্ভূত এ প্রস্তাব পেয়ে মোদি হু হু করে হেসে উঠে। এসময় অপর হাত দিয়ে ইসরায়েলি সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রীর হাতে আনন্দে মৃদু থাপড় দেয় কষাই মোদী।

বিশ্লেষকরা এখানে ব্যঙ্গ করে বলছেন- বেনেট মোদীকে হয়তো মুসলিম হত্যাকারীদের দলে শামিল হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।
আর জবাবে বর্বর বেনেটের হাতে মৃদু আঘাত করে কষাই মোদী হয়তো এটাই বঝাতে চেয়েছে যে, "আমি তোমার বহু আগেই এই দলে নাম লিখিয়েছি।"

আবার কেউ বলছেন, “আপনি কি আমার দলে যোগ দেবেন?” এই প্রশ্নের মাধ্যমে বেনেট হয়তো মুসলিমদের উপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগি হয়ে কাজ করার প্রস্তাবই মোদীকে দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ভারত হল ইসরাইলি সামরাস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। তারা অনেক সময় মুখে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করলেও, সৃষ্টিলগ্ন থেকেই ইসরায়েলের সাথে ভারত নানান উপায়ে সহযোগিতার সম্পর্ক চালিয়ে আসছে।

মুসলিম ঘাতক দুই সন্ত্রাসীর ওই ভিডিওটি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

বিশ্লেষকরা মত প্রকাশ করে বলেছেন- এই দুই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের মঝে কতই না মিল! উভয় দেশ মুসলিমদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ৭০ বছরের অধিক সময় ধরে। উভয় জাতিই আফগানিস্তানে তালিবানের উত্থানে ভীত হয়ে মুসলিমদের আরও শক্তিশালী হয়ে উঠার আগেই কল্পিত 'গ্রেটার ইসরাইল' ও 'অখণ্ড ভারত' বাস্তবায়নের তোড়জোড় শুরু করেছে।

আবার উভয় দেশই সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিমদের উপর দমন-পীড়নের আত্রা বাড়িয়ে দিয়ে মুসলিমদের চূড়ান্ত গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে করছে বিশ্লেষকরা।

হকপন্থী উলামাগন তাই চূড়ান্ত সতর্ক করে বলছেন, ভারত ও ইসরাইলের এই মিত্রতা আবারো কোরআনের এই বাণীকে শত প্রমাণ করেছে, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, "মুসলিমদের সাথে শত্রুতায় তুমি সবচেয়ে এগিয়ে থাকতে দেখবে ইহুদি জাতিকে ও মুশরিকদেরকে।"

তথ্যসূত্র:

১। https://tinyurl.com/3mxf6m7f

উগান্ডান সেনাদের ২টি ঘাঁটিতে একযোগে আশ-শাবাবের সফল হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দাখলদার উগান্ডান সেনাদের ২টি ঘাঁটিতে একযোগে ভারী হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ৩ নভেম্বর সোমালিয়ার বে রাজ্য ও বুকুল রাজ্য দু'টিতে দাখলদার উগান্ডান সেনাদের ২টি ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালানো হয়েছে। যার একটি চালানো হয়েছিল বে রাজ্যের বায়দাওয়ে শহরে এবং অপরটি চালানো হয়েছে বুকুল রাজ্যের ওয়াজিদ শহরে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব হামলা ২টি চালিয়েছে। তবে শত্রু এলাকায় হওয়ায় এই হামলা দু'টিতে কত ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে তা সুনিশ্চিত হওয়া যায় নি।

তবে স্থানীয় অপর একটি সূত্রমতে, হামলায় উগান্ডার ২ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে। সেই সাথে ঘাঁটির নিরাপত্তায় নিয়োজিত গাদ্দার সোমালিয় বাহিনীর ডজনখানেক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে মসজিদের ইমামের উপর হামলা : নীরবতায় রাজ্যের সম্মতি দেখছেন বিশ্লেষকরা!

ভারতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে মুসলিমদের উপর ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চলছে। বিজেপি'র শাসনাধীন রাজ্যগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে মুসলিমদের উপর দমন-নিপীড়ন।

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার কোতায়োলি থানার উত্তর খাপাইডাঙা গ্রামে স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম মৌলানা হাবিবুর রহমান। সন্ধ্যায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরার পথে কয়েকজন দুষ্কৃতি তার উপর তীর-ধনুক দিয়ে আক্রমণ করে। ফলে একটি তীর তাঁর ডানদিকের পেটের উপর অংশে বিঁধে যায়।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়, যেখানে তিনি এখনও চিকিৎসাধীন। পুলিশ এখনো কাউকেই গ্রেফতার করেনি। উল্টো প্রসাশাসন ও শাসক দলের ব্যক্তিরা ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে উঠেপড়ে লেগেছে।

পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ উত্তোরত্তোর বেড়ে চলেছে। মুসলমানদের লক্ষ্য করে হামলা, মামলা ও গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে। কয়েকমাস আগে, মুসলিম পুলিশকর্মী সুরাফ হাোসেন হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছেন। এমনিভাবে শিক্ষক মইদুল ইসলাম হিন্দুত্ববাদী আক্রোশের ধারাবাহিক শিকারে পরিণত হয়েছেন।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতেও এক মুসলমান ব্যক্তিকে গণপিটুনি দেওয়া হয়েছে- এধরণের অসংখ্য ঘটনা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে।

সুতরাং একথা স্পষ্টতই বলা যায়, ভারতের সম্প্রতি একেরপর ঘটে যাওয়া মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনাগুলো কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। বরং হিন্দুত্ববাদীরা সূদুরপ্রসারী পরিকল্পনা করেই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা - ের সেই লক্ষতি হল প্রয়োজনে গণহত্যা চালিয়ে মুসলিম মুক্ত অখণ্ড ভারত নির্মাণ - যার ঘোষণা বিজেপি ও আরএসএস সহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো এখন প্রকাশ্যেই দেয়।

দু:জনক হলেও সত্য, খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এই ঘটনাগুলাে অহরহ হয়েই চলেছে। যার কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। তাই বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আসলে কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারের মাঝে যতই বিবাদ থাকুন না কেন, মুসলিম নিধনের ক্ষেত্রে সকলেই এখন এক হয়ে গেছে; কেউ এস্তা করছে প্রকাশ্যে, আবার কেউ করছে নীরব সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

১। পশ্চিমবঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে মসজিদের ইমামের উপর হামলা - https://tinyurl.com/wjb2yxvh

---

মালিতে ফ্রান্সের গোলাম সেনাদের উপর আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ১০ গাদ্দার সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলাদার ফ্রান্সের গোলাম মালির গাদ্দার সেনাদের উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৭ সেনা নিহত এবং ৩ সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৩০ অক্টোবর মালির মদিনা-সিল্লা শহর ও সেগু শহরে গাদ্দার মালিয়ান (FAMA) সেনাদের উপর দু'টি শক্তিশালী বোমা হামলা চালানো হয়েছে।

যার প্রথমটি চালানো হয়েছে ১১:২১ মিনিটে মদিনা-সিল্লা শহরে। যেখানে গাদ্দার সেনাদের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছিল। দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই হামলায় তাদের ২ গাদ্দার সেনা নিহত এবং অন্য ৩ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে। পরে আহত সেনাদেরকে মুরদিয়াত শহরে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়।

এই হামলায় কয়েক ঘন্টা পর, অর্থাৎ ঐদিন দুপুর ১:৩০ মিনিটে দেশটির গাদ্দার সেনাদের উপর আরও একটি হামলা চালানো হয়। এবারের হামলাটি চালানো হয় সেগু রাজ্যের নিয়েন্দজেলা এলাকায়। যেখানে গাদ্দার সেনাদের টহলরত একটি পিক-আপ গাড়ি লক্ষ্য করে শক্তিশালী বোমা হামলা চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে গাড়ির আরোহী ৫ গাদ্দার সেনা সদস্যেরর সবাই নিহত হয়।

আজ ২ নভেম্বর এই হামলার ২:৫০ মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। ভিডিওটিতে জেএনআইএম কর্তৃক গাদ্দার সেনাদের পিকআপের ধ্বংসাবশেষ ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার দৃশ্য দেখানো হয়।

ঘটনাস্থলের বিশাল গর্ত আর ধ্বংসাবশেষ এই নির্দেশই করে যে, এটি একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ছিল। যার ফলে গাড়িটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার প্রতিটি অংশ ঘটনাস্থল থেকে ৪০-২০ মিটার দূরত্বে গিয়ে পড়েছিল।

জিহাদী দলের সাথে সংযোগ থাকার অভিযোগ এনে পুলিশ কর্মকর্তা ও কলেজ অধ্যক্ষকে বহিষ্কার

দক্ষিণ কাশ্মীরে গত মঙ্গলবার পুলিশের এক ডেপুটি সুপার-ইন্টেন্ডেন্ট ও একজন কলেজ অধ্যক্ষকে জিহাদী দলের থাকার ভিত্তিহীন অভিযোগে চাকরী থেকে বহিষ্কার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেন পুলিশ কর্মকর্তা ফিরোজ আহমাদ লোন এবং অধ্যক্ষ জাভিদ আহমাদ শাহ্।

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির মতে ফিরোজ 'নিষিদ্ধ' জিহাদী দল হিজবুল মুজাহিদীনের কমান্ডার রিয়াজ নাইকোর আদেশে দুইজন যুবকের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন।

অপরদিকে জাভিদ আহমাদ শাহ্ বিজ্‌বিহারা'র একটি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে তাঁকে কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ- তিনি 'হুরিয়ার' এবং 'জামাতে ইসলামী'র সমর্থক ছিলেন, যারা কিনা সেখানে নিষিদ্ধ জিহাদী সংগঠন হিসেবে পরিচিত।

অনুসন্ধানে তাঁর ব্যপারে বলা হয়, তিনি ছেলে-মেয়েদেরকে এক সাথে শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে নিষেধ করতেন এবং এটি ইসলামে নিষিদ্ধ বলে অভিহিত করতেন।

উল্লেখ্য কাশ্মীরের 'বিশেষ মর্যাদা' বাতিল করার পর থেকে একে একে মুসলিম সরকারী কর্মচারীকে ছাঁটাই করা শুরু করে প্রশাসন। তন্মধ্যে এই বছরে এখন পর্যন্ত মোট ২৯ জন সরকারী কর্মচারীকে চাকরী থেকে ছাঁটাই করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

তথ্যসূত্রঃ

১। Kashmir Observer- Govt Sacks DySP Jail, School Principal Over ‘Terror Links’

https://tinyurl.com/6v6nm589

২। News 18- J&K Administration Sacks Police Official, Govt School Principal for Alleged Terror Link

https://tinyurl.com/d65fhy8v

https://i.ibb.co/1bswrY9/1628249031-jammu-and-kashmir-police-16295542303x2.webp

---

ধর্ম পরিচয় গোপন করে মুসলিম যুবতীর সাথে ৩ বছর সংসার, অতঃপর অস্বীকার!

নিজের ধর্ম পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে এক মুসলিম তরুণীর সাথে দীর্ঘ ৩ বছরের সংসার জীবন কাটানোর পর স্ত্রীকে এবং গোটা বিয়ের বিষয়টাকেই অস্বীকার করে বসেছে তাপস চন্দ্র বিশ্বাস নামের এক হিন্দু যুবক।

প্রতারক ঐ হিন্দু যুবকের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার কাইটাইল ইউনিয়নের কেশজানি গ্রামে; ঐ গ্রামের সুধাংশু বিশ্বাসের ছেলে এই প্রতারক তাপস।

প্রতারক হিন্দু যুবক তাপস কর্তৃক ধর্ষণ, অবৈধ গর্ভপাত ও শারিরীক নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগী মুসলিম তরুণীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য গত ২ নভেম্বর মঙ্গলবার নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

সূত্র হতে জানা যায়, প্রতারক তাপস চন্দ্র বিশ্বাস কৌশলে নিজের ধর্ম ও পরিচয় গোপন রেখে প্রতারণা পূর্বক ইসলামী নিয়মে মুসলিম তরুণীকে বিয়ে করে। এই প্রতারণার আশ্রয় নিয়েই ৩ বছর মুসলিম যুবতীর সাথে সংসার জীবনও কাটায় সে। আর এখন যখন প্রতারণার বিষয়টা জানা জানি হয়ে পড়লে ঐ প্রতারক তার স্ত্রী ও বিয়ের বিষয়টাকেই অস্বীকার করছে, প্রতারণার শিকার ঐ মুসলিম তরুণী তখন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

ভুক্তভোগী ঐ মুসলিম তরুণীর বাড়ি শেরপুর জেলার সদর উপজেলায়।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে কথিত লাভ জিহাদের অজুহাতে গণহারে মুসলিম যুবকদের হত্যা, মারধর ও কারাগারে প্রেরণ করছে। অথচ ঐ হিন্দু নারীরা সনাতনী ধর্মের কুসংস্কার ও জুলুমে অতিষ্ট হয়েই স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় এবং মুসলিম যুবকদের বিয়ে করে থাকে।

অপরদিকে তাপসের মত হিন্দুরা প্রায়ই বাংলাদেশের যুবক-যুবতিদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ধর্ষণ, নির্যাতন ও জোড়পূর্বক ধরমান্তরিত করার মতো জঘন্য কাজ করে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। শুধুমাত্র তাপসের মতো ভাইরাল হওয়া ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে লোক দেখনো গ্রেফতার করে বরং তাদেরকে জনরোষ থেকে বাঁচানর চেষ্টা করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১। স্বীকৃতি পাননি স্ত্রী

https://bit.ly/3w9ugx6

০২রা নভেম্বর, ২০২১

"এবার মুসলিমদের অঙ্গ অপসারণ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আহ্বান উগ্রপন্থী সন্ন্যাসীর"

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরকে মুসলিমদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে মোটিভেশনাল স্পিকারের মত কাজ করছে উগ্রপন্থী হিন্দু সন্ন্যাসীরা। কিছুদিন পরপরই তারা হিন্দুত্ববাদীদের চলমান মুসলিম বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢেলে দেয় তাদের নানান বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে।

এমনই এক উগ্রপন্থী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী পরমহংস। বরাবরের মতই সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। হিন্দুদেরকে সে উসকে দিচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর আক্রমন চালাতে।

কিছুদিন আগেই ক্রিকেট খেলায় ভারতের হার ও পাকিস্তানের বিজয় উজ্জাপন করায় কাশ্মীরে মুসলিমদের উপর হামলা ও গ্রেফতার করা হয়।

উত্তর প্রদেশে মোট ৭ জন মুসলিমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়, যার মধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ- পাকিস্তানের কাছে হারের পর তারা 'হোয়াট্সএপ' এ পাকিস্তানের জয় উদযাপন করে স্ট্যাটাস দিয়েছে। এই সামান্য কাজকে 'রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ড' হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

রাজস্থানে মজা করে একজন মুসলিম শিক্ষিকা পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের ছবি ছেড়ে 'হাম জিত গ্যায়ে, We Won' লিখে স্ট্যাটাস দেওয়ায় তাঁকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। উল্লেখ্য তিনি রাজস্থানের একটি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

আর এর জের ধরেই এই কথিত সাধু পরমহংস হিন্দুদেরকে বলছে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিওতে সে বলে, "যে লোকেরা ভারতের হারে পটকা ফুটায় ও আনন্দ করে, তাদেরকে মৃত্যুর সাজা দেওয়া উচিৎ; সেটাও এমন ভাবে যে তাদের কিডনি বের করে ফেলা হবে, তাদের লিভার বের করে ফেলা হবে, তাদের চোখ বের করে সেগুলো দেশপ্রেমিকদের কাজে আসবে।"

সেই সাথে মুসলিমদের সকল সম্পদ জব্দ করে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার কাজে লাগানোর পরামর্শ দেয় সে।

এখনি NRC প্রয়োগ করার উপযুক্ত সময় উল্লেখ করে সে সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী কষাই মোদীকে মুসলিম বিরোধী আইন 'ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস' NRC চালু করার আহবান জানায়। আর যারাই এর বিরধিতা করবে, তাদেরও এই একই সাজা দেওয়ার দাবি জানায় ঐ কথিত সন্ন্যাসী।

এই কথিত সন্ন্যাসী ও হিন্দুত্ববাদী নেতাদের থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে তা থেকে তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এই উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের এমন লাগামহীন বক্তব্যের উপর ভর করেই ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন দিনকে দিন দাবানলের আকার ধারন করছে; পুরো ভারত জুড়ে এখন মুসলিম গণহত্যার প্রস্তুতি পর্ব চলছে অনেকটা প্রকাশ্যেই।

তথ্যসূত্র:

১। পরমহংসের ভিডিও :

https://tinyurl.com/d8vrsrjb

২। AP News: Kashmir students face terror law for cheering Pakistan win https://tinyurl.com/6usu9zy8

৩। Maktoob Media: up-7-booked-for-celebrating-pakistans-cricket-victory-over-india-4-arrested/
https://tinyurl.com/478a8nhf

৪। Kashmir Observer: indo-pak-cricket-aftermath-up-police-arrests-3-kashmiri-students/
https://tinyurl.com/t5wm7sfd

ইনফোগ্রাফ || পাকিস্তানে টিটিপি হামলা অব্যাহত, এক মাসে হতাহত ৭৭ এরও বেশি সেনা

পাকিস্তানে গত এক মাসে টিটিপির আক্রমণে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৭৭ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। যার মাধ্যমে টিটিপি পাকিস্তানে আবারও তার শক্তির জানান দিয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল "উমর মিডিয়া" কর্তৃক প্রচারিত ইনফোগ্রাফি অনুসারে, গ্রুপটি গত অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গাদ্দার সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে মোট ২৪টি হামলা চালিয়েছে।

টিটিপির অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযান কেন্দ্র উত্তর ওয়াজিরিস্তানে গত মাসে সর্বোচ্চ ১০টি হামলা চালানো হয়েছে। এমনিভাবে বাজুর এজেন্সীতে ৩টি, ডেরা-ইসমাঈল খান ও দীর জেলায় দু'টি করে মোট ৪টি অভিযান চালানো হয়েছে। এছাড়াও দেশের আরও ৭টি পৃথক স্থানে ১টি করে মোট ৭টি হামলা চালানো হয়েছে।

অক্টোবরে পাক-তালিবান কর্তৃক পরিচালিত এসব হামলায় ৫১ সেনা নিহত এবং আরও ২৬ সেনা আহত হয়েছে। পাশাপাশি এতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ১ টি গাড়ি ধ্বংস এবং সেনাদের থেকে টিটিপির যোদ্ধারা ১টি মোটরবাইক ও ১টি ক্লাশিনকোভ গনিমত লাভ করেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় টিটিপির আক্রমণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেলেও অনুমান করা হচ্ছে যে, এই হ্রাসের কারণ উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক অঞ্চলে তুষারপাত ও শীতকালীন পরিস্থিতির প্রভাব। এছাড়াও পাক-তালিবান তাদের যোদ্ধাদেরকে শীতকালীন অভিযানের জন্য প্রস্তত করতে কিছুটা ব্যাস্ত সময় পার করছেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

https://i.ibb.co/tskbh7d/IMG-20211101-223817-701.jpg

আবারো পশ্চিম তীরে ১৩৫৫টি বসতি নির্মাণের ঘোষণা ইসরাইলের : নীরবতায় সম্মতি মানবতার কথিত ফেরিওয়ালাদের!

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে নতুন করে ১,৩৫৫টি আবাসিক ভবন নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে অবৈধ দখলদার ইসরাইল।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গতো ২৩ অক্টোবর ইসরাইলের আবাসন মন্ত্রণালয় অবৈধ বসতি নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩ টি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে পশ্চিম তীরে ৭টি বসতিতে ১,৩৫৫টি আবাসিক ভবন এবং জেরুজালেমে ৮৩টি ভবন নির্মাণের ঘোষণা দেয়।

গত কয়েকবছর ধরেই পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমে অবৈধ বসতি নির্মাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে দখলদার ইসরাইল। শুধুমাত্র ২০২০ সালেই ১২,১৫৯টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করেছে ইসরাইল।

এসব অবৈধ বসতি গড়ে তোলার জন্য ইসরাইল অসংখ্য ফিলিস্তিনি ঘর-বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

বিপরীতে পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ২৫৬টি বসতি গড়ে তুলেছে ইসরাইল। এসব বসতিতে অন্তত ৭ লাখ ইহুদি বসবাস করছে। যা তথাকথিত জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইনে পুরোপুরি অবৈধ।

আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ হলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনিদের রাজধানী জেরুজালেমকেই অবৈধ ইহুদিবাদী ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিদার জাতিসংঘ এবং কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলো তখন সন্ত্রাসী আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেনি।

এই নীরবতাকে তাদের মৌন সম্মতি হিসেবেই অভিহিত করে থাকেন বিশ্লেষকগণ।

অন্যদিকে, বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০ সালে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে ৩.৮ বিলিয়ন (৩৮০ কোটি) ডলার সাহায্য দিয়েছে। যা ২০১৬ সালে আমেরিকা ইসরাইলের জন্য আর্থিক বরাদ্দ নির্ধারণ করে, যার অধীনে ২০১৭-১৮ সাল থেকে তার পরবর্তী ১০ বছর ইসরায়েল ৩৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩৮০০ কোটি ডলার সাহায্য দিবে।

এ বাদেও, গত বছর ইসরাইলে নতুন ইহুদি অভিবাসীদের আবাসন প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্র ৫০ লাখ ডলার সাহায্য দিয়েছে। আর এসব নতুন ইউরোপীয় ইহুদিদের জন্য পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমকেই বেছে নিচ্ছে ইসরাইল। যুক্তরাজ্যের বেশ কিছু ব্যবসায়ীও এসব অবৈধ বসতি স্থাপন প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে বলে গার্ডিয়ানে খবর প্রকাশ হয়েছে।

এছাড়াও, গতো বছর বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রাশিয়ার চেলসি ফুটবল ক্লাবের মালিক রোমান আব্রামোভিচের নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি কোম্পানি ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনের জন্য ইসরাইলি বসতি নির্মাণকারী একটি সংস্থাকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

এ অবস্থায় ইসরাইল আগ্রাসন ও দখলদারির সমাধানের জন্য জাতিসংঘ বা পশ্চিমাদের থেকে নয়, বরং কোরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন হকপন্থী আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

(১) 'Israel' to build over 1,355 housing units in illegal settlements in West Bank and Jerusalem
https://tinyurl.com/53un4ad6

(২) আমেরিকার কাছ থেকে ইসরায়েল কত অস্ত্র আর অর্থ সাহায্য পায়?
https://tinyurl.com/j3j5xbsy

(৩) ফুটবল খেলার আড়ালে যেভাবে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করছে 'চেলসি'
https://tinyurl.com/jrp28frw

(৪) Israel to build more residences for Jewish settler in West Bank | Latest English News| WION
https://youtu.be/b3EyLDzSv2A

(৫) West Bank demolitions:Palestinian homes near fence destroyed
https://youtu.be/0k8_JcbfTZw

আবারও 'জয় শ্রী রাম' না বলায় এক মুসলিম যুবককে মারধর

গত রোববার ৩১ অক্টোবর বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশে আমীর খান নামে এক মুসলিম যুবককে জোরকরে 'জয় শ্রী রাম'ধ্বনি দিতে বাধ্য করাসহ তাকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। ওই যুবক ঈমান বিরোধী 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিতে না চাওয়ায় তাকে লাঠি-ডান্ডা দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়।

উত্তর প্রদেশের আলীগড়ের হারদুয়াগঞ্জ থানা এলাকার ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্বৃত্তরা ফেরি করে কাপড় বিক্রি করা ওই মুসলিম যুবকের কাছ থেকে তার মোবাইল ও টাকাও ছিনিয়ে নিয়েছে।

আহত আমীর খানের অভিযোগ, তিনি যখন নাগলা খেম পৌঁছান, তখন তিনি কিছু গ্রাহককে কাপড় দেখাতে থামেন। এ সময়ে দু'জন লোক তাকে তার নাম এবং ধর্ম জিজ্ঞেস করে। আমীর তার নাম বললে তারা তাকে গালিগালাজ শুরু করে এবং তকে 'জয় শ্রী রাম' বলতে বলে। এরপর তারা তাকে মারধর শুরু করে।

এ সময়ে তার মোটর বাইকে আগুন দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়।

আমীর বলেন, হামলাকারী সন্ত্রাসীরা ঐ সময়ে তার মোবাইল ও টাকাপয়সাও ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয় এক নারী আমীরকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও দুর্বৃত্তরা তাকে পাশ কাটিয়েই আমীরকে বেধড়ক মারধর করে।

আহত আমীরের চাচা বলেন, ভাতিজা আমীর কাপড় বিক্রেতার কাজ করে। নাগলা খেমে দুর্বৃত্তরা আমীরকে মারধর করেছে। গ্রামবাসীরা জানান, এই দুর্বৃত্তরা 'বজরং দল'-এর। তারা প্রায়ই এভাবে মুসলিমদের মারধর করে থাকে।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় মুসলিমদের উপর ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চলার পাশাপাশি পুরো ভারত জুড়েই চলছে মুসলিম গণহত্যার প্রস্তুতি পর্ব। হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষের আগুন দিনকে দিন দাবানলের আকার ধারন করছে, যার উত্তাপ সবচেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে উত্তর প্রদেশে।

তথ্যসূত্র:
https://tinyurl.com/crvzm57t

শহীদদের কবরস্তান ধ্বংসের প্রতিবাদ করায় ফিলিস্তিনিদের উপর বর্বর ইসরাইলি বাহিনীর গুলি!হুম।।

জেরুজালেমে অবস্থিত ফিলিস্তিনি শহিদদের কবরস্তান 'আল-ইউসুফিয়া' তে গত প্রায় এক মাস ধরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের এ কবরস্তানটিকে ধ্বংস করে ইহুদিদের জন্য পার্ক ও মনগড়া উপাসনালয় বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ইসরাইল।

দখলদার ইসরাইল কর্তৃপক্ষ যখন বুলডোজার দিয়ে কবরস্তানটি ধ্বংস করে, তখন কবরস্থ লাশের কংকাল ও হাড়গোড় উপরে বেরিয়ে এসেছিলো। ফিলিস্তিনি মুসলিমরা পরে লাশের কংকাল কবর দেয়ার কাজ শুরু করেন এবং সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনীকে কবরস্তান ধ্বংস করতে বাধা প্রধান করেন, দখলদারদের এমন ঘৃণ্য কাজের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ-আন্দোলনও অব্যাহত রাখেন।

দখলদার ইসরাইলি বাহিনী ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদী অবস্থানে নিয়মিতই গুলি, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করছে। গত কয়েকদিনে দখলদার বাহিনীর আক্রমণে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে আরও বলা হয়, গত কয়েকদিন ধরে ফিলিস্তিনিদেরকে ঐ কবরস্তানে যেতে দিচ্ছে না বর্বর ইসরাইল কর্তৃপক্ষ। জোরেপূর্বক ফিলিস্তিনিদের বের করে দিয়ে কবর ধ্বংসের কাজ অব্যাহত রেখেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী।
কয়েকজন মুসলিম শিশু-কিশোরকেও জেরুজলেম থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় দখলদার সন্ত্রাসীরা।

উল্লেখ্য, এ নিয়ে গত তিন মাসের মধ্যে জেরুজালেম থেকে ১৬০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার এবং ৬ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইলি সন্ত্রাসীরা।

তথ্যসূত্র :
----
(1) Video & pictures| Israeli forces attack, injure Palestinians in Al-Yusufiya Cemetery in Jerusalem
- https://tinyurl.com/fhwak74

(2)Watch | Israeli occupation forces attack Palestinian protesters at the Islamic Al-Yusufiya Cemetery in occupied Jerusalem today
- https://twitter.com/QudsNen/status/1454047387706662913?s=20

(3)Reminder: Israeli regime forces arrested 160 Palestinian children within the last three months
- https://twitter.com/OnlinePalEng/status/1454738783035854848?s=20

আত্মসমর্পণকারী ৬৫ আইএস সদস্যকে ক্ষমা করল ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলিয় নাঙ্গারহার প্রদেশের কোট ও বাতিকোট জেলায় পালাতক আইএস খোরাসান শাখার ৬৫ সদস্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার নানগারহারের কর্মকর্তারা বলছেন যে, আইএস খুরাসান শাখার ৬৫ সদস্য কোট ও বাতিকোট জেলার স্থানীয় প্রবীণদের মাধ্যমে নানগারহার প্রদেশের গোয়েন্দা প্রধান ডক্টর বশির হাফিজাহুল্লাহ্'র কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

আত্মসমর্পণকারী আইএস সদস্যদের কিছু শর্তসাপেক্ষে ক্ষমা করেছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

নানগারহারের গোয়েন্দা প্রধান ডঃ বশির বলেছেন, আত্মসমর্পণকারী আইএস সদস্যদের এই শর্তে ক্ষমা করা হয়েছে যে, তারা ভবিষ্যতে আইএস-এর হয়ে কাজ করবে না, ইসলাম বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হবে না এবং ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে না।

তিনি আত্মসমর্পণকারী আইএস সদস্যদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যদি ভবিষ্যতে আইএস খুরাসান শাখায় যোগ দেয় বা ইমরতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেয় তবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

০১লা নভেম্বর, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্থানের বিশেষ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী

আফগানিস্তানে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারত রীতিমত একটি অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছেন। যেই বাহিনী দেশের স্থিতিশীলতা, মুসলিম ভূমীর প্রতিরক্ষা, ইসলামী ব্যবস্থার সুরক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করবে। এই বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক এমন হবে যে, যার তাদের ধর্ম, তাদের ভূমি, তাদের জনগণ এবং তাদের ইসলামিক ব্যবস্থাকে তাদের নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করবেন।

যেই বাহিনীর সদস্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমস্ত অবশিষ্টাংশকে নির্মূল করবে, সেই সাথে ঐসব গাদ্দারদের নির্মূল করবে যারা কুফরীর দোহাই দিয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার শক্তিশালীকরণ ও সুসংহতকরণকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়।

এই লক্ষ্যে ইমারতে ইসলামিয়ার শত শত মুসলিম তরুণরা "Victorious Force" এর অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। যাদেরকে প্রশিক্ষণ শেষে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিশেষ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যুক্ত করা হবে।

সম্প্রতি ইমারতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণরত যুবকদের বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছে "আল-হিজরাহ্ ইস্টুডিও"। আমরা আল-ফিরদাউস নিউজের সম্মানীত দর্শকদের জন্য সেসব থেকে কিছু ছবি এখানে প্রকাশ করছি।

https://alfirdaws.org/2021/11/01/53673/

পাকিস্তান গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর পাক-তালিবানের সফল হামলা

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও ডেরা-ইসমাঈল খান অঞ্চলে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর দু'টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ১লা নভেম্বর পাকিস্তানের ডেরা-ইসমাঈল খান অঞ্চলে দেশটির গাদ্দার "এমআই" সেনা সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অঞ্চলটিতে অবস্থিত দালাল সেনাদের দ্রাবান ঘাঁটির কাছে এই হামলাটি চালানো হয়েছে, যেখানে এক এমআই অফিসারকে হত্যা করেছেন টিটিপির লড়াকু যোদ্ধারা।

সেই সাথে উক্ত গাদ্দার সেনা সদস্যের মোটরসাইকেলটিও গনিমত হিসেবে পেয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

এই হামলার একদিন আগে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিওম সীমান্তে আরও একটি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির জানবায যোদ্ধারা। অঞ্চলটির "আসাদখাইল" এলাকায় গাদ্দার সেনাদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান তাঁরা। যাতে সাঁজোয়া গাড়িটি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস এবং তাতে থাকা সকল সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

ত্রিপুরায় মুসলিম নির্যাতন : নীরব দর্শক হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ও দালাল মিডিয়া

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর কথিত হামলার জের ধরে সীমান্তবর্তী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হিন্দুরা মুসলিমদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। পবিত্র স্থান মসজিদ এবং মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার ভিইএইচপির তাণ্ডবের দিনেই মুসলিম নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেও কোন লাভ হয়নি। অনেক এলাকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা জানিয়েছেন, "মুসলিমরা আতঙ্কে রয়েছেন। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন"।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার তিন দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। আর একদিকে ছোট্ট একটি অংশ যুক্ত আসামের সঙ্গে। রাজ্যের মোট ৪২ লাখ জনসংখ্যার ৯ শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলিম। বাকি জনসংখ্যার অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু। সংখ্যালঘুদের ওপর সেখানে একাধিক আক্রমণের ঘটনা ঘটে চলেছে লাগাতার।

এদিকে ত্রিপুরা রাজ্যে গত কয়েকদিন ধরে হিন্দুত্ববাদীরা যে বর্বরতা চালাচ্ছে, তার নানান চিত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরও স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ 'কিছু হয়নি' বলার চেষ্টা করছে। আর সেখানকার মিডিয়ার ভূমিকা একেবারে নীরব দর্শকের মতো।

এই সুযোগে উগ্রবাদী হিন্দুরা মুসলিমদের উপর আরো জোরদার হামলা ও আগ্রাসন চালাচ্ছে। অনেক এলাকার মুসলিমদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদও করা হচ্ছে। তাদের বাড়ী-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে শত শত মুসলিম প্রাণভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

এত সব ঘটনার পরেও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশ বলছে 'অল ইজ ওয়েল।' পুলিশের দাবি আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। অথচ মানবাধিকার সংগঠন এপিসিআর সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখে বলেছে, হিন্দুত্ববাদীরা কমপক্ষে ২৭টি হামলা চালিয়েছিল। ভিএইচপির লোকেরা ১৬টি মসজিদে হামলা চালিয়েছে। কয়েকটি মসজিদে জোর করে ভিএইচপির পতাকা পুঁতে দেয়া হয়েছিল। কমপক্ষে তিনটি মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উনাকটি জেলার পালবাজার মসজিদ, গোমতী জেলার ডোগরা মসজিদ এবং বিশালগড় জেলার নারোলা টিলা মসজিদ।

সমাজকর্মী নূর উল ইসলাম বলেন, পুলিশ কেন হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতিকারীদের এমন মিছিলের অনুমতি দিয়েছিল? মূলত গোটা ব্যাপারটা হয়েছে বিপ্লব দেব সরকারের যোগসাজসে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেস্টাও করেনি।
আর স্থানীয় মুসলিমদের অভিযোগ, সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর হামলা দেখেও চুপ করে রয়েছে মূলধারার মিডিয়া। এটা আসলে তাদের দ্বিচারিতার পূর্ণ বহিপ্রকাশ।

টুইটারে অনেকেই অগ্নিদগ্ধ মসজিদের ছবি ও মুসলিমদের বাড়ি ভাঙচুরের ছবি পোস্ট করেছে। হ্যাশট্যাগ সেভ ত্রিপুরা মুসলিম নামে চালানো হয়েছে ক্যাম্পেইনও। অথচ সামনে ভোট, সে কারণেই এমন সহিংতা দেখেও চুপ করে রয়েছে সিপিএমের মতো তথাকথিত দলগুলোও।

এদিকে দায়সারাভাবে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে একদল মানুষ গুজব ছড়াচ্ছে এবং উত্তেজনাকর বার্তা প্রচার করছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনও এমন বিবৃতি দিয়ে গত বৃহস্পতিবার জানায়, কতিপয় ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া আইডি ব্যবহার করে ত্রিপুরা পরিস্থিতি নিয়ে মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে।

তবে মুসলিমদের সংগঠন জমিয়ত উলেমার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ১৯ অক্টোবর থেকেই একদল মানুষ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে মুসলিমদের ধর্মীয় স্থান এবং দোকান, বাড়িঘরে আক্রমণ করছে।

তথ্যসূত্র:

১। ত্রিপুরায় আতঙ্কে মুসলিমরা, পালাচ্ছে ঘরবাড়ি ছেড়ে: মিডিয়া নীরব, হাত গুটিয়ে আছে সরকারও https://tinyurl.com/junzk7zj

---

আশ-শাবাবের হামলায় জেলা প্রশাসক ও ৫ ক্রুসেডারসহ ৯ সেনা সদস্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন দেশটির ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এতে এক জেলা প্রশাসকসহ ৯ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৩১ অক্টোবর দ্বিপ্রহরের সময়, দক্ষিণ সোমালিয়ার জানালী শহরে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যা ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব ও দাখলদার উগান্ডান বাহিনীর মাঝে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ চলতে থাকে।

তবে এসময় হারাকাতুশ শাবাবের তীব্র হামলায় লাজবাব হয়ে যায় দাখলদার উগান্ডান বাহিনী, ফলে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের হাতে ৫ এরও বেশি ইসলাম বিরোধী উগান্ডান সেনা হতাহত হয় এবং অন্য সৈন্যরা জীবন বাঁচাতে পলায়ন করে। এই অভিযানে হারাকাতুশ শাবাবের বোমা হামলায় দখলদার সৈন্যদের একটি সাঁজোয়া গাড়িও ধ্বংস হয়েছে।

একইদিন রাজধানী মোগাদিশুর কারান জেলায় অন্য একটি টার্গেট কিলিং অপারেশনও চালান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অখাঙ্কার গাদ্দার জেলা প্রশাসক নিহত হয়।

এমনিভাবে আজ ১লা নভেম্বর রাজধানী মোগাদিশুতে আরও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব। রাজধানীর আফজাউয়ী শহরে হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক পরিচালিত এই হামলায় একটি তেলের ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়। একই সাথে ৩ এরও বেশি সোমালি গাদ্দার সেনা হতাহত হয়।

পাক-তালিবানের যুদ্ধের আকর্ষণীয় ভিডিও ফুটেজ

পাকিস্তান ভিত্তিক সবাচাইতে জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ সশস্ত্র ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান সম্প্রতি নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। টিটিপির অফিসিয়াল উমর মিডিয়া কর্তৃক "al Karraroon 5" শিরোনামে দীর্ঘ ২৮ মিনিটের নতুন এই ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিডিওটিতে আকর্ষণীয় যুদ্ধের ফুটেজের পাশাপাশি মনোমুগ্ধকর ইসলামিক সঙ্গীত যুক্ত করা হয়েছে। যা ভিডিওটির দর্শকদের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিতে ভূমিকা পালন করবে।

পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত অভিযানে ভিডিও ফোটেজগুলোতে পাক-তালিবানদের হালকা ও মাঝারি ধরণের অস্ত্র ব্যাবহার করতে দেখা যায়। সেই সাথে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর চৌকি, পোস্ট ও সামরিক স্থাপনাগুলোতে টিটিপকে মিসাইল, মাইন, মর্টার, রকেট ও গ্রেনেড ছুড়তেও দেখা যায়।

ভিডিওটির এক অংশে দেখা যায়, একজন টিটিপি যোদ্ধা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একটি পোস্টের কাছে লুকিয়ে থেকে প্রচুর গ্রেনেড ভর্তি একটি নীল প্লাস্টিকের ব্যাগ সীমান্ত বেড়ার উপর দিয়ে পোস্টের ভিতরে নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণ পর তা বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় এবং পুরো পোস্টটি ধ্বংস হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান তাদের কার্যকলাপ বাড়িয়েছেন, টিটিপির এসব অভিযান এটাই নির্দেশ করে যে, তাদের স্বক্ষমতা ও অভিযানের গুণগতমান আগের যেকোন সময়ের চাই উন্নত হয়েছে, সেই সাথে তাঁরা স্পষ্টতই স্থানীয়ভাবে বেশ সক্ষম।

ভিডিও লিংক:

https://alfirdaws.org/2021/11/01/53657/